বঙ্গদর্শন

সম্পাদক—শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

১ম খণ্ড (নবপর্যায়) ১ম সংখ্যা মাঘিক—মাঘ ১৩৭১ ৩৭

অনুপম আয়ুর্বেদীয় কেশ তৈল

সাধনা আমলা

অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য যুগ যুগ ধরে সুবিদিত

আমলকি? চুলের প্রধান উপকরণ

কেশ পতন, অকালপক্কতা কেশের রুক্ষতা রোধ করে এবং প্রচুর সজীব, সুন্দর, ঘনকৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে। মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ ও কর্মক্ষম রাখে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
কলিকাতা

বঙ্গদর্শন

চতুর্থ-বর্ষ (নবপর্যায়) কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৭

এই সংখ্যার বিষয়-সূচী

১। সম্পাদকীয়—
মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্য-কৃতি
২। চিরন্তনী—প্রবন্ধ—অমলকৃষ্ণ গুপ্ত
৩। রাজসূয় (মহাকাব্য)
৪। রুচি ও মালিনী—শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
৫। মিত্রলাভ—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রতি সংখ্যা : এক টাকা
বার্ষিক দশ টাকা

সম্পাদক : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

বঙ্গদর্শন (মুদ্রণ ও প্রকাশন)

দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

১৬, সৈয়দ আমির আলি এভেনিউ, কলিকাতা-১৭ (ফোন : ৪৪-২৪৩৭)

মুদ্রাকর ও প্রকাশক : শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য কলিকাতা-১৭, ১১ জ্ঞাননগর রোড,
দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিস্ট প্রাইভেট (প্রিন্টিং ব্রাঞ্চ) হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Investment Analysis and Consultancy Facilities

Investment Analysis and Consultancy Services Dept. of The Indian Economist Private Ltd. offers consulting services to bonafide investors in their investment portfolios and problems for holding and selection of securities to get the benefits to pick up profitable and good yielding investment.

Any investment analysis is a forward-looking enquiry and as such it should be the aim of every investor to make himself acquainted with the financial position and Stock Market-conditions before he sets out to acquire shares and securities in the same. After all, the need for investment analysis is greatest, as one of the main issues, exclusively connected with the earnings and payments, the investment can make, where success may be very profitable and error very expensive.

The formulation of an investment program involves (a) the determination of the investor's investment objective, (b) the selection of the securties in conformation with that objective, and (c) the supervision of investment for the judgment in time of sale as well as of purchase and also of holding. An individual owns securities in tens to a dozen or more companies is encapable of researching his investments to the same degree that is carried out by full time financial professionals.

Before the investment and sale of investment, the investor must know the economic health of his investment and condition of management. This service will be helpful to the investors for investment analysis with detailed study of the characteristics, quality, prospects and value of the securities, investment timing at the Stock Exchanges. The investment survay and analysis are usualy made on a comparative studies and placed without accepting the legal responsibility and implications whatsoever.

We look forward to utilise an opportunity to be of service to the Investor's Investment survay, analytical consultation and investment operational works. Investors are requested to transact their tradings through the Members of the Stock Exchanges. The Company does not undertake stock brokers' or dealers' business. The Company is for technical study of Stock Market-trends and income-growth with security investment and also the Company devotes time and know-how in advising minority shareholders, who are in danger of being maltreated by an oppressive majority to protect the fundamental right of corporate democracy.

Licensed mony-lending Department of the Company offers services to suitable new corporate ventures of equity capital and also experienced exclusive advice for planning, organisation and registration etc. of the new projects.

The Indian Economist Private Ltd

16, SYED AMIR ALI AVENUE,
CALCUTTA—17

পশ্চিমবংগ সরকারের সাময়িক পত্রপত্রিকা

*

পশ্চিমবংগ

সচিত্র বাংলা সাপ্তাহিক। এতে সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সংবাদ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় নানা তথ্য সংবলিত প্রবন্ধ ও সরকারী বিজ্ঞপ্তি।

প্রতি সংখ্যা—১০ পয়সা ০ ষাণ্মাসিক—২·৫০ টাকা বার্ষিক—৫টাকা

ওয়েস্ট বেংগল

সচিত্র ইংরেজী সাপ্তাহিক। সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদ, তথ্যমূলক প্রবন্ধ, সরকারী বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে।

প্রতি সংখ্যা—২০ পয়সা ০ ষাণ্মাসিক—৫ টাকা, বার্ষিক—১০ টাকা।

●

গ্রাহক হবার ও বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

বিজনেস ম্যানেজার

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবংগ সরকার

রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১

প. ব. (তথ্য ও জনসংযোগ) বি. ৩৩৭০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত পুস্তকাবলী

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর রচনাবলী

৯ খণ্ডে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সম্পূর্ণ রচনাবলীর মূল্য ৬৫৲
—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সং
১ম খণ্ড : প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা, ২য় খণ্ড : কর্ম-কথা, চরিত-কথা, বিচিত্র প্রসঙ্গ ১০'০০, ৩য় খণ্ড : শব্দকথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞ কথা ১২'০০, ৪র্থ খণ্ড : নানা কথা, জগৎ-কথা, পুণ্ড্রীককুলকীর্তি-পঞ্জিকা ১২'০০, ৫ম খণ্ড : ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ১২'০০, ৬ষ্ঠ খণ্ড : বিবিধ রচনা ১১'০০

ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী

সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই ১৬৲ কাপড়ে বাঁধাই ১২৲

বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। ইহাই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত শেষ গ্রন্থাবলী। মূল্য ২০ টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত। সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই, উত্তম কাগজে বড় অক্ষরে ছাপা তথ্যপূর্ণ ভূমিকা ও পাঠভেদ সহ সকল খুচরা খণ্ড ও পুস্তক কিনিতে পাওয়া যায়।
[১ম খণ্ড : আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম] ১১'৫০
[২য় খণ্ড : কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী] ১০'৫০
[৩য় খণ্ড : বিজ্ঞানরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ (১ম + ২য়, সাম্য)]
[৪র্থ খণ্ড : ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, যুগলাঙ্গুরীয়] ১০'০০ ; [৫ম খণ্ড : কমলাকান্ত, গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত, লোকরহস্য] ১০'৫০ ; [৬ষ্ঠ খণ্ড : কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা] [৭ম খণ্ড : কৃষ্ণকান্তের উইল, রজনী রাজসিংহ, রাধারাণী] ১১'৫০ ; [৮ম খণ্ড : বিবিধ] ১২'৫০।

মধুসূদন-গ্রন্থাবলী

মধুসূদন দত্তের কাব্য এবং নাটক-প্রহসনাদি বিবিধ রচনা সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই, মূল্য ২৫৲। সকল পুস্তকই স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ—সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই মূল্য ২২৲ টাকা। সকল পুস্তকই খুচরা কিনিতে পাওয়া যায়।

রামমোহন-গ্রন্থাবলী

সমগ্র গ্রন্থাবলী সাত খণ্ডে সম্পূর্ণ। এক খণ্ডে সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই মূল্য ২০ টাকা। খুচরা খণ্ডও কিনিতে পাওয়া যায়।

শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী

'শুভ বিবাহ' ও অন্যান্য সামাজিক চিত্র সম্বলিত পুস্তক
—মূল্য ৪৷০

নবীনচন্দ্র রচনাবলী

(৫ম খণ্ডে—সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই) ১ম খণ্ড : আমার জীবন ১২'০০ ; ২য় খণ্ড : আমার জীবন ১৩'০০ ; ৩য় খণ্ড : আমার জীবন ১১'০০ ; [৪র্থ খণ্ড : অবকাশরঞ্জিনী, পলাশির যুদ্ধ, রঙ্গমতী] ১১'০০ ; [৫ম খণ্ড : কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, রৈবতক] ১৫'০০।

অক্ষয়কুমার বড়াল-গ্রন্থাবলী

একখণ্ডে সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই—১৫'০০

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলী

দুই খণ্ডে সুদৃশ্য বেহিনে বাঁধাই—২৫৲

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

বাংলা সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ১ম ও ২য় খণ্ড
(অল্প)

বাংলা সাময়িক-পত্র [১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সাময়িক-পত্রের সূচনা হইতে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িক-পত্রের পরিচয় রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্ত]—
[১ম খণ্ড : ১৮১৮-১৮৬৭]
[২য় : ১৮৬৭-১৯০০], ২য় সং (যন্ত্রস্থ)

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

স্মরণীয় সাহিত্য-সাধকদের জীবনী ও রচনাবলীর পরিচয়। ১০৪ খানি পুস্তক দশ খণ্ডে সুদৃশ্য বাঁধাই একত্রে মূল্য ৮০ টাকা। পৃথক ভাবে পুস্তকগুলি কিনিতে পাওয়া যায়।

পালামৌ—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	....	১৷০০
অর্থনীতি ও রসতত্ত্ব—অধ্যাপক দে	....	১২'০০
আলালের ঘরের দুলাল—প্যারীচাঁদ মিত্র	....	৪'৫০
হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা—কালীপ্রসন্ন সিংহ	....	৫'০০
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী—১ম ও ২য়		১৪'০০
সে কাল আর এ কাল—রাজনারায়ণ বসু	....	১'৫০
পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	....	১'৫০
স্বপ্ন—গিরীন্দ্রশেখর বসু (পরিবর্দ্ধিত ৩য় সংস্করণ)		৩'০০

ব ঙ্গী য়-সা হি ত্য-প রি ষ ৎ ঃ ২৩৪।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত

ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণলীলার মাহাত্ম্য প্রদর্শনে মহাভারত-ব্রহ্ম-পদ্ম-বিষ্ণু-বায়ু-শ্রীমদ্ভাগবত-ব্রহ্মবৈবর্ত-স্কন্দ-বামন-কূর্ম-ইত্যাদি পুরাণোক্ত অমর-কাহিনী ভিত্তিক 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্'—সত্যের রসাত্মক বাণীমূর্তি। বিষয়, কর্ম ও ভাবঐক্যে শ্রীকৃষ্ণজীবন ও কুরুপাণ্ডব-জীবন ও যুদ্ধ-ইতিহাসের ঘটনা-বৃত্তের বর্ণনাত্মক শিল্পপ্রকরণে চিরকালীন সত্যের মহত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মহান্ নির্মিতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবী-দেহে সংসারে মনুষ্যত্বের আদর্শ অনুবর্তী-কর্মানুষ্ঠানে পুরুষোত্তম—অতিমানুষ শক্তির সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। এই মহাকাব্য-চতুষ্টয়ে সেই অমৃত সমান পুণ্যকথা মহাকাব্যিক ওজোগুণান্বিত ছন্দে ও ভাব-গাম্ভীর্যে অভিব্যক্তিত সর্বকালীন মানবিকতার মহত্বপূর্ণ রসগর্ভ-চিত্রায়ণ। এই মহাকাব্য-চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্য কুড়ি মাত্রার নতুন অমিত্রাক্ষর-ছন্দ রীতি দশ মাত্রায় যতি স্থাপনে—ওজোগুণোপেত গম্ভীর শব্দধ্বনি সঙ্গীতাত্মক ছন্দস্রোতে ভাবের প্রকাশ।

ইন্দ্রপ্রস্থ
রাজসূয়
পুরুষোত্তম
ধর্মরাজ্য

মহাকাব্য-চতুষ্টয়ের মুদ্রণ কার্য চলিতেছে। ডবল ক্রাউন আট পাতা-ফর্মায় দুই কলমে গ্রন্থনার মাধ্যমে গ্রন্থের কলেবর প্রায় আটশত পৃষ্ঠার মত হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। উপাখ্যানের বিশাল পটভূমির দিগন্ত বিস্তারে রসজ্ঞতায় ছন্দোময় হইয়াছে কর্মক্ষেত্রে মানব-মহিমার চরিতার্থতা। পঞ্চাশৎ সর্গ সমন্বিত এইরূপ একটি বিরাট-ব্যাপক কর্মকাণ্ড বর্তমান সময়ে অভিনব বলিয়া ইতোমধ্যে অভিনন্দিত হইয়াছে। প্রকাশক-প্রতিষ্ঠানের নিবেদন এই যে, গ্রন্থপ্রকাশ-পূর্বে যাঁহারা দশ টাকা জমা দিয়া অগ্রিম গ্রাহক-গ্রাহিকা-শ্রেণীভুক্ত হইবেন, তাঁহারা রেক্সিনে বাঁধার কুড়ি টাকা মূল্যের গ্রন্থখানি অর্ধ মূল্যে পাইবেন। সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিও এই সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন।

বিস্তারিত জ্ঞাতব্য :

দি ইণ্ডিয়ান ইকনমিসট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

১৬, সৈয়দ আমির আলি এভেনিউ, কলিকাতা-১৭

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত

সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য

যুগান্তকারী রুশ-বিপ্লব এবং ওই বিপ্লবে মহান্ লেনিনের ঐতিহাসিক ভূমিকার ওপর আলোকসম্পাতকারী এই অনবদ্য মহাকাব্য সম্পর্কে স্বনামধন্য রাষ্ট্রনীতিক ও মনীষী-সাহিত্যিক পার্লামেন্ট-সদস্য শ্রীহীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাকাব্যকার শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রে লিখেছেন :

"আপনার রচিত 'সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য' পাঠ করে আনন্দিত হয়েছি। আশ্চর্য হতে হয়, কী বিপুল অধ্যবসায় নিয়ে এই কাজে আপনি ব্রত হয়েছিলেন। সোভিয়েত বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে গভীরভাবে অনুধাবন না করলে এই রচনা সম্ভব হত না। কাব্য-রস এবং ছন্দ-সমৃদ্ধির গুণে পাঠক মুগ্ধ হবে। আপনার এই একক-কীর্তি স্মরণীয় হয়ে থাকবে সন্দেহ নেই।"

বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে বঙ্কিম-গবেষণার কৃতিত্বের রবীন্দ্র—পুরস্কারে সম্মানিতা রুশ-বিদুষী শ্রীমতী ভেরা নভিকোভা লেনিনগ্রাদ থেকে একটি চিঠিতে লিখেছেন :

....."সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্য' মহাত্মাগান্ধী ও মহান্ লেনিনের জন্মশতবার্ষিকীতে অর্ঘনিবেদন করিয়া আমাদের দুই দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার কাজে আপনি বড় অবদান দিলেন। সেইজন্য আপনাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি।

এই মহাকাব্যে রুশবিপ্লবের ইতিহাস-ভিত্তিক রূপায়ণ বিপ্লবীকালে প্রেরণাদায়ী হইয়াছে এবং এই পটভূমিকায় ভারতীয় জীবন ও জাতীয়মুক্তিসংগ্রাম চিত্রময় হইয়া উঠিয়াছে।

'সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্যে'র মৌল কাব্য-পরিচয় ও রসবস্তুর তাৎপর্য এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে পরিমান। ৪০৮ পৃষ্ঠার এই বিরাট গ্রন্থের মূল্য—বারো টাকা।

প্রাপ্তব্য : মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড।
বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। ৫৪।৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের

'ক্লাসিক্যাল মডার্নিটি' এবং 'মডার্ন ক্লাসিক্যালিজম'-এর শাশ্বতী-ধারায় বঙ্গসাহিত্যে সাম্প্রতিককালে বিরচিত মহাকাব্য-চতুষ্টয় এযুগের সাহিত্যের বিস্ময়কর সৃষ্টি। সঙ্গীতাত্মক-ঘটপদী ও দশপদী মাত্রাবৃত্তছন্দে সুরের উদাত্ত ঐকতান বীররস-আন্দোলনে অন্তর আলোড়িত করে—সঙ্গে সঙ্গে অনুপ্রাণিত করে রোমাঞ্চিত-পুলকে মহৎ আদর্শ, জীবনদৃষ্টি ও নৈতিকবোধ। সুর-ঐক্য মহাকাব্য চতুষ্টয় 'মহাভারতায়ণ' মহাকাব্য। এই মহাকাব্য নবভারতের 'মহাভারতায়ণ'—বঙ্গসাহিত্যে অনন্যসাধারণ সংযোজনরূপে অভিনন্দিত। সিপাহীযুদ্ধ থেকে সন্ন্যাসন কাণ্ড, অহিংস সংগ্রাম, তারপর আজাদ হিন্দ সরকারের কৃত্য ও পুষ্পকাণ্ড এবং ভারতবর্ষে সোভিয়েত মহাবিপ্লবের প্রেক্ষিতে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের মর্মবাণী সমন্বিত।

জালালাবাদের যুদ্ধ

চট্টগ্রাম তথা ভারতীয় সশস্ত্র-বিপ্লবের সন্ন্যাসবাদী আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণ-চিত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ আকারে) ৬০০ পৃষ্ঠার অধিক) বহুত্ব। প্রথম সংস্করণ দুষ্প্রাপ্য, প্রকাশ বাজারে বিক্রয় হচ্ছে।—মূল্য ৩৫·৪০৲ টাকা।

গান্ধীজীবন

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাণস্পর্শী রূপলেখা রূপায়ণ—বীররসে-ভাসি অহিংসার দ্বারা হিংসাকে জয় করার বীররসাত্মক মহাকাব্য। 'বহু-জনহিতায় বহুজন সুখায়'-বাষ্টিচিন্তার নবীন দিগন্তে গান্ধীচরিতমানস। পৃষ্ঠা ৪৪৫ মূল্য ১৫ টাকা।

আজাদ-হিন্দ নেতাজী

ভারতের বিপ্লবী-দেশনেতা সংগ্রামী মহানায়কের জীবনী-ভাষ্য ও পরমসিদ্ধি-কথা। মহাভারতের মুক্তিযুদ্ধের মহিমা-উজ্জ্বল দৃশ্যে দৃশ্যে দেশপ্রেমে রক্ততর্পণে ভাস্বর ঘটনার মহাকাব্যরূপ। মূল্য ২০৲ টাকা। পৃষ্ঠা ৭৭৫—সুদৃশ্য বাঁধাই।

শ্রীগুরু লাইব্রেরী
বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

গান্ধীশতাব্দী পুস্তক ভাণ্ডার ও অন্যান্য বিশিষ্ট পুস্তকালয়।

লেনিন চিরকালীন

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য প্রণীত

নতুন কবিতাগ্রন্থ

লেনিন অনন্তযাত্রার মহাজীবন। লেনিন শতবর্ষপূর্তি-উৎসবে পৃথিবীর ভাগ্য বিধৃত মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বাহিকে লেখা কবিতাগুলি 'সোভিয়েত ঐতিহাসিক মহাকাব্যের মহাকবি' কবি শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্যের এই দিগ্বিজয়ী নতুন গ্রন্থবিন্যাসে সমবেত। পর পর মাত্র ৭টি কবিতা লেনিন চরিত্রমানস কালান্তরের যেভাবে চিরকালীন ভাব ও রূপ লেখে। মহান লেনিনের ব্যক্তিজীবন বিশ্বমানব-জীবন-মহিমায় চিরকালীন সৃষ্টির প্রতিবেদন—মনুষ্য ও মানবতার অনন্য উপলব্ধির বিস্ময়ের ঘোষণা। 'লেনিন চিরকালীন' মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ বন্দিত এই মহাজীবনের চরিত্র-মানস।

মূল্য দুই টাকা

প্রাপ্তিস্থান : মনীষা গ্রন্থালয় (প্রা) লিঃ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়

গান্ধীসাহিত্যে অনন্যসাধারণ অবদান

মনীষী সমালোচক ও প্রাবন্ধিক

নারায়ণ চৌধুরীর

গান্ধীজি

শিল্প ও সাহিত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে মহাত্মা গান্ধীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও অনুপম কর্মসাধনার বিশ্লেষণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ ও মহাত্মাজির প্রতিভার মনোজ্ঞ তুলনামূলক আলোচনা। গান্ধী-দর্শনের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা

● গান্ধী-শতবার্ষিকীর বৎসরে প্রকাশিত একখানি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ ●

মূল্য : ৩·৫০

: পরিবেশক :

গান্ধী-শতাব্দী পুস্তক ভাণ্ডার
রাজভবন কলিকাতা-১

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪/৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

বঙ্গদর্শন
৪র্থ বর্ষ—কার্তিক-অগ্রহায়ণ—১৩৭৭

মাইকেল শ্রীমধুসূদন দত্তের মহাকাব্য-কৃতি

মহাকবি মাইকেল শ্রীমধুসূদন দত্ত নব্যবঙ্গের মানস-জাগরণের ঋত্বিক। ইউরোপীয় ভাব-ভাবনার সঙ্গে ভারতীয়-ভাবনার তীর্থসঙ্গমে এই মহাকবির কবিমনিষির মানস-মহিমাকে ধারণ করে আছে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য।

গাইব, মা, বীররসে ভাসি
মহাগীত ; উরি, দাসে দেহপদছায়া।
—তুমিও আইস দেবী, তুমি মধুকরী
কল্পনা কবির চিত্ত ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি !

নব্যবঙ্গের মহাকবি-কণ্ঠে ধ্বনিত আত্ম-উপলব্ধি-স্তোতক এই সন্নিচ্ছার মধ্যেই মাতৃভাষা ও স্বদেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম আন্তরিকতার পরিচয় যেমন পরিস্ফুট, তেমনি এই সন্নিচ্ছার মধ্যে সহৃদয়-হৃদয়-বেদ্য-সৃষ্টি-সাধনার ঐতিহাসিক তাৎপর্যে অমৃতের অধিকারে সমকালের মানুষকে—সেইসঙ্গে উত্তরপুরুষকে প্রতিষ্ঠিত করার অভীপ্সাও প্রকাশিত রয়েছে।

এই মধুচক্র রচনার মূলে মহাকবির আত্মজাগরণ ঘটেছে বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে রাবণের মর্মান্তিক শোকদৃশ্যে। সমগ্র মহাকাব্যের মধ্যে বীর ও করুণরসের ওতপ্রোত মিশ্রনে মহাকবির ধ্যান-দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়েছে নিয়তি লীলা—মহত্ত্ব ও বীর্যদীপ্তির বাঞ্ছনায় মহিমময়ী প্রমীলা ও রামময়প্রাণা সীতার বিরহ-করুণ-সৌন্দর্যের বর্ণালীরেখার পাশে-পাশে পরিস্ফুট হয়েছে সরমা-মন্দোদরী-চিত্ররেখার করুণমূর্তির বিচিত্রতায় এক অখণ্ড রসনিবিড় বাঙ্ময় প্রতিমা।

পরিশেষে ইন্দ্রজিৎ স্বামী মেঘনাদ সহধর্মিনী প্রমীলার সহমরণের শ্মশান দৃশ্যের সকরুণ ক্রন্দন-ধ্বনিকে ছাপিয়ে মহাকবির অমর-দৃষ্টি অনন্তকালের বুকে জীবনরসের নির্ঝরিণী প্রবাহিত করেছে। অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত জীবন-বাস্তবতার সম্মুখে রাবণ পৃথিবীর অভিশপ্ত আত্মার প্রতীক। সকলকাব্য-কারণের মূলে মহাকবি তুলে ধরেছেন দৈব-নিয়ন্ত্রনা—তাই রাবণ-চরিত্রের বিলাপের সুতীব্র হাহাকার-ধ্বনিতে উদাত্ত হয়ে উঠেছে অদৃষ্ট-শক্তির অভিশাপে বীরোত্তমের আত্মশক্তিদীপ্ত পুরুষকারের পরাজয়ের কথা ও কাহিনী।

ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদের পতন এই মহাকাব্যের রসনিষ্পত্তির সবটুকু নয়। রাবণ-মেঘনাদ-প্রমীলা-রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে অবলম্বন করে এমন একটি নৈতিক সত্য এখানে দৃশ্যমান, যেখানে জীবনের আদি-মধ্যে-অন্তে অখণ্ডরূপে জীবন ও সংসারের তত্ত্বদর্শন উদ্ভাসিত হয়েছে।

রাবণ-চরিত্র মহাকবি-প্রাণকে আগুনের মত উদ্দীপ্ত করেছে—এই আগ্নেয় পৌরুষ-মূর্তির অগ্র-নির্ঝরে একটি উদার মহিমময় সৌন্দর্যশ্রী বিকশিত করেছে—হৃদয়ের সহানুভূতিকে সঞ্জীবক-রসে অভিসিঞ্চিত করে গভীরতর চেতনায় উদ্দীপনা আনে করুণরসের আস্বাদনে জীবনের সঙ্গে জীবনের পরিচয়ে। রাবণের চোখের জলের সহস্রধারায় আলোড়িত হয় সংসার-লীলার আদিগন্ত-বিস্তার সৃষ্টি—অদৃষ্টচক্রে নিষ্পেষিত আত্মার শক্তি ও মাহাত্ম্য এখানে খণ্ড বা খর্ব নয়, বিরাট মহিমাদীপ্ত মহাজীবনের চিরকালীন সংগ্রাম পরাজয়েও এখানে ঊর্ধ্বশির বীররসে ভাসি মহাগানে বজ্রশক্তিতে বাহুযুগল আন্দোলিত—মর্ম বেদনায় আত্মার-পীড়িত-জীবনের চিরন্তন ফলশ্রুতি।

পুত্রশোকে রাবণের বিলাপে মহাকাব্যের কথাবস্তুর আরম্ভ এবং পুত্রবধূর শোকের করুণ-রাগিণীর সুর-মূর্ছনায় 'মেঘনাদ বধে'র উপসংহার—এই ভাববস্তু ঘটনা-ক্রিয়ার ভিত্তিভূমিতে মহাকবির বক্তব্যের মধ্যে অখণ্ড নিষ্ঠিতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে আছে কল্পনা, ভাব, ভাষা, ছন্দ ও চিত্রকল্পের বিচিত্র রূপ-সম্পদে। জীবন-দৃষ্টির প্রতিবিম্বে প্রতিফলিত হয়েছে ঘটনার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া এবং পরিণতির মধ্যে ইহ-পরকাল, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়কে একটি মহৎ ও বৃহৎ ঘটনার সম্মুখীন করেছে।

মহাকাব্যের মধ্যে মহত্বপূর্ণ ঘটনা কেবল চরিত্র মহত্ত্বেই প্রতিষ্ঠিত হয় না—মহত্বের পূর্ণাদর্শ জীবন্ত করা ব্যতীত জীবনধর্মের মহিমাও সেখানে নানাভাবে বিকাশ লাভ করে। "মেঘনাদ বধে"র মধ্যে চরিত্র-মাহাত্ম্য বড় একটি প্রাধান্য লাভ না করলেও এখানে মহাকবি-মনোভূমিতে নিয়তিরূপিণী চঞ্চলা ভাগ্যলক্ষ্মীর চরণপাতে অশ্রু-করুণ রস-সাধনা উদ্ভাসিত হয়েছে অখণ্ড সৃষ্টি-মহিমায়—শ্মশানের অগ্নিশিখার ভাস্বর-জ্যোতিতে খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে একটি বিশ্বনৈতিক সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে মহত্তম মহিমায় উদ্ভাসিত সৌন্দর্যের করুণ-লাবণিতে। এই মহামহিম-আবেষ্টনীর মধ্যে, বিপর্যস্ত ভাগ্যের পরিহাস-কাণ্ডের মধ্যে, জীবন-মৃত্যুর মহাসংগ্রাম ক্ষেত্রে মহাগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে নৈতিক বীর্যবত্তার জীবনরস আস্বাদন ঘটে! দুঃখকে—পরাজয়কে—সর্বনাশকে বরণ করার মধ্যে যে নৈতিক সাহসের নিদর্শন—'মেঘনাদ বধে'র মহাকবিতা নিয়তির অজ্ঞেয়-শক্তির সম্মুখে বিমূর্ত করে তুলেছেন অপরূপ রস-মাধুর্যে অধিদৈবিক ও অধিনৈতিক রহস্য বিস্তারে।

অবশ্য ইহা সত্য যে, মহাকাব্য মুখ্যতঃ নীতিনির্ভর, কিন্তু নীতি প্রচার-মুখ্য শাস্ত্র গ্রন্থ নয়। ইহার মধ্যে এমন একটি গভীরতর বিষয়মান—যা সমাজ ও বিশ্বমঙ্গলের আদর্শকে উপস্থাপিত করে। রামায়ণ-মহাভারত-রঘুবংশ-কুমারসম্ভব ইত্যাদির মধ্যে এই মঙ্গলের বিশেষ রূপটি দেদীপ্যমান। ইউরোপীয় মহাকাব্যের মধ্যে এই বিশিষ্ট রূপটি প্রধানতঃ স্ফূর্তি লাভ করেনি—কারণ, হোমার থেকে মিলটন পর্যন্ত যে মহাকাব্য-ধারা ত্রিকালদর্শী মহাভাবরসে জারিত হয়ে কোন একটি অনির্বচনীয় সত্যকে বিকশিত করে বিশ্বমঙ্গলের বাণীমূর্তিকে প্রাণময়ে উজ্জীবিত করার দৃষ্টান্তকে তুলে ধরেনি, সেখানে অন্তরঙ্গ ভাবে সত্য হয়ে উঠেছে ঘটনার ছন্দোবদ্ধ বিস্তারে যুগ ও জীবন, কোথাও বা ভয়ংকর, বিস্ময়কর, রহস্য-গর্ভ-বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রাম বা অন্যান্য উপস্থাপনা। বস্তুতঃ মহাকবি শ্রীমধুসূদন ইউরোপীয় ধারাকেই অনুসরণ করে ঘাত-প্রতিঘাতে নাটকীয়তার মধ্যে জীবন-রহস্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টির অবসরে অতিপ্রাকৃতিকে তুলে ধরেছেন। তথাপি এই মহত্তী-সৃষ্টির মধ্যে মহাকবি-মানস বিস্তারিত কল্পনার উপস্থাপনার সঙ্গে যুগজীবন-বোধিকে অভিযুক্ত করেছেন পৌরাণিক কাহিনীর আবরণে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে দেব-দেবী ও নিয়তির মহাশক্তিকে স্বীকৃতি দানে।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে মহাকবির আত্মজাগরণের ফলে আমরা দেখি এক-একটি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত চেতনার একখানির পর আর একখানি ফলশ্রুতি মানস-আদর্শকে অভিব্যক্ত করার পর পরিশেষে পূর্ণাঙ্গ মূর্তিতে প্রকাশিত করে এমন একটি সৃষ্টি—যেখানে মহাকবি-মানস সৃষ্টির-মাহাত্ম্যের মধ্যে দর্শন করে পরম পরিপূর্ণ উচ্চতম ও মহত্তম সত্যের আত্মবিকাশ ঘটে।

সজ্ঞানে মহাকবি-মানস অনন্তকে অন্তের মধ্যে দর্শন করে বলেই, ইতিহাসের বা পুরাণের ঘটনা-বিবরণীকে ভাষা ও ছন্দে রসরূপ দিয়ে আপন কর্তব্য সীমিত রাখে না—আত্মার ভাবে-ভাবনায় একটি অনুভূতি-মূর্তি বিরচনা করার মধ্যে অবিচেতন আদর্শ বোধে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। পৌরুষ ও দৈবানুগত্যের সংঘাতে 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য এই অবিচেতন শক্তির সম্মুখীন হয়ে সত্য করেছে ভাগ্য নির্ধারিত বিধানের রহস্য-ছন্দের মুখোমুখী আত্মার জীবন-স্বরূপ—অলঙ্ঘনীয় অমোঘ নিয়তির শাস্তিকে শিরোধার্য করেও আত্মার উত্থানের একটি প্রাণবন্ত নাটক। ভাবনার তরঙ্গাঘাত মহাকবির অবচেতনাকে আলোড়িত করে অতীত স্মৃতি-সঞ্চয়নে—চলতিকালের দর্পণে প্রতিচ্ছায়া উদ্ভাসিত হয় অতীতের নবীনমূর্তির চেতনা। মহাকবি শ্রীমধুসূদন রাম-রাবণের যুদ্ধের খণ্ড রূপকে সম্মুখে রেখে মেঘনাদ-পতনের কাহিনীর মধ্যে যুগের ঘটনার আলোড়ন ও পরিচয় অলক্ষ্যে ছায়া ফেলেছে সিপাহী-বিদ্রোহের শ্মশান-ভূমিতে জাতীয় আত্মার পরাজয়। মহাকবির

অন্তরে আবর্তিত ছিল বলেই—মহাকাব্যের মধ্যে জীবন-বাস্তব ও সমাজ-বাস্তব এমন ছন্দ রূপে জীবন্ত-সুন্দর হয়ে উঠেছে। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের গৌর-মণ্ডিত জীবন-মহিমা প্রমীলা-চরিত্রকে মহিমময় করেছে। প্রত্যেক ক্রান্তিলগ্নে মহাকবির রচনার মধ্যে যুগের জীবন-যন্ত্রণা ও আনন্দ-উপলব্ধি রূপায়িত হয় ঐতিহাসিক সত্যের প্রেক্ষাপটে। সেই ইতিহাস কখনো-কখনো রূপকের আবরণে প্রচ্ছন্ন থাকে—যদি মহাকবি-মানসের মহাকাব্যের অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধানে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তাহলে প্রচ্ছন্নরূপকের নির্মোক খসে রসবস্তুর মর্মরূপটি উন্মোচিত হয়। প্রত্যেক মহাকবির রচনার সজ্ঞান-অভিপ্রায়ের সঙ্গে সাধারণতঃ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত থাকে একটি অবচেতন-মানস-ক্রিয়ার প্রচ্ছন্ন আলোড়ন—পরিণাম যতই করুণ হোক, রাবণ-মেঘনাদ-প্রমীলা সাহিত্যের নিত্যকালের উচ্ছ্বাস মধুর ভাবলোকে যে ভাব ও রসবস্তুকে ধারণ করে আছে, তা জীবনের-রাগিনীতে চিরসুমধুর। পৃথিবীর বিভিন্নদেশের মহাকাব্য-সমূহের কলেবর ও ঘটনা-চিত্রনের মধ্যে একটি বিশালতা বিশেষ ভাব লক্ষ্য করার বিষয়। এই দিক থেকে 'মেঘনাদ বধ' স্বল্প কলেবর হলেও এই মহাকাব্যের বিরাটত্ব ও মহত্ব মাটি থেকে মহাশূন্যের অনন্ত প্রসারে ভাবজগৎ সৃষ্টি করেছে। এই জগতে ভারতীয় ঐতিহ্যগত উপস্থাপনা যেমন আছে, তেমনি গ্রীক-পুরাণের এবং পাশ্চাত্য মহাকাব্যের ছায়ালোকে রামায়ণের একটি খণ্ড কাহিনীর বিস্তারে রসগাম্ভীর্যে মধুর হয়ে উঠেছে বৃহৎ পটভূমিতে মহীয়ানত্বের ব্যঞ্জনা।

বিরাটের পটভূমিকায় মহাকাব্যের ভাব ও রসবস্তুতে জীবন ও বিশ্বের একটি বিশেষ দিক-দর্শন বিকশিত হয়ে থাকে। প্রাচীন কাল থেকে একালের মহাকাব্যের প্রকৃতিস্বরূপে এবং রস-নির্মিতিতে এই বস্তুগর্ভ সত্যটি স্বতঃস্ফূর্ত রূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। প্রাচীন কাহিনী হোক, যুগের ঘটনা-পরিবেশে হোক, মহাকাব্যের মধ্যে মহাকবি যে যুগের মানুষ, সেযুগের ভাব-ভাবনা অতি স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবান্বিত ও প্রতিবিম্বিত হয়ে পড়ে। রামায়ণ-মহাভারত-রঘুবংশ ইত্যাদি সম্পর্কে এই কথাটা যেমন খাটে, তেমনি মহাকাব্য-কোবিদ মহাকবি শ্রীমধুসূদন সম্পর্কেও ইহা বিশেষ রূপেই সত্য।

মহাকাব্য-রচনার প্রেরণার মূলে যে বস্তুগর্ভ ভাবকল্পনা মহাকবি-মানব-চৈতন্যকে উদ্দীপ্ত করে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দুইটি ঘটনা ছিল প্রধান—মহাভারতের পরাধীনতা ও সিপাহী-বিদ্রোহ। কিন্তু ভাবজগতের সম্মুখে এইরূপ ঘটনার বিরাট ব্যঞ্জনায় বীর-রসাত্মক মহাকাব্য রচনার প্রেরণা-সঞ্চারক মহিমময় দীপ্তিকে চাক্ষুস করতে হলে চাই বাল্মীকি-ব্যাসের মনশ্চক্ষুর সুদূরস্পর্শী ধ্যান-দৃষ্টি। মধুসূদন ঐতিহাসিক বস্তুসত্যের অগ্নিশিল্পরে রক্তধারা ও প্রাণরস সঞ্চারে নতুন পথ গ্রহণ করেছেন—সিপাহী-বিদ্রোহের পরাজয়কে শোকাকুল পারিপার্শ্বে 'মেঘনাদ বধ'কাব্যে মর্মস্পর্শী করে তুলেছেন।

রাম-লক্ষ্মণ-বিভীষণ ইতিহাসের সুপরিচিত মানুষ। প্রমীলা-মন্দোদরী-চিত্রলেখা-সরমা আমাদের নিত্য পরিচয়ের স্মৃতি-সঞ্চয়ে প্রাণের নিভৃতে করুণবোধকে উদ্দীপ্ত করে। আর রাবণ-মেঘনাদ ভাগ্যদেবীর নিষ্ঠুর চক্রান্তের সম্মুখে চিরকালের আর্তিকে গীতোচ্ছ্বাসে উদ্গীত করে আছে। সজ্ঞানে মহাকবি-মানস পার্থিব-জীবন-মহিমাকে স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যে এমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন—জীবন যেখানে বিদ্রোহী, কিন্তু সেই বিদ্রোহ মহাকবির অবচেতন-বোধি প্রজ্ঞায় নবযুগের বাণীকে উদ্গীত করে তুলেছে আশ্চর্য করুণ মধুর সুরসপ্তকে।

যুগের মানস-চেতনা ও ঘটনা-প্রবাহ যুগসন্ধিক্ষণে সর্বযুগেই মহাকবিকে অতীত স্মৃতি-সঞ্চয়নে অনুপ্রেরণা দান করে—প্রত্যক্ষ-বাস্তবের সঙ্গে অতীত ঘটনা-বাস্তবের বিশাল প্রেক্ষিতে দেশ-কালকে দেখার তাগিদে। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যে—যেখানে মহাকাব্যের মাধ্যমে মহাকবি যুগজীবনকে তুলে ধরেছেন, যেখানে পূর্বাপরের মধ্যে একটি ভাবগত-ঐক্যের সুর ধ্বনি সৃষ্টি হয়েছে। বাল্মীকি-ব্যাস-কালিদাস-হোমার-ভার্জিল-দান্তে-ফেরদৌসী-টাসো-মিলটনের ভাব-কল্পনায় যে মহত্বপূর্ণ গৌরপ্রভ-চরিত্রাবলী—সেই পৌরুষ-চরিত্র-আদর্শের মধ্যে দেশ-কাল যেমন রূপ পেয়েছে, তেমনি বর্ণিত বিষয়ের মহত্বের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়েছে অতীতের স্মৃতি ও শ্রুতি। মহাকবি মাইকেল শ্রীমধুসূদনের মধ্যেও দেশ-কালের

স্মৃতিপ্রবাহ তুলে ধরেছে পুরাণ ও ইতিহাসের সঙ্গে যুগমানসের চেতনা ও ঘটনাপ্রবাহের ঘাত-প্রতিঘাত। গ্রীসীয় মহাকাব্যের যে অনুসরণের পরিচয়, তা চরিত্র বলে যে অভিযোগ বহুল প্রচারিত—বিশেষ করে বঙ্গভাষার একশ্রেণীর অধ্যাপকদের অতি-সচেতনার অবদান রূপে—তাঁরা দেখেন না ভাষ্যের তথা নিয়তির আমোঘ-শক্তির কথা রামায়ণ-মহাভারতেও লেখা আছে। চরিত্রচিত্রনে মঙ্গলকাব্যের আদর্শ সম্পূর্ণ অনুসৃত না হলেও, অব্যবহিত মহাকবির সংস্কারের সঙ্গে তা স্বাভাবিক ভাবেই লালিত হয়ে যুগ-বিবর্তনে নতুন পথে পরিবর্তনে মহাকবি-মানসকে প্রবুদ্ধ করেছে।

ভাব-তান্ত্রিকতার প্রবাহে 'মেঘনাদ বধ' এর মধ্যে যে গীতিধর্মিতা তা অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্যকে যেমন তুলে ধরেছে—ছন্দলয় ও ছন্দহিল্লোলে মহাকাব্যের গুরুগম্ভীর ভাষা ও শব্দধ্বনিতে একটি অখণ্ড সঙ্গীতপ্রবাহে মূল কাহিনীকে অবতারিত করেছে লালিত্যে ও মাধুর্যে। কাহিনী যেমন—সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের অচলায়তন ভেদ করে এগিয়ে চলেছে, তেমনি অপূর্ব সাহস ও তেজস্বিতার নাটকীয় বচন-বিন্যাসে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠেছে রসসৃষ্টির সৌকুমার্যে বিরাট প্রমাণকে পরিব্যাপ্ত করে বীর মহিমা-সমুন্নত বীরাদর্শ। এই বীরাদর্শ বিস্তারিত হয়েছে রাক্ষসকুলের স্বদেশ-বাৎসল্যে, পিতৃমাতৃভক্তিতে, স্নেহে, প্রেমে ও নারীমহিমায়। ধর্ম ও নীতির বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ-নির্ঘোষ, তা পৌরুষের জয়গানে। বিতীয়ন-রাম-লক্ষ্মণকে কেন্দ্রকরে যে ধর্মাশ্রয় সৃষ্টির অবকাশ ছিল, মহাকবি মেঘনাদ-প্রতীপায় পৌরুষ ও প্রেমের সম্মুখে সেই ধর্মাশ্রয়মূলক আদর্শবাদকে বিপ্রত করেছেন। ইহার মূলে মহাকবির আত্ম-চৈতন্য যুগের ভাবলোকের পরিবেষ্টনীকেই স্বীকার করেছে—উনবিংশশতাব্দীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষিকেই পরাধীনতা ও ব্যর্থতার শ্মশান-ভূমিতে মূর্তিপরিগ্রহ করেছে পুরুষকারের মূর্তবিগ্রহ মেঘনাদ।

গতানুগতিকতা পরিহার করে একটি বিশেষ ভাববস্তুকে মূর্তিদান করার মধ্যেই প্রতিভার গৌরব। চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বকালের বিচারে একটি মহৎ ও বীরোদাত্ত জীবন-মহিমাকে প্রকট করার অন্তরালে যে গূঢ় ও গূঢ় অনুভূতি থাকে, তা বিষয়বস্তুর উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করে। সাহিত্যের বিচারে সমগ্র জগতে এইরূপ মাত্র কয়েকটি চরিত্র ভাবাদর্শ সমৃদ্ধ। মধুসূদন-যুগে এই ধরনের চরিত্র-চিত্রনের সুযোগ আসেনি—ক্লাসিসিজমে মহাকবির বাস্তব-সৃষ্টির সঙ্গে কল্পনার দিব্যদ্যুতিতে যে মহাজীবনের মহাপ্রকাশ-দর্শন ঘটে, মধুসূদন-যুগে সেই বীরোদাত্ত-জীবন-মহিমার অনুভাব কোথায়? কিন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের বাস্তব-রূপপ্রতিতে যে ব্যর্থতা ও সার্থকতা, মহাকবির অবচেতনায় তা বিভাবিত করেছে স্বর্গ-নরক-মর্ত্য-রক্ষলোক-দেবলোক-গন্ধর্বলোক পরিব্যাপ্ত বিরাটত্বে একটি রক্ষলোক—যেখানে মহাকবি সৃষ্টিমাহাত্ম্যে খণ্ড-খণ্ড চরিত্র-দীপ্তিতে মহত্বপূর্ণ একটি অখণ্ড জীবন-মহিমাকে বিমূর্ত করে তুলেছেন স্মৃতিমুগ্ধ রস-লাবণ্যে।

যুগসত্যের সার্থকতা মহাকবি দেখেছেন পৌরুষে—'মেঘনাদ বধ' যে শৌর্য-সাধনার পরিচয় বহন করে, সে শৌর্য নিয়তিচক্রে দুর্গতির মধ্যে বিকশিত, কিন্তু মহাকবি-প্রতিভা সার্থকতা দেখিয়েছে আত্মশক্তির মহিমায় সমুন্নত জীবনানুভূতিতে। মেঘনাদ নিধনের যে অমৃত উক্তি তা জীবন্মুক্তপৌরুষের পরিচায়ক নয় সত্য, কিন্তু জীবনমুখী-দৃষ্টিতে মানবসত্তার বিশালপ্রকাশে ইহা কল্পনাযুগে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

'বর্তমান' 'সাময়িক' তথা 'আধুনিক' কাল সম্পৃক্ত থাকে নিকট অতীতের সঙ্গে থাকে একটি সূত্রসূত্র। বনস্পতির বিরাট প্রকাশ বর্তমানের মত—কিন্তু এই প্রকাশের পশ্চাতে আছে মূল শিথর বিস্তারে রসসংগ্রহের ইতিহাসে মূলের শাখা-প্রশাখার বিভিন্নমুখী বিকাশের দিকটি, এখানেই নিকট অতীতের পরিচয়। তারপর মূলের সঙ্গে আছে সুদূর অতীতে বীজের অনুরিত রূপটি। জীবনী-শক্তিকে প্রসারিত করার সঙ্গে জীবন-বর্ষের পরিচয় পরিস্ফুট করে সৃষ্টির তথ্য। ঠিক এমনি ভাবেই মহাকাব্যের স্বাভাবিক আত্মবিকাশ ঘটে বর্তমানের সঙ্গে নিকট অতীত ও সুদূর অতীতের স্মৃতিপ্রতির রস-আকর্ষণে।

জীবনযন্ত্রণাকে বক্ষে ধারণ করে এখানে রসরূপের প্রতিষ্ঠা সাধনায় মহাকবি ভাবচৈতন্যে প্রত্যক্ষ বাস্তবের প্রচণ্ড সংঘর্ষ সমুখীন—উপলব্ধি সমুদ্র-মন্থনে যে জীবন আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে, ষোড়শকলের জীবনের একটি অধ্যায়ের চিত্রণে তা ট্রাজেডির মহিমান্বিত রূপে চিরদিনের জীবন সঙ্গীতরূপে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনি হয়ে চলেছে শৈতন্য আকৃতিতে।

পরিশেষে কাব্যভাষায় মহাকবি শ্রীমধুসূদনের অমর-সৃষ্টির বন্দনা উচ্চারণ করি—

মহাকবি শ্রীমধুসূদন ছন্দেসুরে প্রাণের বীণায়
মহাগান শুনালে মধুর—সৃষ্টিচক্র-নীতি-সমাচারে
রসাত্মক বাক্যময়ের আনন্দের উদার বিস্তারে
মহাভাবে আত্মময়প্রাণ গৌরবে রসমহিমায়
মধুচক্র রচিলা নিখাদ জীবনের কৃষ্ণ-ভাবনায়—
পূর্বাশার আলোক-রশ্মির দীপ্তিভা যথা অন্ধকারে
সপ্তবর্ণ-মাধুরী উজলি সৌন্দর্যের মহাপারাবারে
উষাকে উদ্ভাসে—মনঃসৃষ্টি তেমনি মধুর প্রতিভায়।

স্বর্গলঙ্কা ধ্বস্ত হয়ে যায় দৃষ্টির সম্মুখে নিয়তির
অমোঘ-বিধানে অগ্নিশিখা-রূপিনীসীতার নিঃশ্বাসের
আঘাতে উদ্ভাসে—ব্যর্থতায় দুঃখময় ঘোর অদৃষ্টের
ক্রন্দনায় পদ্মের বুকে শঙ্কিত করুণ-রাগিনীর
মহাগান সত্য করি তুলে মহাপ্রাণে প্রমীলাসতীর
জ্বালাময় মৃত্যুর উর্ধ্বে স্থির রসমূর্তি মধুর প্রাণের॥

মহাকবি জীবন-যন্ত্রণা-বিদ্ধ চেতনায় সত্য করে
করুণরসের মন্দাকিনী তটপ্রান্তে কালের শ্মশানে
প্রলয়াগ্নি-শিখার আলোকে ব্যক্তিত্বের বোধি-অভিমানে
বীররসে ভাসি সঙ্গীতের ছন্দেসুরে অনল-অক্ষরে
পুরুষকারের ধর্মদ্রোহী-বুদ্ধি চুর্ণে দুঃখের সাগরে
আত্মজয়ী মহাপরিণামে—সত্য-শিব-সুন্দর-নির্মাণে-
রসসিদ্ধি অমৃত-নিস্যন্দী অদৃষ্টের ব্যর্থতার গানে
মহাকবি শুনালে মধুর ছন্দধ্বনি-সুরের নির্ঝরে!

চিরন্তনরূপ-প্রমূর্তিতে মহাকবি শ্রীমধুসূদন
দেখে চিত্তদর্পণে প্রচ্ছায়া রাবণ উন্নত শির তুলি
নিয়তির সম্মুখে উদ্যমে মহাধ্বংস-সর্বনাশ তুলি
আত্মশক্তি মোহিনীমায়ায়—বজ্রমুখে জীবন-কর্ষণ
অনর্থ-সন্ধীর মহাশোকে আত্মার ক্রন্দন চিরন্তন
মহাভারতের জ্ঞান-কর্ম-ভাবক্ষেত্র তুলিছে আকুলি॥

বীররসে আনন্দে আত্মার মেঘনাদ-প্রমীলা সুন্দরী
জীব-জীবনের পরমার্থ মহাসুখে উদার-দৃষ্টিতে
দেখে—ভোগে পরিতৃপ্তি নাই প্রসারিত বক্ষের তৃষিতে
দেশকালে সত্যসিদ্ধলেখা সর্বত্যাগে মহাসিদ্ধি যবি
আদর্শের পূজা-অনুষ্ঠানে বীরত্বের পথ অনুসরি
চলে তাই সম্মুখীন পথে—মহাকবি সৃষ্টির তুলিতে
বর্ণ-আল্পিকের সমারোহে সুসজ্জিত রূপ-মাধুরীতে
মেঘনাদ-প্রমীলা-হৃদয় মূর্তদৃষ্টি দেখি আহা মরি!

মহাকবি শ্রীমধুসূদন মহাগীতি রচিলা মধুর
মর্মস্পর্শী সুরে-ছন্দে-রূপে জীবনের-অপরূপ ছবি
ব্যঞ্জনার বিমূর্ত প্রকাশে সমুদ্র মন্থনে সমুদ্ভবি
উঠে যথা লক্ষ্মী চিরন্তনী—বেদনার চিরন্তীব-সুর
সঞ্জীবিত করে মানুষের সজীবনে চিত্ত-অন্তঃপুর—
সৃষ্টির মাহাত্ম্যে মহাকাব্যে মৃত্যুঞ্জয়ী জাগে মহাকবি॥

মহাকবি শ্রীমধুসূদন সত্যের রহস্য সম্মুখীন
আপন আত্মারে মুখোমুখী রাখি দেখে দৈববলে বলী
সংসার মানবভাগ্যে ফলে সর্বত্রে উঠিছে উদ্ভাসি—
দৈবরোষে মহাবলশালী সর্বনাশে শক্তি বুদ্ধিহীন
পরাজয়ে বিপর্যয়ে বরি মর্মান্তিক ব্যর্থতা বিলীন
দুরদৃষ্টে নির্মম দারুণ—পশ্চিম দিগন্তে পড়ে ঢলি
অস্তসূর্য যথা পৌরুষের পরাজয়ে রাঙা চিরদিন।

সূর্পী শম্বুসম কুম্ভকর্ণ-বীর বীরবাহু-ইন্দ্রজিৎ
মেঘনাদ নর-বানরের সঙ্গে রণে মৃত্যুকে বরণে
অপরাজিতের পরাজয়ে দশানন অজেয় রাবণে
অস্থির করিছে বারংবার—পৌরুষের কোথায় সন্ধিৎ
প্রলয়ে অনল-গিরি ফাটি উড়াইছে আস্ফালার ভিৎ
নিয়তির দৃষ্টিতে উদ্ভাসে অগ্নিশিখা হাসি বিকীরণে॥

* কলিকাতা পৌরসভা আয়োজিত মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত জন্মদিবস-অনুষ্ঠান-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে পুনঃ-সঙ্কলিত পরিবর্ধন।

চিরন্তনী ঃ

অমলকৃষ্ণ গুপ্ত

ওয়র্ডসওয়র্থের বিখ্যাত 'Ode'টি যেটি সাধারণতঃ "Immortality Ode" নামে পরিচিত এবং যেটির পূর্ণ অভিধা, "Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood", সেটি প্রথমে মুদ্রিত হয়েছিল শুধু "Ode" এই নামে এবং পরবর্তী কালে সঙ্কলনগ্রন্থে পূর্ণ অভিধাটি যুক্ত হয়েছিল এবং সে সঙ্গে সূত্র হিসেবে তাঁর আর একটি ক্ষুদ্র অথচ সুপরিচিত কবিতা "My Heart Leaps up when I Behold" এর শেষ তিনটি পঙক্তি উদ্ধৃত হয়েছিল। ইংরেজী কবিতার প্রারম্ভে এই রকম সূত্র সংযোজনের রেওয়াজ আধুনিক কালে T. S. Eliot এর কবিতায়ও দেখা যায়। যেমন "The Hollow Men" কবিতাটির প্রারম্ভিক সূত্র হচ্ছে "A Penny for the Old Guy," "Gerontion" কবিতাটির সূত্র হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে সেক্সপীয়রের একটি বিখ্যাত নাটকের আড়াই পঙক্তি :

Thou hast nor youth nor age
But as it were an after dinner sleep
Dreaming of both.

Ode এর সূত্র হিসেবে এই তিনটি পঙক্তি উদ্ধৃত হয়েছিল :

The Child is father of the Man :
And I could wish my days to be
Bound each to each by natural piety.

সমগ্র কবিতাটির স্বরচিত অনুবাদ আমি অন্য একটি রচনায় উদ্ধৃত করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য অনুবাদটি আমার উদ্ধৃত করি।

'হৃদয় আমার নেচে ওঠে দেখি যবে
আকাশে ইন্দ্রধনু ;
এই ভাব ছিল জীবনের শৈশবে,
এই ভাব আছে জীবন মধ্যদিনে,
এই ভাব থাক জীবনের সন্ধ্যায়,
না হয় মৃত্যু শ্রেয়।
শৈশব হোক জনক যৌবনের ও ;
দিনগুলো মিলে মিশে
যেন বন্ধনে পরস্পরকে সহজাত প্রভায়।'

ওয়র্ডসওয়র্থের কবিতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে এক গভীর সৌন্দর্যমুগ্ধ আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই সৌন্দর্য মুগ্ধতাকে শৈশব থেকে অতীত-যৌবন বার্ধক্য পর্যন্ত সঞ্চারিত করতে পারা বড়ো কঠিন কাজ। ওয়র্ডসওয়র্থ সেই কঠিনের সাধনা করেছিলেন। 'My Heart Leaps Up' কবিতাটি সেই সাধনার সারাংশ সূত্র, এবং বিখ্যাত 'Ode' টি সেই সারাংশ সূত্রের বিস্তারিত ব্যাখ্যা। বিস্তারিত বিশ্লেষণের পূর্বে কবিতাটির মূল কথাটির কিছু পরিচয় দেওয়া যেতে পারে।

কবিতাটি এগারো স্তবকে সমাপ্ত। প্রতিটি স্তবক এক মাপের নয়। কোনোটির পঙক্তি সংখ্যা মাত্র আট।

আবার কোনটির, উনচল্লিশ। সমগ্র কবিতাটিকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমের কবি শৈশবের সহজাত সৌন্দর্য মুগ্ধতা হারিয়ে ফেলেছেন বলে আর্তনাদ করছেন এই বলে,

'আজ আর সেই চোখ নাই,
রাত্রিদিন তাই
যে-দিকে তাকাই
যা কিছু দেখেছি আগে দেখিতে না পাই।'
It is not now as it hath been of yore ;
Turn wheresoe'er I may,
By night or day,
The things which I have seen / Now can see no more.

বলেছেন যে রামধনু ও গোলাপ একদা তাঁকে উল্লসিত করতো তারা তেমনি আছে, কিন্তু,

'তবু জানি যে দিকে তাকাই
ধরণীর সে মাধুর্য নাই।'
But yet I know, where'er I go,
That there hath passad away a glory from the earth.

হয়তো কোনো আনন্দ-ঘন মুহূর্তে আনন্দের সুর তাঁর প্রাণে সাড়া জাগায়, তিনি হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে চান, কিন্তু পরক্ষণেই বিষণ্ণচিত্তে, বিপুল ব্যথার অভিঘাতে তিনি বলে ওঠেন।

'তবু আছে একটি গাছ, অন্তত ; একটি প্রান্তর
দেখেছি নয়ন মেলে ; কী বলিতে চায় ?
একদিন ছিল যাহা আজ সে তো নাই।
আমার পায়ের নিচে দেখি বনফুলে
একই কথা বলে দুলে দুলে।
কোথায় লুকালো সেই কল্পনার আলো,
সেই স্বপ্ন, সে মাধুর্য কোথায় মিলালো।'
(—But there's a tree, of many, one,
A single field which / have look'd upon,
Both of them speak of some thing that is gone :
The pansy at my feet
Doth the same tale repeat :
Whither is fled the visionary gleam ?
Where is it now, the glory and the dream ?)

যা কিছু অচির-বৈভব তার জন্য শোচনা সর্ব দেশের সর্বকালের সাহিত্যে মর্মন্তিত হয়েছে। তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ যেমন প্রাচীন কালের মর্মবেদনা, তেমনি আধুনিক কালের ও। Lois Macneice তাঁর 'August কবিতায় বলেছেন,

'Once again the gay months have eluded me.'

আবার দিয়েছে ফাঁকি জীবনের মধুমাস গুলি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে কবি এই মর্মবেদনার কারণ অনুসন্ধান করছেন এবং মহিমময় শৈশব কী করে আত্মগোপনের পথে এগিয়ে চলেছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। কবি বলছেন যে আমাদের জন্ম শুধু নিদ্রা আর বিস্মৃতির খেলা। যে জীবন নিয়ে আমাদের শৈশব শুরু তা স্বর্গসম্ভব। তাই আমাদের শৈশব স্বর্গের স্মৃতিযুক্ত। Heaven lies about us in our infancy. তারপর জীবনের পথে যতোই সে স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে ততোই স্বপ্ন দেখার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে এবং পরিশেষে—প্রৌঢ়ের চোখেতে

সেই স্বপ্ন মরে যায়
করে যায় দৈনন্দিন আলোর ধারায়।
At length the man percieves it die away,
And fade into the light of Common day.

শৈশব-স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হওয়ার কারণ স্বরূপ কবি উল্লেখ করেছেন ধাত্রী মাতা ধরিত্রীর সঙ্গে মায়ার খেলায়। সেই খেলায় মত্ত হয়ে ধীরে ধীরে অন্তহীন অনুকরণের মধ্যে শিশু যখন বার্ধক্যে পৌঁছয় তখন জীবনের শেষ দুয়ারে সে আজন্ম, সময়ের অব্যর্থ কোয়ালে সে পিষ্ট। যে শিশু তার সারল্যে, তার দৃষ্টির স্বাচ্ছন্দ্যে দৃষ্টিহীনদের মধ্যে দৃষ্টিমান, কবির আক্ষেপ, সে কেন পরবর্তী জীবনে আত্মগোপনের পথ এমন সযত্নে বেছে নেয়।

কেন তোর একান্ত প্রয়াস ?
কেন তুই সময়ের অব্যর্থ জোয়াল নিতে চাস ?
কেন বা অন্ধের মতো পূর্ণমুখে এ আত্মসংঘাত ?
পীড়িবে যে প্রাণ তোর পৃথিবীর বোঝা অচিরাৎ
অভ্যাসের ভার,
জীবনের নামাস্তর দুঃসহ দুষ্কার !
Why with such earnst pains dost thou provoke
The years to bring the inevitable yoke,
Thus blindly with thy blessdness at strife ?
Full soon thy soul shall have her earthly freight,
And custom lie upon thee with a weight
Heavy as frost, and deep almost as life.

কবিতাটির শেষ পর্যায়ে কবি নূতন স্বর্গ রচনার কথা বলেছেন। এই প্রসঙ্গে কবি একটি নূতন জীবনদর্শন বা দৃষ্টি-প্রদীপের কথা বলেছেন যে দৃষ্টি-প্রদীপ হবে তাঁর ভবিষ্য জীবনের আলোর মশাল, সমস্ত দেখার উৎস। শৈশবের যে আশীর্বাদ তিনি হারিয়েছেন তার জন্য আর তাঁর দুঃখ নেই। শৈশবের আনন্দ, মুক্তি, সহজ-সরল সকরুণ বা আশাময়তার জন্য আর তাঁর আক্ষেপ নেই। জীবনের ছাই এর মধ্যে তিনি এক নূতনতর আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন। শৈশবের একটি বিশেষ অনুভূতি এই আনন্দের উৎস। কবি বলছেন যে শৈশবে তিনি অনুভব করতেন যে বস্তুর জগৎ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয় জগতের অস্তিত্ব—যে অস্তিত্বের নামনে আমাদের সীমার জগৎ,

সহসা পড়িয়া ধরা কাঁপে পাপীবৎ,
Did tremble like a guilty thing surprised.

এই মুক্ত, বুদ্ধ, শুদ্ধ ও অতীন্দ্রিয় চেতনার জন্য তাঁর আনন্দ-আকুতি। মহা-জীবন সমুদ্রের তীরে একদা তিনি যে শাশ্বত সত্যের পরিচয় পেয়েছেন তাই হবে তাঁর ভবিষ্যতের দৃষ্টি-দীপ। এই দৃষ্টিদীপ যদি তাঁর অক্ষুণ্ণ থাকে তবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি প্রকৃতির আনন্দের অংশীদার হতে পারবেন। শৈশবের সহজ আনন্দের পুনরুদ্ধার হয়তো আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু শাশ্বত সত্যের আলোয় তিনি নূতনতর ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছেন। এ ঐশ্বর্য অতীতের উপলব্ধি জাত অনুভূতি, মানুষের প্রতি বেদনা-বোধ জাত সহমর্মিতা, মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এবং অপ্রমত্ত দার্শনিক মানস।

যা কিছু রয়েছে বাকী তাই দেবে বল ;
আমার সম্বল
প্রথমতম যে-পরিচয়
অতীতের উপলব্ধ, সুচির অক্ষয়
যে করুণা ধারা
মানুষের দুঃখে দেয় সাড়া ;
যে বিশ্বাস মৃত্যুঞ্জয়ীজীবন,
যে বার্ধক্য নিয়ে আসে অপ্রমত্ত মন :
We will grieve not, rather find
Strength in what remains behind ;
In the primal sympathy
Which having been must ever be ;
In the soothing thoughts that spring
Out of human suffering ;
In the faith that looks through death,
In years that bring the philosophic mind.)

সুতরাং প্রকৃতির আনন্দ-যজ্ঞে কবি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যোগদান করছেন। প্রকৃতির সঙ্গে শৈশবের সেই প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হয় নাই। প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা আজ আর নেই। যদিচ,

তবু শুধু একটি উল্লাস
সহজ-অধীন হয়ে তোমাদের সঙ্গে সেই বাস।
(I only have relinquish'd one delight
To live beneath your more habitual sway ;

স্বর্গীয় মর্মরধ্বনি আজো কবির কাছে পরম সম্পদ। পরিণত বয়সে কবি স্বর্গকে গভীরতর ভালোবাসার দৃষ্টিতে দেখেছেন। মানুষের মৃত্যু দেখতে অভ্যস্ত তাঁর চোখে অচির বৈভব সব কিছু ঐশ্বর্যকে শাশ্বতর, চিরন্তনদৃষ্টিতে জানিয়ে নিয়ে দেখতে চাইছে। শৈশবের পাওনা আর বার্ধক্যের পাওনা আজ তাই আর এক নয়।

'আজিকার মেঘমালা অস্তরবি ঘেরা চারিধার
আরক্ত আভাস আনে নয়নে আমার
যে নয়ন দেখিয়াছে মানুষের মৃত্যু বারংবার :
আবার নূতন খেলা, জয়মালা নয়।
বন্ধু এ মাটির প্রেম, আমাদের প্রাণের পাথেয় ;
বন্ধু এই কোমলতা, শঙ্কা আর সুখ অপ্রমেয় ;
অতি তুচ্ছ ফুল সেও বলে যে বারতা
জানে না চোখের জল তারো গভীরতা।
The clouds that gather round the setting sun
Do take a sober colouring from the eye
That hath kept watch o'er man's mortality ;
Another race hath been and other palms are won.
Thanks to the human heart by which we live,
Thanks to the tenderness, its joys and fears.
To me the meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears.

শৈশবের প্রথমতম পরিচয় প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে অখণ্ড সত্তার ও বস্তু ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে এক অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি। এই অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি যে অপ্রমত্ত মানস-লোকে কবিকে উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করলো তার পরিণতি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। তার পরিণতি যা কিছু আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, সাধারণ ও লৌকিক তার মধ্যে সৃষ্টির ঐশ্বর্যের সন্ধান, গভীরতর সার্থকতার অনুপ্রেরণা। সূত্র হিসেবে যে তিনটি পঙক্তি 'My Heart Leaps Up' থেকে উদ্ধৃত হয়েছে সেগুলির সার্থকতা এই যে এ ক্ষেত্রে সত্য সত্যই শৈশব যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের জনক এবং সৌন্দর্যের শাশ্বত্ব যোগে দিনগুলি সহজাত শ্রদ্ধায় পরস্পরের সঙ্গে মেলবন্ধনে আবদ্ধ।

এই কবিতাটি ওয়র্ডসওয়র্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতাই শুধু নয়, এটিকে তাঁর অন্যতম representative কবিতাও বলা চলে। কবি-মানসের অনেকগুলি সূত্রের চাবিকাঠি এই কবিতার মালার মতো গ্রথিত হয়েছে। এই কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি প্রকৃতি প্রেম ও মানব প্রেম এবং গভীর আত্মিক দৃষ্টি যা প্রকৃতি প্রেম ও মানব প্রেমের উৎস।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে কোলরিজের মতো রসিক কবি-বন্ধু ও কবিতাটির আশ্চর্য-সুন্দর অনেক পঙক্তির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। অষ্টম স্তবকে কবি সরল নিষ্পাপ শিশুকে বলেছেন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মহান অবতার, দৃষ্টিহীনদের মধ্যে চক্ষুষ্মান ইত্যাদি।

'ওরে শিশু তোর দেহ-সীমা
খণ্ডিত করেছে তোর অসীম মহিমা ;
তুমি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, তোরই আছে উত্তরাধিকার ;
দৃষ্টিহীনদের মাঝে তুই ছাড়া দৃষ্টি আছে কার ?
মুক তুই, মৌন তুই তবুও পড়িস
অনন্ত মানসপত্র সীমাহীন শাশ্বত হরিষ।

তুই শ্রেষ্ঠ অবতার, তুই শ্রেষ্ঠ ঋষি,
সেই সব সত্য আছে তোমাতেই মিশি
আমরা যা খুঁজে মরি হারাতে সদাই অন্ধকারে,
সারা জীবনের চেষ্টা মৃত্যুর আঁধারে।
ওরে শিশু অমরত্ব তোর
দিনের আলোর মতো প্রদীপ্ত স্বাক্ষর
তোর সঙ্গে চিরঋণ প্রভু-ভৃত্য ডোর।
ক্ষুদ্র, তবু মহিম মহান
অমর্ত্তের অবরুদ্ধে উজ্জীবিত প্রাণ,
কেন তোর একান্ত প্রয়াস
কেন তুই সময়ের অর্থার্থ জোয়াল নিতে চাস?'

Thou whose exterior semblance doth belie
Thy soul's immensity;
Thou best philosopher who yet dost keep
Thy heritage, thou Eye among the blind
That, deaf and silent, readest the eternal deep
Haunted for ever by the eternal mind,
Mighty prophet! Seer blest!
On whom those truths do rest
Which we are toiling all our lives to find,
In darkness lost, the darkness of the grave.
Thou, over whom thy Immortality
Broods like the Day, a Master o'er the slave,
A Presence which is not to be put by;
Thou little Child, yet glorious in the might
Of heaven-born freedom on thy being's height,
Why with such earnest pains dost thou provoke
The years to bring the inevitable yoke.—

কোলরিজ তাঁর Biographia Literaria তে অংশটির সমালোচনা করে বলেছেন, 'now here, not to stop at the darting spirit of metaphor which connects the epithet "deaf and silent" with the apostrophized eye; or (if we are to refer it to the preceding word "Philosopher") the faulty and equivocal syntax of the passage; and without examining the propriety of making a master brood o'er a slave or "the Day" brood at all; we will merely ask, what does all this mean? In what sense is a child of that age a Philosopher?' কোলরিজের

সমালোচনা শুরু করিয়ে দেয় Keats-এর "Ode To A Nightingale" এ নাইটিংগেলকে "Immortal Bird" বলায় জনৈক সমালোচকের বিরক্তির কথা। বলা বাহুল্য Keats এখানে কোনো বিশেষ নাইটিংগেল পাখিকে অমর বা মৃত্যুঞ্জয় বলেন নি। তিনি বলতে চেয়েছেন নাইটিংগেল পাখির যেমন সংগীতের একটি শাশ্বত ধারা আছে, মানুষের জীবনে সেই রকম কোনো শাশ্বত সংগীত নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মানুষের অমরতা সম্বন্ধে কবির ব্যথা এই যে,

"হেথা যৌবন লোভ-পাণ্ডুর দীর্ণ মৃত্যুহীন,
ক্ষুধের জল পশু পক্ষাঘাতে।
আশা হেথা শুধু আশঙ্কায় সদাই কম্পমান
মলিন হতাশাসে।
হেথায় রূপসী দীপ্তি হারায় উজ্জ্বল নয়নের
নব অনুরাগ দীর্ণ শিথিল আগামী কালের পর।"

কিন্তু নাইটিংগেলের সংগীতের কোনো ছেদ নেই, মৃত্যু নেই। ক্ষুধিত পৃথ্বী তাকে গ্রাস করতে পারে না। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে নাইটিংগেলকে অমর বলায় একটা বিশেষ সার্থকতা ব্যঞ্জিত হচ্ছে। ন্যায়ের বিচার ও কাব্যসত্যের বিচার প্রায়শঃই এক হয় না। ন্যায়ের ভিত্তি বাচ্যার্থ, আর কাব্যের ভিত্তি ব্যঙ্গার্থ।

কোলরিজের সমালোচনার মধ্যেও ব্যঙ্গার্থের চাইতে বাচ্যার্থের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। সেইজন্যই তিনি ব্যাকরণগত প্রকরণ ও অলংকার গত রূপকের ব্যবহারে খুঁত ধরেছেন ও শিশুকে 'দার্শনিক' বলায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শিশুকে উচ্চতর সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে কি কেবল ওয়র্ডসওয়ার্থই বসিয়েছেন? কোলরিজ কী করে বিস্মৃত হলেন যে যীশুখ্রীষ্ট বহুপূর্বেই শিশুদের সম্বন্ধে বলেছিলেন যে "Blessed are the children, for theirs shall be the Kingdom of Heaven." সাধারণ দার্শনিক অমৃত পথের সন্ধান করেন, পান না। যিনি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ ঋষি তিনিই সেই পথের সন্ধান পান। যে শিশুর জন্য স্বয়ং যীশু স্বর্গরাজ্যের অধিকার দিয়েছেন সেই শিশুকে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও শ্রেষ্ঠ কবি বলায় দোষটা তবে কোথায়? ওয়র্ডসওয়ার্থের পূর্বে আর একজন কবি H. Vaughan তাঁর "The Retreat" কবিতায় শৈশবের স্তুতিগান করে বলেছেন:

"Happy those early days, when I
Shined in my Angel infancy !.....
But felt through all this fleshly dress
Bright shoots of everlastingness."

কবি-সমালোচক ম্যাথু আর্নল্ড যিনি ওয়র্ডসওয়ার্থের স্থান নির্ণয় করেছেন সেক্সপীয়র ও মিলটনের পরেই তিনিও ওয়র্ডসওয়ার্থের কাব্য সঞ্চয়নের ভূমিকায় কবির দর্শন সম্বন্ধে কটাক্ষ করে বলেছেন,

"Even the 'intimations' of the famous Ode, those corner-stones of the supposed philosophic system of Wordsworth—the idea of the high instincts and affections coming out in childhood, testifying of a divine home recently left, and fading away as our life proceeds, this idea, of undeniable beauty as a play of fancy, has itself not the character of poetic truth of the best kind ; it has no real solidity."

ম্যাথু আর্নল্ড কাব্য সত্য বলতে বুঝতেন "application of ideas to life." কাব্যকে তাই তিনি বলেছেন জীবনের ভাষ্য। সেদিক থেকে বিচার করলেও ওয়র্ডসওয়ার্থের ভাবনাকে কাব্যসত্যের শ্রেণীভুক্ত না মনে করার

কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। ওয়র্ডসওয়র্থ যে recollectios বা স্মৃতির উপর জোর দিয়েছেন এবং যাকে বলেছেন ভবিষ্যৎ জীবনের দৃষ্টি-দীপ তা অতীন্দ্রিয়ের স্মৃতি, বস্তু ও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে এই অতীন্দ্রিয় মানস তাঁকে নভচারী করে তোলে নি; মানুষের বিয়োগ-ব্যথায় সমব্যথী, তুচ্ছ ও সাধারণ জিনিসের প্রতি মমত্বশীল এক মানবিক সত্তায় বিধৃত করেছে। একে যদি "application of ideas to life" না বলব তো কাকে বলব? বাটখারায় ওজনকরা বস্তু নিশ্চয়ই কাব্যের ভিত্তি নয়! ম্যাথু আর্নল্ড নিজেও তাঁর কাব্যে এই বাটখারায় ওজন করা বস্তুর কথা বলেন নি। তাঁর বহু কবিতায় তিনি যে সব তত্ত্বের অবতারণা করেছেন সেগুলিকেও "solid" বলা চলে না। যেমন 'Morality কবিতায় বলেছেন।

"I knew not yet the gauge of Time,
Nor wore the mannodls of Space;
I felt it in some other clime!
I saw it in some other place!
'Twas when the heavenly house I trod
And lay upon the breast of God."

এই পঙ্‌ক্তিগুলি কি খুব "Solid"?

এই "Ode" সম্বন্ধে আর এক দল সমালোচকের অভিযোগ এই যে শৈশবে প্রকৃতির সৌন্দর্য আমরা উপলব্ধি করি আর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই উপলব্ধি ভোঁতা হয়ে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় তাও সত্য নয়। বরঞ্চ অনেক সময় শৈশবের অজ্ঞতা সৌন্দর্য উপলব্ধির অন্তরায়, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতাই সৌন্দর্য উপলব্ধির অনুকূল। এ সমালোচনাও টেঁকে না। আধুনিক কবিরা তো স্পষ্ট করেই বলেছেন, "এ যুগের চাঁদ হলো কাস্তে", কিংবা 'চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি'। সুতরাং রামধনু দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠতে পারে একমাত্র শিশুই, প্রৌঢ় নয়। Wordsworth তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন,

We Poets in our youth begin in gladness;
But thereof comes in the end despondency and madness.

শেলী বলেছেন শৈশবে তিনি ঝড়ের মতোই উদ্দাম বেগে ছুটে যেতে পারতেন, কিন্তু অতিক্রান্ত-শৈশব আজ তিনি সময়ের শুরুভারে পর্যুদস্ত:

"I fall upon the thorns of life! I bleed!

দুই ম্যাকনিসের শোচনার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আধুনিক কাব্য আদ্যোপান্ত এই স্বপ্নভঙ্গ জনিত মর্মবেদনার কাহিনী। শুধু সেই কবিই পারেন তাঁর দিনগুলোকে মালায় গেঁথে নিতে যাঁর সৌন্দর্য দৃষ্টি একটি আত্মিক উপলব্ধির দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত। আধুনিককালে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই আত্মিক দৃষ্টি ছিল। সেইজন্য সৌন্দর্যের নবায়মানতা তাঁর কাব্যে চির-জাগ্রত। 'রবীন্দ্র-মানসে সৌন্দর্য-চেতনা' এই প্রবন্ধে আমি এ বিষয়ে দীর্ঘতর আলোচনা করেছি। সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস ওয়র্ডসওয়র্থের অন্যান্য অনেক কবিতারও মূল সুর। একটি সুপরিচিত কবিতা "Ode to Lycoris" এ সুরটি অনবদ্য ভাবে ধ্বনিত হয়েছে। জীবনের বসন্ত যেন কোনদিনও হেমন্ত গোধূলিতে বিস্মৃত না হয় এই কবির একান্ত কামনা। কবি জানেন শৈশবের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ যৌবনে ম্লান হয়ে আসে।

In youth we love the darksome lawn
Brushed by the owlet's wing ;
Then twilight is preferred to dawn,
And Autumm to spring.

কিন্তু সেখানেই কবি থেমে যান নি। হৃত-বসন্তকে পুনরুদ্ধার করার কথাও বলেছেন :

---life requires an art
To which our souls must bend ;---
Then welcome, above all, the Guest
Whose smiles, diffused o'er land and sea,
Seem to recall the Deity
Of youth into the breast :---
Be hopeful spring the favourite of the soul !

কবিতাটির শেষ স্তবক সম্বন্ধেও আপত্তি তুলেছেন পশ্চিমা কোন কোনো সমালোচক এই বলে যে কবি এখানে পূর্বজন্মবাদের অবতারণা করেছেন। বাধ্য হয়ে কবিকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল যে তিনি এ বিষয়ে কোনো বিশ্বাস স্থির নিশ্চয় করে বলতে চান নি। তাঁর নিজের ধারণাই এতে অস্পষ্ট যে তিনি এটিকে ধর্ম বিশ্বাস হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চান নি, শুধু বলতে চেয়েছেন যে এটি আত্মার অমরতা সম্বন্ধে আমাদের যে সহজাত ধারণা আছে তারই একটি উপাদান। কিন্তু এ কৈফিয়তের কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কারণ প্লেটো বহু পূর্বেই বলে গিয়েছেন যে 'all knowledge is recollection' অর্থাৎ যাকে আমরা জ্ঞান বলি তা পূর্বস্মৃতিমাত্র। আত্মার অমরত্ব বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের ভিত্তি। Vaughan তাঁর "The Retreat" কবিতাতেও পুনর্জন্মবাদের কথা বলেছেন। খ্রীষ্টধর্মেও আত্মার অমরতার কথা আছে। প্রাক্-অস্তিত্ব বাদের কথা বহু ধর্মযাজক বলেছেন : এবং এ বিষয়ে Origen এর বক্তব্য খুবই পোষাপো।

কবিতাটির শেষ অংশটি অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত। কবিতাটির নামকরণের সার্থকতা এই অংশে সুস্পষ্ট হয়েছে। কবি অমরত্বের যে ইংগিত, আভাস বা সমাচার দিতে চেয়েছেন তার ভিত্তি শৈশবের কিছু স্মৃতি। সেই স্মৃতি অতীন্দ্রিয় দর্শনের স্মৃতি। রূপ-রস-শব্দ স্পর্শ-গন্ধময় পৃথিবীর ঊর্ধ্বে এমন একটি চৈতন্য আছে যা অবিনাশী, অক্ষয়, শাশ্বত ও চিরন্তন। সেই চৈতন্যের আভাস কবি শৈশবে ক্বচিৎ চকিত অভাবনীয়ের মতো অনুভব করতেন। এই অনুভূতিই তাঁর জীবনের শুধু প্রেরণা সম্পদ নয়,

"দৃষ্টি দীপ সমস্ত বেলায়,
উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত কবি আমাদের
কল্লোলিত বর্ষগুলি বেলায় বুদ্বুদ কণিকের
শাশ্বত যৌবনের পারাবারে।"

এই অনুভূতির রেশটিও কী সুন্দর! কবি বলেছেন,

শান্ত ঘরে দিন
দেখি সেই সমুদ্রের রূপ অন্তহীন
যে সমুদ্র আমাদের এনেছে বেলায় ;
যদিও রয়েছি ঘুরে কূল হতে সেই সমুদ্রের

ফিরে যাই মুহূর্তে সেথায় :
শিশুদল কূলে তার করিতেছে খেলা,
দুর্বার তরঙ্গ তোল কান পেতে শুনি সারা বেলা।

এই অনুভূতি কবির প্রকৃতি ও মানব-প্রীতিকে এক উচ্চ গ্রামে বিন্যস্ত করেছে। জীবনের মধুমাস আবার তিনি ফিরে পেয়েছেন। শৈশবের উচ্ছল, উজ্জ্বল, অবাধ-সঞ্চরণ আনন্দ থেকে হয়তো তিনি বঞ্চিত, কিন্তু তার বদলে যা পেলেন তার মূল্য ও বড়ো কম নয়। এক অনির্বচনীয় আত্মিক দৃষ্টি তিনি পেলেন এই দৃষ্টির ভিত্তি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং ফলশ্রুতি মানব ও প্রকৃতির সঙ্গে চিরন্তন সৌহার্দ্য, মানুষের দুঃখে সমবেদনা এবং মৃত্যুত্তীর্ণ অপ্রমত্ত মানস। এগুলিকেই তিনি বলেছেন উত্তর ফাল্গুনীর জন্মবাল্য। এই আত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তুলনীয় কবির আর একটি বিখ্যাত কবিতা

Tintern Abbey !

....Other gifts
Have followed, for such loss, I would belive
Abundunt recompense.. .....
.....hearing often times
The still sad music of humanity.....
.....I have felt
A presence that disturbs me with joy
Of elevated thoughts, a sense sublime
Of something for more deeply interfused...
The anchor of my purest thoughts, the nurse,
The guide, the guardian of my heart, and soul
Of all my moral being.

তাঁকেই আমরা মহান কবি বলি যিনি আকাশ ও পৃথিবী, স্বর্গ ও মর্ত্য, মানুষ ও প্রকৃতিকে সমভাবে বাঁধতে পারেন। অসীম দরদ ও ব্যথা দিয়ে যিনি সব কিছুকে ধৌত-নির্মল করতে পারেন। যিনি শুধু হৃত স্বর্গের জন্য অনুশোচনাই করেন না, ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি উদ্ধারও করেন, যিনি পূর্ব থেকে অনন্ত আকাঙ্ক্ষার কথা বলে', উত্তর থেকে অনন্ত আশার কথা বলতে পারেন তিনিই প্রকৃত কবি। ওয়র্ডসওয়র্থ এই বিখ্যাত কবিতাটিতে সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। এটি অনুভূতির মহাকাব্য। এবছর বসন্ত-সম্ভব এপ্রিল মাসে তাঁর দ্বিশত জন্মবর্ষ পূর্তি হয়েছে। যুগপৎ পূর্ব ফাল্গুনী ও উত্তর ফাল্গুনী যাঁর কাব্যে পূর্ণতা পেয়েছে সেই বসন্ত-প্রাণ কবিকে সহস্র প্রণাম।

(১)

একদা এ পৃথিবীর ছবি সাধারণ
মাটি আর মাঠ, ঘাট, প্রতি কুঞ্জবন
মোর কাছে ছিল তাই
নন্দনের দীপ্তি সমুজ্জ্বল,
স্বপ্নের সুষমা আর মাধুর্যবিহ্বল।
আজ আর সেই চোখ নাই
রাত্রিদিন তাই
যেদিকে তাকাই
যা কিছু দেখেছি আগে দেখিতে না পাই ॥

(২)

রাঙ্গাধনু আসে আর যায়।
গোলাপের হাসিটি কুড়ায়
নির্মেঘ আকাশ থেকে পুলকিত চাঁদ
তার দিকে চায়।
তারা ঝলকিত রাত্রে তরঙ্গেরদল
সুন্দর, নির্মল।
নবারুণ রাগ আজো মাধুর্য উজ্জ্বল ;
তবু জানি যে দিকে তাকাই
বসন্তের সে মাধুর্য নাই ॥

(৩)

তাই যবে পাখি গায় গান।
ছাগশিশু নেচে ওঠে আনন্দিত প্রাণ
মৃদঙ্গের তালে তালে।
একটি সুখের রেখা আমারি কপালে!
ক্ষণিক প্রকাশ আনে শান্তি সাময়িক।
আবার নির্ভীক
নির্ঝরে নির্ঝরে শুনি উচ্চ তূর্যনাদ,
আমার বিষাদে আর বসন্ত হবেনা বিড়ম্বিত,
পাহাড়ে পাহাড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত।
প্রফুল্ল প্রান্তর হতে বায়ু বয় নিকটে আমার
আনন্দ-উচ্ছল এই ভুবন অপার।
স্থলে আর জলে
চঞ্চলতা আজ পলে পলে।
বসন্ত উচ্ছাস:
সমস্ত প্রাণীর আজ ছুটি অবকাশ।
ওরে শোন রাখাল বালক
আনন্দের ধন তুই, গেয়ে যা গেয়ে যা তোর গান
আমি শুনি তোর যতো তান॥

(৪)

ওরে ও প্রফুল্ল-প্রাণ, শুনেছি তোদের কানাকানি,
তোদের আনন্দ ঘিরে দেখেছি স্বর্গের হাসিখানি।
তোদের আনন্দ পথে প্রাণ ছুটে যায়,
আনন্দে বকুল মালা কণ্ঠেতে জড়াই।
তোমাদের পরিপূর্ণ আনন্দ-উৎসব
করি অনুভব আমি, করি অনুভব।
হায়রে দুর্দিন! যদি আমি রই বিষণ্ণ বিধুর
তবে দেখি আমার ভুবন
সাজাইছে এ সুন্দর বাসন্তী উষায় অতুলন,
বালকেরা শত শত কান্তারে কান্তারে
টাটকা ফুল তোলে চারিধারে।
নবারুণ ছিন্ন হাসি হাসে।
নেচে ওঠে জননীর কোল ভরা শিশু কলোচ্ছ্বাসে:
আমি শুনি, আমি শুনি, আমি শুনি আনন্দের সুর।
তবু আছে একটি গাছ, অন্তত, একটি প্রান্তর,
আমি দেখিয়াছি; তারা কী বলিতে চায়?
"একদিন ছিল যারা আজ সে তো নাই!"
আমার পায়ের নিচে দেখি বনফুলে
একই কথা বলে ফুলে ফুলে।
কোথায় লুকাল সেই কল্পনার আলো,
সেই স্বপ্ন, সে মাধুর্য কোথায় মিলালো!

(৫)

আমাদের তরু শুধু নিদ্রা আর বিস্মৃতির খেলা:
আমাদের জীবতারা অস্ত গেল কোথা কোন বেলা,
আবার উদয় হলো দিগন্তর থেকে
শুধু কি বিস্মৃতি বক্ষে এঁকে,
শুধু নয়কায়?
ছেড়ে আসি স্বর্গ জন্মঠাই
মহিমার মেঘ বেয়ে বেয়ে।
মোদের শৈশব তাই স্বর্গ আছে ছেয়ে।
কুটিল কায়ার ছায়া ঘিরে যবে কৈশোরের আঁখি
তবু সেও দেখে থাকি থাকি
আনন্দ তাহার
সেই আলো, সেই উৎস তার।
প্রতিদিন পূর্ব থেকে দুরন্তর পথ
যৌবনের রথ।
প্রকৃতির পূজারী তখনো
মন তার তবু স্বপ্নঘন
পথে যেতে যেতে।
তারপর প্রৌঢ়ের চোখেতে
সেই স্বপ্ন মরে যায়
করে যায় দৈনন্দিন আলোর ধারায়॥

(৬)

ধরণী সাজায় কোলে সুখের খেলেনা তার যতো
বাসনা উদ্দীপ্ত করে নিজ মন মতো,
হয়তো মায়ের মত স্নেহে
ভুলায়ে রাখিতে চায় মোহে
পরিচিত ধাত্রী সম, নাই অগৌরব,

(পরবর্তী ৪২১ পৃষ্ঠায়)

রাজসূয়

মহাকাব্য—তৃতীয় সর্গ

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

কারাগারে মুক্তির আলোক বিচ্ছুরিত উদয়-প্রত্যূষে—
জীবনের আশা শূন্যতায় অপার্থিব ঐশ্বর্যের দ্যুতি
মাধুরিমা ঝলকি সহসা সর্বদুঃখ-কষ্ট-পরিতাপ
বিদূরিত করি স্বর্গসুখ-স্পর্শের রসের নির্ঝরিণী
অনুভূতি আলোড়িয়া ছুটে স্পন্দিত প্রাণের জাগরণে—
জরাসন্ধ-কারাগারে বন্দী যত রাজন্য-আত্মার মুক্তি-
সংবাদ বহন করি আনে মুহূর্তের মোহিনী-মায়ার
অঘটন ঘটনা সহিত রহস্যের প্রহেলিকা ভেদি
দিব্যজ্যোতি প্রবাহে-প্রবাহে অবলুপ্ত নিরশা তিমির
পৃথিবীতে নতুন জীবনে রাজন্যবর্গের জন্মান্তর
বিস্ময়ে মধুরে চমৎকার সর্ব-দুঃখহারী আনন্দের
আস্বাদনে ব্যাপ্ত স্বাধীনতা-বন্ধনের শৃঙ্খল বিনাশ-
বিমুক্তির জ্যোতি-খড়্গাঘাতে বিদীর্ণ অসুর-তামসিক
স্পর্ধার প্রতীক—জরাসন্ধ পরাক্রম লোটাইছে শির
প্রলয়-প্রয়োধি স্রোতজলে নভোস্পর্শি পর্বত যেমন—
জাতিবৈরী-ক্ষত্রিয় বিনাশী দুর্মতিতে স্ফীত অহঙ্কারে
মতিচ্ছন্ন রাজমেধ সঙ্কল্পিত ক্ষত্রিয়-নিধন-প্রতিজ্ঞায়
ভয়ঙ্কর যুদ্ধের তাণ্ডবে নিপীড়িয়া রাজ্য-রাজ্যান্তর
বন্দী করি রাজন্যবৃন্দকে মহেশের পূজা অছিলায়
মোহময় মদের বিভ্রমে শাস্ত্রাচার লঙ্ঘনে উন্মাদ
রাজমেধে রাজন্য-রুধির তর্পিত করিতে দীপ্ত-জিহ্বা
আগ্নের আক্রোশে অবিরাম দীপ্তানল যুদ্ধে-যুদ্ধে আনি
নিক্ষেপিলা কারান্ধকারের নারকীয় যন্ত্রণার বুকে
রাজন্যবৃন্দকে নিপীড়িতে—ঘৃতধারা অনলে যেমন
প্রজ্বলিয়া উঠে—দৈবশক্তি আচম্বিতে তেমনি জেগেছে
ক্রোধান্বিত তেজে দগ্ধ তাই জরাসন্ধ প্রমত্ত বিক্রম।
রাজন্যবৃন্দের চোখে ভাসে জগৎচক্রের গতিপথে
অঘটনি-মোহিনী-মায়ায় যথা দৈত্যগণ বিমুগ্ধ তড়িৎ
তেমনি নিয়তি-দৈবশক্তি সর্বনাশন-শক্তির বলে
স্তম্ভিতের উদ্ভাসিত করে—নরকের ঘোর যন্ত্রণায়
প্রবাহে মাধুর্য অমৃতের নিস্তব্দিমুক্তির মধুরতা—
জগৎচক্রের প্রতিকূল বৈরতান্ত্রিক-দাম্ভিকবল
অকস্মাৎ বিদ্রাবি শক্তির সম্মুখীন হয়ে অবসান
দেখিছে দম্ভের কর্মফলে নির্ধারিত কর্মের সহিত
শুভাশুভ গতি পরিণাম—জরাসন্ধ ধর্মহীন পথে
অনাচারী দুষ্কৃতির বলে চাহিয়াছে দম্ভের বিজয়
বাসনার পঙ্কিল-বিভ্রমে খুঁজিয়াছে দীপ্ত ভোগসুখে
বিজয়কীর্তির অমরীকা অমরীতে-সাম্রাজ্য-গৌরব
পশাচার স্বার্থপর কাল-কুবুদ্ধির কুৎসিত উল্লাসে—
পৃথিবীতে কোনকালে যাহা অচরিত হয় নাই সেই
রাজশির বলিদানে তৃপ্তি খুঁজে চক্রবর্তী-অভিমানে
পূরিত জিগীষা আস্ফালনে—পরাস্ত করেছে রাজন্যে
দুর্ধর্ষ সমরে অবিরাম বিস্মরণী কৃত্য ক্ষত্রিয়ের—
ক্ষত্রকূলে নরাধমগণ পুরুষাধিপতি দন্তবক্র
জরাসন্ধ পদলেহি ফিরে—কুক্কুরের মত চেদিরাজ-
শিশুপাল সৈনাপত্যে জাগে অধর্মের মূর্তি ভয়ঙ্কর—
ভগদত্ত-কুরুষ-ভীষ্মক-পুরুজিত-মেঘবাহনের
বলে বলশালী জরাসন্ধ অভিযান থেকে অভিযানে
মহাভারতের রাজ্যে-রাজ্যে রক্তস্রোতে পরিপ্লাবি ছুটি
বন্দী স্বাধীন রাজন্যবৃন্দে রাজমেধ আয়োজনে মাতে—
নিয়তির পরম করুণা বিষ্ণুপরায়ণ-পাণ্ডবের
রাজ্যজয়-অভিযান কালে দৈবের ঘটন অঘটনে
চক্রপাণি নিয়তিচক্রেতে সম্ভবিলা জরাসন্ধ বধ।
অগ্নির উৎপত্তি ভূমি সমশিক্ত হলে অগ্নি নাহি জ্বলে—
বন্দী যত রাজন্যবৃন্দের শাসনে-পীড়নে সমুদ্ভত-
অত্যাচারী প্রহরীর দল অকস্মাৎ বিনম্র-সেবায়

নতশিরে পূজার্ঘ সহিত মন্ত্রিবে যেমন ভক্ত চলে
সেইরূপে রাজসেবাব্রতে প্রকৃতির রূপান্তরে ফিরে—
জরাসন্ধ বধের সহিত স্তব্ধতায় ডুবে আন্দোলন।
জরাসন্ধ কণ্ঠের আদেশে অত্যাচার কত রূপে চলে—
মস্তকে মস্তক সংঘটন—কেশজাল আকর্ষণ করি
ভূতলে নিক্ষেপি পদাঘাতে জরাসন্ধ বীর-পরাক্রম
বুঝাইতে দারুণ প্রহারে নানাক্ষত-যন্ত্রণার তাপে
বিদগ্ধিয়া জয়াহ্লাদ ভোগ—আর কভু চক্রাকারে ধরি
রাজমার্গে প্রবলতাড়না করি ছুটানোর তীব্র সুখে
উদাম পীড়ন—রাজাগণ কেহ ঠাই বিক্ষত মস্তক
ভগ্নহস্ত-পদ-স্কন্ধও উৎপীড়ন লাঞ্ছিত জীবন—
আর্তস্বর পরিত্রাণ লাগি ব্যর্থতায় অনীমে মিলায়
তুলি প্রতিধ্বনি—প্রহরীরা জরাসন্ধ সন্তুষ্টি কারণে
প্রচণ্ডবিক্রমে অত্যাচারে অনলস উদগ্র মাতাল।
কুবুদ্ধি-রচিত-মিথ্যাভিত্তি খলের-চাতুরী ছলনার
মায়াজাল ছিন্ন পরিশেষে প্রদর্শিত বাস্তব ঘটনা
দেখিছে প্রকাশ—বিচারিছে সত্যবস্তুরূপ অঘটন—
দুর্নিমিত্ত অধর্মের বীজে কর্মফল করিয়া দর্শন
প্রহরীরা পূর্বকর্ম স্মরি অনুতাপে ক্ষমা ভিক্ষা করি
রাজবৃন্দের করুণাকে সকাতরে করিছে প্রার্থনা—
জরাসন্ধ অজেয়ত্ব স্পর্ধা কাঁচের মতন খানখান!
গিরিব্রজভূমির কম্পিত শিহরণে তাঁদের পৌরুষ
শিহরিছে নির্ভয় সংবাদে—অধর্মের পরমদুর্মতি
জরাসন্ধ বধে গিরিব্রজে প্রবাহিত স্বস্তির বাতাস।
বিস্ময়ে শুনিছে একি কথা জরাসন্ধ বধে সমরাগ্নি
প্রকাশিতে নাহি ছুটে অক্ষৌহিণী সশস্ত্র সজ্জায়—
অকারণ লোকক্ষয়কর অভিমান নহে—ভীমবলে
ভীমসেন ভগ্নস্তম্ভ করে লোকত্রাস জরাসন্ধ বধ—
পাণ্ডবের যশোরাশিহাসি সূর্যের আলোকে সমুদ্ভাসি
উঠে চরাচরে—কারীগণ কারার দ্বারে মুক্ত করে—
রাজবৃন্দের পুষ্টিসুখ-মুক্তির আলোক পৃথিবীরে
পুলকের স্বর্গভাগুরূপে অনন্যসৌরবে বীরমূর্তি
অন্তরে দেখিছে—জরাসন্ধ নিষ্ঠুর সৌরাত্ম্য ভস্ম করি
যেই বীরোত্তম জ্যোতির্ময় উদ্ভাসিছে মেঘজাল ভেদি
সূর্যের প্রকাশে নব অবতরণ জগতে লোকহিতে
লোকধর্ম রক্ষার কারণ—পরমরহস্য মনে হয়
রোমাঞ্চিত চেতনায় জাগি রাজাগণ বিচারে অতীত
পরস্পরে কুশল সম্ভাষি—"পৃথিবীর দুর্দশার মূল
উৎপাটনে যুগ-অবতার সাংঘাতিক চরম মুহূর্তে
অঘটন চকিতে ঘটায়ে অন্ধকারে ফুটায় আলোক—
এতদিন বন্ধন যন্ত্রণাদীর্ণ বক্ষে আমরা জেগেছি
মুক্তি প্রতীক্ষায়—সেই মুক্তি মৃত্যুর সহিত শ্রেয়ো জানি
মৃত্যুকে চেয়েছি অবিরাম অসহযন্ত্রণা তপ্তমুখে—
বিষ্ণুপরতন্ত্র-চেতনার আলোকে অন্তর আলোকিয়া
দেখেছি নিয়তি লীলাময়ী অধর্মের বিস্তারণে জাগি
যুগে-যুগে পৃথিবী কল্যাণে অঘটন ঘটায় চকিতে
অধর্মের প্রতাপ বিনাশে—পূর্বজন্ম-পাপ পরিণামে
জরাসন্ধ-কারাগারে ভোগ প্রতিক্ষণ পরাধীনতায়—
আজ মুক্তিসূর্যের উদয়—সেই সূর্য যুগ-অবতার
নতুবা কেমনে দুর্গতির অবসানে নরকে আলোক
পরম মুক্তির—কারাগার মুক্তদ্বার আমরা স্বাধীন!
কোথা সেই যুগ-অবতার?" এ প্রহরী জনৈক কহিলা সংবাদ
"মহামতি শ্রীকৃষ্ণ সহিত পাণ্ডবের রাজসূয় যজ্ঞ-
অভিধানে বীরোত্তম ভীম গাণ্ডিবী অর্জুন গিরিব্রজে
উপস্থিত—জরাসন্ধবধ পাণ্ডব-জয়শ্রী বৃদ্ধি করে।"
রাজা এক কহিলা উল্লাসে—"কালযবনের অত্যাচার
জরাসন্ধ নির্যাতন ফল কি যন্ত্রণা দগ্ধায় ভারত—
শ্রীকৃষ্ণের পরম করুণা কৌশলের দিব্য বেশ ধরি
সাবরক্ষণে শান্তিকে রক্ষিকে পরিণতি অগ্নিতে আহুতি
কালযবনের—শুধিলাপে দগ্ধ হল যবন পামর।"
আর এক রাজা কহে সুখে—"শ্রীকৃষ্ণের বীর্য অতুলন—
জয়ী প্রাগজ্যোতিষপুরের নরক-শক্তিকে নিঃশেষিলা
পৃথিবীকে নারকীয়-ত্রাস প্রশমনে—অনন্তশক্তির
উৎসরূপে সূর্যদীপ্তিমুখে শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রকাশ।"
আনন্দ উদ্বেল মুক্তিসুখে আর একরাজা কহি চলে—
"মথুরা থেকে দ্বারকায় মুক্তিপ্রদায়ী-আলোক-উৎস
শ্রীকৃষ্ণকে ঘেরি উৎসারিত—আসুরিক প্রকৃতি সহিত
ধর্মকে পীড়ন করে যেবা সেই দুষ্কৃতের পাপ-কৃতি

উৎপাদনে ধর্ম-বিপ্লবের রথ ছুটে চলে চিরন্তন
ন্যায়নীতি-কক্ষপথ ধরি রাশিচক্র পরিক্রমে যথা
বিবর্তনে সৃষ্টিরে বিকশি—কৃষ্ণ ধর্ম কৃষ্ণ মুক্তিরূপ।
পীড়িত ধর্মের পরিত্রাণে দেবচক্রে ঘটনার স্রোত
অবতারিত-প্রবাহে ছুটে সমুদ্ধারে প্রকৃত সত্যের
সগরবংশের মুক্তি যথা গঙ্গার অমৃত স্পর্শে ঘটে—
নিয়তি অভিষ্ট সম্পাদনে ভীমার্জুন কৃষ্ণের সহায়ে
উদ্ধারি ইপ্সিত কার্য তাই মুক্ত করে রাজন্যসমাজে—
কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ বুঝি জয়কীর্তি কিরীটি মণ্ডিত
দীপ্ত শির বিভূষিত দিব্যপ্রভাজালে ভীতির তিমির
ভেদ করি সূর্যপ্রভতেজে আলোকিছে দিক্‌সমুদয়—
চারুতর প্রসন্ন-দৃষ্টিতে কৃষ্ণদৃষ্টি উদ্ভাসি মধুর
রহস্যের যবনিকা ভেদি বস্তুসত্যে অবচেন যাহা
দৈত্যশক্তি বিদলিয়া যথা বসুধারী রথের উপর—
সেই তত্ত্ব ইতিহাসে লেখে আখ্যায়িকা ধর্ম-অভ্যুদয়।
অনুভব করি সুগভীর বুকের আনন্দ-শিহরণে
সঞ্জীবন-শক্তির আহ্লাদে জীবনের সুখ-অনুভূতি—
রাজসেব যজ্ঞের উৎসবে পৈশাচিক তাণ্ডব-উল্লাসে
উদ্দাম-শক্তিতে মদমত্ত জরাসন্ধ ধর্মের লঙ্ঘনে
অধোগতি অনুসরি ছুটে বজ্রবেগে শাস্ত্রাচার হানি—
বিপরীত পরাক্রম মূলে চেয়েছিল প্রতিষ্ঠা আসন
বিদারিয়া ধর্মের হৃদয়—নিয়তির অভয় বচন
অনন্ত অম্বরে তুলে ধ্বনি পুণ্যকথা অমৃতলহরী—
সর্বকালে ধর্মের বিজয় নিত্য ধর্ম শমনদমন
পাপাচার বিনাশিতে তাই অপ্রকট সম্মুখে প্রকট—
রণমুখে চরম বিধর্মী জরাসন্ধ ধূলায় লুটায়।"
অন্যএক রাজা কহিতে লাগিল "যথা মধুকৈটভ ব্রহ্মাকে
দুর্দান্ত উল্লাসে অভিবলে সংহারিতে হয় অগ্রসর
জরাসন্ধ তেমনি ছুটেছে উগ্র উদ্দাম মত্ততায়
ক্ষাত্রধর্ম নির্যাতনে সদা—ত্রিলোচন শূলপাণি স্বীয়-
ললাট-অগ্নির দীপ্তজ্বালা মূর্তিমন্ত ক্রোধরূপে সৃজে
মধুকৈটভ সংহার কালে কালান্তক পরমাশক্তিকে—
নিষ্করুণ পীড়নে ধর্মকে ন্যায়ধর্মনীতি উৎস দানে
জরাসন্ধ দৈত্যের মতন ছুটতে ব্রহ্মাণ্ডে আত্মসাতে
স্বর্গকে চলিলা আক্রমণে উন্মাদ মাতাল—সেইক্ষণে
নিত্যলোকে ধর্ম আকর্ষণে আবির্ভূত যুগ-অবতার
পাশব-শক্তির নির্মূলনে লোকলীলা গোবিন্দের চলে।
কত নির্যাতন এই ভৌমনরকেতে জরাসন্ধ ক্রোধে
সহিলায়—আজ উন্মূলিত স্বর্গদ্বার দৃষ্টির সম্মুখে
চারিদিকে পুণ্যজ্যোতিরাশি আহ্লাদিত করে চেতনাকে
জয় হোক নিত্য গোবিন্দের পাণ্ডবের জয়শ্রীবর্ধনে
সনাতন ধর্মের প্রকাশে দীপ্ত হোক ভারত-জীবন।"
অন্য এক রাজা অগ্রসরি আলিঙ্গনে-আলিঙ্গনে তোষে
অন্য যত রাজন্যবৃন্দকে—মহোৎসব সুরু কারাগারে—
বলে সবে—"নরকলেবর পরিগ্রহ করি প্রাদুর্ভূত
পৃথিবীতে স্বয়ং ঈশ্বর—সেই পুরুষোত্তমের শক্তি
নিত্য করে প্রদীপ্ত পাণ্ডবে সত্য তাই জরাসন্ধ বধ
সম্ভবে বাস্তবে—দুর্মতির অন্ধকার স্পর্শিল আকাশ
রাজসের যজ্ঞে আহুতিতে ঘৃতসিক্ত পশুর মতন
প্রতিবাদী রাজন্য মস্তক—সম্রাট পদবী মনস্কামে
পুনঃ পুনঃ অত্যাচারে হাতে ভৃত্যার বৃদ্ধিগা—পরিণতি
অধর্মের দুষ্কৃতের নাশে আবির্ভূত নর-নারায়ণ—
সর্বক্লেশ বিদূরিত করি বুকে বহে আনন্দ প্রবাহ
অনন্তের অনন্তশক্তিতে সম্ভবিল জরাসন্ধ বধ।"
অন্য এক রাজা কহি উঠে—"প্রাণমন অধীর এখন
করি যাঁর স্বরূপ স্মরণ এতকাল নরকাগ্নি জ্বালা
সহি সেই পরম পুরুষ সন্দর্শনে—রাজন্যবৃন্দের
সর্বতাপহারি হৃদয়ের নিভৃত হৃদয়ে এতকাল
মন্দিরের বিগ্রহের মত বিরাজিত ছিল প্রাণময়—
মূর্তি ধরি আজি অকস্মাৎ চরাচর আলোকি রভসে
অনাথের নাথ লোকনাথ আত্মতেজে প্রদীপ্ত ভাস্বর
প্রাণমন চাহে প্রণমিতে দীননাথ দীনের শরণে!
সার্থক প্রতীক্ষা—পরিশেষে যিনি চিরশত্রু-নিসূদন
সেই হৃদয় আনন্দধন জরাসন্ধ অত্যাচার নাশি
মূর্তিমান পরম স্বরূপ লোকানন্দ শ্রীমধুসূদন।"
রাজাগণ দেখে বিনির্মুক্ত কারার-অর্গল আলোকিত-
পথের দিগন্তে দৃষ্টি তুলি চেয়ে দেখে শ্যাম-সৌন্দর্যের
দিব্যসমারোহ—এতদিন নিরুদ্ধ দৃষ্টিতে বন্দী থাকি

নবকাঙ্কারে মুক্তিস্নাত-চৈতন্যের স্বর্গীয় পুলকে
লভি আত্মজাগরণ দেখে সুনীল সাগরে সঙ্গীতের
তরঙ্গধ্বনিকে উদ্বেলিয়া স্বচ্ছ মেঘে-মেঘে মহিমার
জীবন্ত মূর্তিতে অনাহত সুরের প্রকাশ মনোহর—
অসীমের ছায়াস্পৃষ্ট বুক অনুপম হাসিতে উজ্জ্বল
পুষ্পহাসি আনন্দের মত স্পর্শরস মাধুরিমাময়
সুরভিত বায়ুর সহিত সঞ্জীবনী-শক্তিকে বিলায়—
এতকাল জরাসন্ধ-ভীতি-অজ্ঞানতা আবরিত রাখে
দশদিক—প্রকৃতি দাক্ষিণ্য মন্দাকিনীধারা নিরুদ্বিগ্ন
জাগিয়াছে আত্মার পীড়নে—চিরায়ত ক্ষত্রস্থায়নীতি
অতিক্রমি পৈশাচিক মোহে আত্মসুখে সম্রাট সাজিতে
স্বেচ্ছাচারে চলিয়াছে পথে! ক্ষাত্রধর্ম আজ জাগিয়াছে
ক্ষত্রের দণ্ড ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম পালনে কর্তব্যের
ব্রত চিরন্তন—সেই ব্রতে বৃদ্ধিদীপ্ত পাণ্ডব-গৌরবে
সূর্যলোক মধ্যবর্তী নিত্যবিষ্ণু যথা সদা জ্যোতির্ময়
তেমনি শ্রীকৃষ্ণ মহিমার দিব্যালোক দিকেদিকে ভাসে।
রাজাগণ চকিত বিস্ময়ে শুনে উঠে হাসি খলখল—
তাদের নদীর কলতান বীণাধ্বনি মতন নিকণে
মহাসাগরের অভিসারী-গতিস্রোতে সমুদ্বেল ছুটে—
চেয়ে দেখে দৃষ্টির আনন্দ দিব্যদেহে পাগলিনী হাসে
খল্‌খল্ হাসি আঁখি দৃষ্টি অম্বরে উজ্জ্বল প্রবতারা
জ্যোতি বিকীরণে—পাগলিনী উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলে—
"এতকাল পরে সেই আসিয়াছে! মানুষের দৃষ্টির অজ্ঞান-
জড়ের সীমানা ভেদ করি চৈতন্যের পরমস্বরূপ
অসীম ও সীমাহীনে রচি সেতুবন্ধ প্রজ্ঞার শক্তির
সেই আসিয়াছে! এতকাল পথ চেয়ে আমি জাগিয়াছি
শত নিপীড়নে—অত্যাচারে রক্ষাকারী বীর-আবির্ভাবে
শরনার্থীগণের শরণ পূর্ণকাম চরিতার্থতায়
বীররসে জগৎজীবন জাগি উঠে দিবা জাগরণে—
যাহার প্রজ্ঞার অসীমতা বেদে পরিনিষ্ঠিত সর্বদা
বীরবুকে বীরধর্মবোধি উদ্দীপিয়া মহাগীতায়
আসুরিক-প্রকৃতি বিনাশে বৈশ্বানর জ্বালা ভয়ঙ্কর
গদাধারী ভীমের গদার অগ্নিস্রাবী-বীরব ব্যঞ্জনা
ধনুর্ধারী গাণ্ডিবী-অর্জুন বক্ষে যিনি অচিন্ত্যশক্তির
উৎসে জাগি ঘনবুদ্ধিযোগি প্রেরণাকে ছত্রের শাসনে
করেন প্রেরণ—পাণ্ডবের প্রাণধন কুরুক্ষেত্রোদরে
রাশিচক্র-আনন্দধামের মহোৎসবে বন্দিতা পৃথিবী—
অতিক্রমি কালের করাল-সেতু স্বর্গভরে অসুরের
মহান্ধপ্রগতি স্তব্ধ করি নিয়তি দাঁড়ায়ে মূঢ়তার
চরম চূড়াগ্রে নির্ধারিয়া কালান্তক বিনষ্টি নির্মম-
পরিণতি—মন্দভাগ্য দুরাচারী দুষ্ট দুষ্কৃতিসাধনে
সর্বসিদ্ধিকায় আচ্ছাদিত ধ্বংস-গহ্বরে তলাইছে—
আর্তের আকুতি পূর্ণকামে শান্তিকে সাক্ষাতে চিরকাল
শুধু বুকে অগাধবিশ্বাসে জাগি থাকে সত্যে অচঞ্চল।"
কিছুক্ষণ থাকিয়া নীরব পুনঃ দীপ্তকণ্ঠে বলি চলে—
"নক্ষত্র খচিত স্বপ্নের আকাশের বুকে চন্দ্রিমার
প্রকাশে দেখেছি আমি তাঁরে—সূর্যকিরণের জ্যোতিপথে
দিব্যমূর্তি প্রকটন করি তাঁরে দেখি নিত্যানন্দময়—
ঋতবৃষ্টিঘন বহ্নিদীপ্ত ভৈরবমূর্তিতে অপরূপ
কালরাত্রি অন্ধকার পারে জ্যোতির্ময় সর্বভয়হারী
প্রকাশে ভাস্বর প্রভাকর—বেদনার স্পন্দিত গুঞ্জনে
শান্তির স্বস্তির গীতিসুরে তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিতে-ধ্বনিতে
আলোকহাসিতে ভাসি উঠে ভবিষ্যৎ সুখের আশ্বাস—
অন্তরে সোনার মূর্তি তিনি—আত্মার আনন্দ-নীলমণি
তাঁর শক্তি করিতে পীড়ন যুগে-যুগে দুষ্কৃতের দল
ধর্মের প্রতিষ্ঠা অতিক্রমে—ভাগবত সে বিগ্রহ মুখে
আমি দেখি অপরূপ হাসি—সে হাসিতে আমি হাসি উঠি!"
নীরবিলা পাগলিনী—চাহি রাজন্যবৃন্দের পানে পুনঃ
কহিতে লাগিলা—"তোমাদের সকলের ব্যথার ব্যথিয়া
সে এসেছে হৃদয় দুয়ারে—মুক্ত করি অন্তর্দেশ জাগ
দৈববাণী করিতে শ্রবণ—দুঃখভারাক্রান্তা পৃথিবীর
পরম কল্যাণে সে এসেছে বীরের জীবনে বীরত্বের
বীররসে জাগি—সে এসেছে ধর্মাশ্রিত বীরের জীবনে
প্রচণ্ড বজ্রের শক্তি ধরি ভাঙি লৌহকপাট কারার
যেখানে আত্মার অপমান তিলে-তিলে বরি অধীনতা।
চেয়ে দেখ জ্যোতির্ময় রূপে সে এসেছে অতল সমুদ্রে
ভাসমান দ্বীপের মতন সর্বনাশে স্বস্তির কারণ!
সাড়া দাও সাড়া দাও ভাবে—সে ডাকিছে ধর্মের রক্ষণে

সত্য যেথা বিপর্যস্ত জাগে পীড়িত বক্ষের অত্যাচারে—
সে এসেছে শুনাতে কেবল লোকহিতে নিত্যদিব্যবাণী !"
একজন রাজা জিজ্ঞাসিলা—"কেবা তুমি পাগলিনী বেশে
শুনাইছ এখন মধুরে মর্ত্যজীবে অমর্ত্যের বাণী
প্রতিবাক্য-অন্তরালে জাগে সূক্ষ্মতর সত্যের প্রকাশ—
বিদ্যুরিত অদেহীসুরের জ্যোতির্লেখা দৃষ্টিতে তোমার
আনন্দের নিত্যমূর্তি তুমি ভীতি-বিহ্বল-নরক বুকে
স্বর্গীয় আলোক চমৎকার—তোমার দৃষ্টির আলোকের
অমৃতমাধুরীস্পর্শে জাগে চেতনার ছদ্মশতদল।"
পাগলিনী কহিলা হাসিয়া—"আমি সেই জনমদুখিনী
কালস্রোতে ভাসি শুধু চলি সকলের বেদনা-দুর্দশা
বক্ষে আঁকড়িয়া নিয়তির ছায়ার মতন—মর্তজীব-
জীবনের দুয়ারে-দুয়ারে আমি ফিরি কাঁদি আর হাসি
তাঁহার হাসিতে আলোকিয়া—বুকে মোর সকলের ব্যথা
ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তরঙ্গ-নর্তনে স্রোতগতি যথা ছুটি চলে
প্রতিকূল উপেক্ষিয়া বেগে—আসুরিকালের কারাগারে
বন্দী-আত্মা বিমুক্ত করিতে আমি চলি পথ-পথান্তরে
অসংযত শৃঙ্খলাবিহীন সমাজের রূপান্তর পুঁজি
ধর্মের শাশ্বত শাস্ত্রিনীড়ে—আমার অনন্ত কাজ তাই
সকলের তরে সকলের পরম সম্ভোষে নিরন্তর
বিরচিছে অক্লান্ত নির্ঝর—চেয়ে দেখ সে আসিছে ওই
বন্ধ যেবা নহে কোনকালে কালের শৃঙ্খল-বন্ধনীতে—
আসে সেই যার পথ চেয়ে রাশিচক্রে ধ্রুবতারকার
দৃষ্টিজ্যোতি উদ্ভাসিত হয় পার্থিবতা অপরূপ করি
নরদেবতার দিব্যরূপে আত্মার অচিন্ত্যলীলায়নে
জীবনের পরম প্রকাশ কালকক্ষ অতিক্রম করে—
আসে সেই মহাকবিকণ্ঠে উচ্চারিত মহিমা-বিশাল-
চরিত্রের দীপ্ত রূপায়ন ধীরোদাত্ত মহত্বে উজ্জ্বল
সত্যের প্রতিষ্ঠা জয়োৎসবে যুগে-যুগে অমর-সঙ্গীতে
ছন্দ-ধ্বনি-রসে বিনির্মিত মানস-মন্দিরে অপরূপ—
সেইখানে মহাকবিগণ প্রাণের মাধুরী-মন্দাকিনী
প্রবাহিয়া ভাব-ভাষা-রসে প্রাণধ-রহস্যে মহত্তর
সৃষ্টির সৌন্দর্যে তুলি ধরে সত্যের মৃণ্ময় চেতনায়
লোকোত্তর সত্তার স্বরূপ আভূমি-আকাশ ব্যাপ্ত করি—
সেই নরচন্দ্রমার জ্যোতি স্বর্গের আহ্লাদ কোন্ ছার
মর্ত্যলোকে জীবন্ত জীবনে মূর্ত করে পরম সুন্দরে
মানুষের আত্মার আত্মীয় মানুষের জীবন-বিহিলে
অবিচ্ছিন্ন অন্যতম থাকি জীবনের পূজা সমাপনে
নিত্য অর্ঘ্যপুষ্পাঞ্জলি দানে মানুষের পরম কল্যাণে—
মহাকবি রসবস্তুরূপ সেই নর-নরোত্তমে জানি
তাঁর কণ্ঠস্বর হৃদয়ের নিভৃতে শ্রবণি উচ্চারণে
তাঁর দিব্যজীবনের কথা—নিত্য যাহা অমৃত সমান।"
রাজাগণ বিস্ময়ে শুনিছে মহাগান সুর-লহরীতে
পাগলিনী যোগিনী স্বরূপা তৃতীয় নয়ন উন্মীলনে
দেখে যাহা লৌকিক প্রকাশে সত্য তাহা অলৌকিক রূপে—
পাগলিনী যোগিনী কহিছে—"দে যে আসে সর্ব-অবতংশে-
সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপ সর্বোত্তম নরলীলা সাথে—
পৃথিবীর পথে পদচিহ্নে ধ্বজা-পদ্ম-অম্বর-অঙ্কুশ-
অর্ধচন্দ্র-শঙ্খ-বজ্র-চক্র-মৎস্য-গোষ্পদ-ত্রিকোন-
ঊর্ধ্বরেখা-স্বস্তিক-কলস-অষ্টকোন-ছত্র-জম্বুফল-
যবচিহ্ন পরিমূর্ত করে সর্বকারণের মূলীভূতা
ত্রিশক্তির বহুত বিস্তারে পরম আনন্দবিগ্রহের
সর্বাশ্রয় মাহাত্ম্যস্বরূপে—শরণাগতের মনশ্চক্ষে
উদ্ভাসিয়া উঠে যুগে-যুগে ধরণীর মৃত্তিকার বুকে
এই দিব্যপদচিহ্ন যাঁকে মূর্তিধারী পরম পুরুষ
লীলার কাহিনী— আমি সেই পদচিহ্ন বক্ষের মন্দিরে
প্রতিষ্ঠিত রাখি পূজা-অর্ঘ্য নিবেদন করি জীবনের
উত্তাপে-উল্লাসে—সেই উনবিংশতি-চিহ্নের মহিমায়
আমি দেখি প্রাণময় হয় অন্তহীন সৃষ্টির জীবন !
সে যে আসে—দেখ চেয়ে আসে অঙ্গ-কান্তি অতসীপুষ্পের
মূর্তিমন্ত মর্তমৃত্তিকায় নরলীলা করিতে সার্থক
দুষ্কৃতের বিনাশে ভীষণ রোষবহ্নি প্রজ্বলিত করি—
ধ্বংসপর্ব সমাপ্তিতে জাগে আনন্দ হাসিতে মধুময় !
চেয়ে দেখ কিবা শোভাময় বিভা রথধ্বজা অপরূপ
দিগ্বিদিক সমুজ্জ্বল করে—দেহরূপে উদ্ভাসিত জ্যোতি
বিকীর্ণ মাধুরী মনোহর—চেয়ে দেখ রথ দেখা যায়।"
রাজন্যবৃন্দের স্মৃতিময় উদ্বোধিত অতীতের স্মৃতি—
এই রথে সঙ্কুল সংগ্রামে জরাসন্ধ বিজয়ীর বেশে

বন্দীগণে শৃঙ্খলে আবদ্ধ টানি আনি রথের সহিত
নিক্ষেপিলা কারা অন্ধকারে—এই রথে সেই দিন কোথা
এই জ্যোতি উদ্ভাসিত ছিল—ঐরাবত অধিকার করি
ক্রুদ্ধ যথা অস্থির চঞ্চল দম্ভোস্কিত মোহ-জিগীষায়
তেমনি রথের পরাসনে জরাসন্ধ দানবীয় রূপে
পাশব-শৌর্যের স্পর্ধা সাথে করেছিল আসন গ্রহণ—
সূর্যচন্দ্রে রাহু যথা গ্রাসে বিস্তারিয়া কুৎসিত ছায়াকে
জরাসন্ধ তেমনি রথের সৌম্যদীপ্তি পরিম্লান করি
করেছে বিরাজ—পৈশাচিক উল্লাসে হেসেছে অট্টহাসি।
রাজন্যবৃন্দের চেতনায় অমৃত-আস্বাদ শ্রীকৃষ্ণের
শ্রীঅঙ্গ কান্তির সৌম্যবলে চেতনায় দিব্য রূপান্তর!
পাগলিনী—বলি চলে "আসে আসে সেই পরম ঈশ্বর
নরোত্তম সাক্ষাৎ সুন্দর মানুষের সত্তা অঙ্গীকারে
পৃথিবীতে সত্য করি তুলে লোকহিতে ভাগবত লীলা!
সেই আসে"—রাজন্যবৃন্দের অকস্মাৎ অন্ত অনুভূতি
সম্মুখে দেখিছে মানবিক স্বভাব-প্রকৃতি দীপ্ত করি
কৃষ্ণ সাথে ভীমার্জুন আসে জরাসন্ধ কারার দুয়ারে—
রাজাগণ বিস্ময়ে দেখিছে দিব্যবিভা ঝলকিত রাজা
রাজমার্গ আলোকিত করি স্বর্ণময় রথ ছুটি আসে—
পাগলিনী সেই দিকে চেয়ে পুনরায় খলখল হাসি
বলিছে উল্লাসে "সে যে আসে আমারে অশেষ নির্যাতনে
বারেবার দহি যারে যারা এইবার তাদের পতন
ক্ষত্রবল-বিক্রমের ধিক যদি তাহা ধর্মচ্যুত হয়—
পাপিষ্ঠেরা হাসে তাগবত ধর্মমূর্তি করিয়া দর্শন—
আমি হতভাগিনী সৃষ্টির মর্ম-মর্ম করি কাঁদি মরি—
সে এসেছে দাসী ভাবে যারা আমারে করিতে উপভোগ
মদান্ধ চঞ্চল—আত্মপর ধর্মভয় বিস্মৃত অসুরে
পাপকর্ম-নরকের থেকে সমুদ্ধারে সে যে লীলা করে—
ব্রহ্মাস্ত্র যেই দেহে জন্ম গতি সৃষ্টিকে শাসন করে
সেই দেহ নবরূপ ধরি এইবার চাক্ষুস সম্মুখে—
আমি শরণার্থিনী ধর্মের শরণাগতকে রক্ষাকার্যে
ধর্ম জাগে স্বীয়কার্যে দেখি—আসুরিক পরাক্রম যদি
দীপ্ত থাকে—কোন্‌খানে আশা বেদনার-মন্থির হুঙ্কার।
কি দেখিছ সবিস্ময়ে চাহি? চেয়ে দেখ আমার অঙ্গের
পঞ্চসিন্ধু শিরা-উপশিরা পথে-পথে প্রবাহিত জাগে
পশ্বাচারী অবার্ষিকদল সত্যের বিকৃত রূপায়নে
লোকায়তমার্গ অনুসরি রসহীন বস্তুর জঞ্জালে
রুদ্ধ করি স্রোতের প্রবাহ আত্মার চরম অপমানে
বস্তুর বাস্তব ভাঙ্গ রচি দগ্ধ করে সত্তা সনাতন!
কি দেখিছ চাহি—আমি সেই তোমাদের আত্মার সহিত
আত্মপ্রতি-যোনি—কমলাক্ষ আমার অনাদি মর্মব্যথা
অনুকম্পা সহিত বিচারি বারে-বারে ক্রান্তিকালে আসি
শান্ত করে আমার যন্ত্রণা পূর্ণ করে ব্রত-লোকহিত।"
এত বলি পাগলিনী হাসি বলে পুনঃ—চক্রনেমি
ধ্বনির তরঙ্গে নিনাদিছে—"সেই এসে শরণাগতের
পরম আশ্রয় নিরন্তর নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারে আসি
সবিত্রীর ভর্গের মতন তেজোময়ী শক্তিসঞ্চারিণী
বিস্তারে কল্যাণে—যাহা তাঁর তেজোময়ী নিরাশার বুকে।"
ক্ষণকাল স্তব্ধতায় ডুবি অন্তরের গভীর অসীমে
দৃষ্টি করি আলোকে উজ্জ্বল পাগলিনী কহিতে লাগিলা—
"ওই দেখ রহস্যনিবিড় তোমাদের দৃষ্টির সম্মুখে
আসে সেই রথ ওই দেখ এই রথে সেই আসে—আসে
সেই পদচিহ্নরেখা-লেখা আঁকিছে আলোকে—আমি দেখি
ভূতার হরণে সেই আসি সম্মুখে দাঁড়ায় যুগান্তরে
পাশাচারী-আস্ফালন আর স্বেচ্ছাচারী-প্রমত্ত-হুঙ্কার
গতিভ্রষ্ট প্রহের মতন পরস্পর সংঘাতে ভীষণ
সংসারে যখন—জরাসন্ধ অদৃষ্টের মত কর্মফল
ভোগের সহিত পরিণামে মহাধ্বংস করে আলিঙ্গন।"
ভূপতি সমাজ বিচারিছে পাগলিনী বহিরঙ্গে সাজে—
প্রতিবাক্যে তাপসীযোগিনী যেন তাত্ত্বিক-প্রজ্ঞার বলে
রহস্যসন্ধর্ভ সুনিবিড় কথা—পাগলিনী পুনঃ বলে
"তোমাদের বুকের বেদনা এই বুকে বহি অবিরাম
আমার দুঃখের যখাকালে বিস্ফোরণে জাগে ভয়ঙ্কর
আমিও তেমনি দুষ্কৃতের দণ্ডনীতি প্রয়োগে নিয়ত
বিশ্বনিয়ন্তার পথে খুঁজি জ্যোতির্ময় পদচিহ্ন রেখা।"
ক্ষণকাল থাকিয়া নীরব পুনরায় পাগলিনী কহে—
"সর্বঅবতারী রূপে দেখি সর্বকারণ-কারণ আসে
মায়ামানুষীশরীর ধরি চিরৈশ্বর্য মাধুর্য প্রকাশ

অন্তরালে রাখি চেতনার প্রত্যাক্ষতা উপলব্ধি সুখে
ভাব-রস-মন্দাকিনী-স্রোত প্রবাহিত করি অনুপম—
রসমাধুরীর সুধা-স্পর্শে হর্ষময় সংবেদন জাগে
উদ্ভাসিত দৃষ্টির জ্যোতিতে স্পন্দিত রহস্য সুগভীরে
দর্শন-মঙ্গলপরায়ণ চেতনার রূপান্তর ঘটে
গূঢ় মাধুর্যে মহিমাময় অনাসক্ত সার্থিকতা বুকে।"
রাজন্যসমাজ স্তব্ধ হয়ে শুনি চলে পাগলিনী কথা
বিস্মিত দৃষ্টিকে আলোকিয়া স্বর্গদূতী দাঁড়ায়ে সম্মুখে
অন্ধকারে ক্ষণপ্রভা যথা স্তব্ধদৃষ্টি রাখে পথিকের
তেমনি অঙ্কিত করি চলে কথার মালিকা মাধুরের
দৃষ্টির বিস্ময় সুধাবেশে মনোভূমি আলোকিত করি
আত্মহারা আনন্দ-নির্ঝরে হৃদয়ের তপ্তার্ত উচ্ছ্বাস
চন্দ্রালোকে নৃত্যছন্দোময় বিহ্বল প্রবাহে যথা নদী।
রাজন্যসমাজ পাতি কান শোনে যথা হাসির মতন
সুধারাশি-ক্ষরা-গীত সম পাগলিনী কথা শুনি চলে—
"হৃদয় জুড়ানো সেই ধন" পাগলিনী কহিছে আবার
"সে যে আসে নিত্যকালরথে অদৃষ্ট রহস্য অন্তরালে
নিয়তি ইচ্ছাকে পূর্ণ করি আত্মমহাশক্তির শক্তিতে
করায়ত্ত বশীভূত করে প্রবল প্রতাপে পশ্বাচারী-
প্রকৃতির উদ্দাম-তাণ্ডব অদৃষ্টের পরিণতি ফলে!
চেয়ে দেখ বৈজয়ন্তী-ধ্বজা জয়ের জ্যোতিতে নিরুপম
উল্লাসে সুন্দর—সেই পূর্ণমানব সম্মুখে পূর্ণ ব্রহ্ম-
মানবসত্তায় অভিব্যক্ত দিব্যরূপ করে আপনায়—
বহুমুখী গতির উদার বিচিত্রতা জীবন-সত্যের
জটিল রহস্য উদ্ঘাটিয়া সামঞ্জস্যে প্রতিষ্ঠিত করে
প্রত্যক্ষের নিবিড়তা ভরি রূপ-রস-ছন্দ-সুষমায়
আন্তর-দৃষ্টিতে সমগ্রের রূপায়িত বিগ্রহ বিরাট
পাপপুণ্য-ধর্মাধর্ম তত্ত্ব আর মনুষ্যত্ব-জিজ্ঞাসার
সহস্রের একটি আধারে ধ্বনিময় নিত্যকাল জাগে—
শৌর্যবীর্য পশ্বাচারীপথে যদি কভু পরিক্রমা করে
পরিণতি প্রকৃতিধর্মের সংঘাত প্রসূত বিবর্তনে
পাপের দুষ্কৃতি বিদূরিয়া বিবর্দ্ধিত ধর্মের প্রতাপ—
শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তনে পাণ্ডব-বিজয় উপাখ্যান—
রাজসূয় মহাযজ্ঞ সাথে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ সাথ।"
রাজন্যসমাজ স্তব্ধদৃষ্টি বাকাহীন শুনিছে পুলকে
অন্তর্লান্ত-রহস্য-গভীর অবতারী-জীবন-মহিমা-
দীপ্যমান চরিত-অমৃত—পাগলিনী বলিছে আবার—
"তোমাদের বন্দীজীবনের মর্মান্তিক যন্ত্রণার তাপে
পরিতপ্ত আমার হৃদয় প্রার্থনা করেছে আবির্ভাব
দুষ্টের দমনে—অত্যাচারী-পাশব-শক্তির আস্ফালন
ধর্মকে পীড়িত করি চলে মানবিক অমর্যাদা আর
মানব-আত্মার অপমান অধীনতা বিস্তারিত করি—
গ্লানিময় কণ্টক-বুকুট শিরে বন্দী রাজন্যসমাজ
কারাগারে শৃঙ্খলিত থাকি যে নির্মম-বেদনা সহিলে
আজি তাহা অবসানে আসে মুক্তির উদয়-অভ্যুদয়—
জরাসন্ধ নাই—তুলিওনা জরাসন্ধ পথের পথিক
পঞ্চচারী আয়োজনে জাগে অধর্মের উদ্ধত প্রতাপে
বুকে নরকের রাজত্বের কুৎসিত কুটীল-কুমন্ত্রণা
বিভ্রম নিয়ত সৃষ্টি করে—শিশুপাল-দন্তবক্র তাই
দেখে অবিনশ্বর-জীবনে জরাসন্ধ রাজচক্রবর্তী
বসুন্ধরা শাসন পালনে ক্ষমতায় নিত্য অধীশ্বর।"
ক্ষণকাল নীরবিয়া থাকি পুনঃ বলে রাজন্যসমাজে—
"লোকযাত্রা নির্বাহের পথে সত্য নিত্য আলোক-সরণি
ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত অন্তরের আনন্দ-চেতনা
উদ্বোধিত করি মৃত্যুভীতি অতিক্রমি সম্মুখীন করে
মহাজীবনের সুমধুর রসের আস্বাদে মাধুর্যের
নিত্যসিদ্ধ পরিপূর্ণতায়—অভিব্যক্ত বিচিত্রসৌন্দর্যে
সেইক্ষণে শুভময়লীলা শুভময় প্রকাশে উল্লাস—
সাধুবিগর্হিত কর্মাদির বিস্তার কারণে যুগে-যুগে
অবতারী করুণাবতার পরিকর মণ্ডল সহিত
আর্তজীবে করিতে উদ্ধার সত্ত্বগুণোদয়ে রজঃতমঃ
অনিষ্টের অবসানে আনে রূপময়ী সৃষ্টির প্রকাশ!
কি দেখিছ চাহি—দেখ আসে দিব্যজ্যোতিরূপ সনাতন
অপরূপ রূপের কিরণ-মহিমার আকর্ষণে ভুলে
চরাচর—অনুপরমাণু বহুত্বের বিচিত্র ভোতনা
বুকে করি হাসে অপরূপ—সৃষ্টির দর্পণে ছায়া জাগে
বিকশিত সৌন্দর্যে-আনন্দে পরতত্ত্ব উপলব্ধি সুখে!
দেখ সেই আসে—উদয়াস্ত সন্ধিক্ষণে তিমিররাত্রির

সুস্থিতাল চড়িত নিশিথে তেজোউদ্ভাসিত সুযোদয়
নবীনযুগের—সেই আসে দীপ্তিমান তাই ভবিষ্যৎ!"
এত বলি আলোকে বিদ্যুৎ যথা মিলে ধ্রুবিরীজ রূপে
পাগলিনী আপনস্বরূপ একাকারি মিশি গেল বেগে!
রাজন্যবৃন্দের সম্মুখীন এবে দিব্যরথ—স্বর্ণময়
পদ্মাসনে শ্রীকৃষ্ণ সহিত বসি ভীমার্জুন—জরাসন্ধ
পাতন সহিত দিকে-দিকে রাজবর্গে মিলে পুরবাসী
শ্রীকৃষ্ণদর্শনে—যার বলে ভীম আর অর্জুন বিজয়ী!
এই সেই রথ—শোভা তপ্তকাঞ্চনবর্ণের ছাতিময়
স্বর্গলোকে মাহাত্ম্যে সুন্দর—মণিমাণিক্যের দিব্যজ্যোতি
অজস্র কিরণ-বিচ্ছটাজাল আলোকিছে দিগ্‌ দিগন্তর—
এই সেই রথ—এই রথে বিষ্ণু ইন্দ্র আরোহন করি
স্বর্গময় আসন উজ্জলি দানব-নিধনে জয়লভে—
এই সেই রথ—জরাসন্ধ বধের সহিত জয়শ্রীকে
বিবর্দ্ধিয়া পাণ্ডব-গৌরব দীপ্তশোভে কৃষ্ণ করলায়!
সবলম্ব বিনাশিনী-সুখা করুণার নির্ঝর দৃষ্টিতে
মানুষের অপার্থিব রূপ চক্ষের সম্মুখে চমৎকার—
কৃষ্ণমূর্তি আনন্দদর্শন বীরোদার মূর্ত্তি মানুষের
সুমেরুশিখর বিহরিয়া সুযোদয়ে বর্ণনীর রেখা
দিগন্তরে যেমন উদ্ভাসে উষার উল্লাসে হাসি-রাশি
শ্রীকৃষ্ণকে ঘেরি সেই হাসি সৃষ্টি করে রূপ অনুপম!
দেখে সবে ভীমার্জুনে বিস্ময়পুরিত দৃষ্টি নিয়া—
ভীম মহাবীর জরাসন্ধ-ঔরাম্যের দণ্ডপাণি রূপে
জরাসন্ধ বধে অবসানে ধর্ম্মাশ্রিকের পথাচারী-
রাজযের যজ্ঞ আয়োজন—মূলাধারে বিরাজে কেশব।
রাজন্যবৃন্দকে সম্ভাসিয়া শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরধ্বনি
সঙ্গীতের তরঙ্গ যেমন অন্তরের আনন্দ বর্ধন
তেমনি প্রশান্ত গাম্ভির্যের স্বরধ্বনি রাজন্যবৃন্দের
অন্তরের অন্তরে প্রবেশি পুলকিত করে অনুভূতি!
শ্রীকৃষ্ণ সম্ভাষে রাজাগণে—"সর্বার্থকুশল কামনায়
ভীমার্জুন সহিত সকলে প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন।"
রাজা এক কহিলা সুধীরে বিনম্র ভাষণে—"মহাত্মন!
দুরাচারী জরাসন্ধ বধে মহিপালবৃন্দের মুক্তিতে
ক্ষত্রিয়ের ধর্মরক্ষা করি ভীমসেন কীর্তিদীপ্যমান!
মহাত্মন! ধন্য এ জীবন মৃত্যুপুরী পরপারে আজ
স্বর্গের শান্তিকে বক্ষে করি শুভকর্ম কৃত্য সম্পাদনে
আদেশের আছি অপেক্ষায়—কায়মনোবাক্যের সহিত
জীবনের অর্ঘ্যনিবেদনে আমাদের একান্ত বাসনা।"
প্রসন্ন দৃষ্টিকে বিস্তারিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলা—"জয় হোক
ধর্মের শাসন! জরাসন্ধ দুরাচারী-পথের বিলয়ে
ভারত সাম্রাজ্য-সিংহাসনে সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সমতেজে
দীপ্ত ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির দিব্যশক্তিবলে। ইন্দ্রপ্রস্থ
প্রাচীর উদয়াচলে শোভে ধর্মান্বিত মহারাজধানী—
উদ্ভাসিত একটি আদর্শ—চেতনায় জাগি উঠে নব
মানুষের আত্মবিকাশের পরিবেশে সমাজ-জীবনে
শত ভয় করি নিবারণ দুষ্টের দমনে নিরন্তর
ছুটি চলে শান্তির সঙ্গমে ত্রিপথগা গতির মতন।"
রাজন্যসমাজ সানন্দিত স্বর-লহরীতে উচ্চারিলা
শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডব প্রশস্তির অমৃতবচন—সমুল্লাস-
উৎসব-ধ্বনির স্বরগ্রাম বিস্তারিত দিগদিগন্তরে
কারাগার মন্দিরের মত সহসা নন্দিত হয়ে উঠে—
"ধন্য ধন্য দর্শনে জীবন দীননাথ দীনের শরণ
মোক্ষপদ সম মহামুক্তি স্বর্গ-অপবর্গ-সুখময়
অপার্থিব করুণানির্ঝরে সর্বদুঃখতাপ পরিশেষ।
জীবনের দুঃখ-তপস্যার পরিশেষে শান্তির ছাতিতে
দৃষ্টিতে ফুটিছে মূর্তি ধরি সর্বার্থক কল্যাণ নিদান
শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমা—দারুণ দুষ্কৃতিরাশি পারে
পুণ্যময় পরম প্রকাশ—আধি-ব্যাধি-গ্রহ-পীড়া যেন
সঙ্কটমোচন স্বস্ত্যয়নে দৈবকৃপা সিদ্ধফল আনে!
"ধন্য ধন্য" প্রতিধ্বনি ফিরে সুমধুর ভাবের সঞ্চারে
"গিরিব্রজ আলোড়িত করি—বিকট দানবীমায়া রাশি
বজ্রপাণি বজ্রঘাতে যথা দানবদলনে অগ্রসরি
দেবলোক আনন্দিত করে—মহিষাবেগে ভূমরাশি যথা
দগ্ধ হয়ে ভস্মে পরিণত তেমনি প্রহারি নিঃসন্ধিনা
আর্তজনে চক্ষের নিমিষে—ধন্য ধন্য শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডব
শক্তির প্রকাশ—নিদারুণ ভীমমুষ্টি প্রহারে ভীমের
জরাসন্ধ দম্ভ পরাক্রম জীর্ণশীর্ণ শেষে নিপাতন।"
রাজন্যসমাজ চেয়ে দেখে সৌম্যকান্তি ভীম স্মিত হাসে—

আপন প্রজ্ঞার ভীমবল উপলব্ধি পরম সংযমে
শত্রুজয়-গৌরব-কীর্তিকে অজ্ঞের পৌরুষে দীপ্যমানে—
উত্তেজনাহীন শান্তমূর্তি দৃষ্টির আনন্দ বৃদ্ধি করে
রাজন্যসমাজ দেখে চাহি যজ্ঞেশ্বর হোতা-হোত্রী রূপে
মূলাধার শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং—পাবনিনী যোগিনী-তাপসী
যাঁর গূঢ় আবির্ভাব-কথা বলি গেলা লক্ষ্মণ সহিত।
শুদ্ধধাম মহাবলধান ভীমসেন দুর্জয় সংগ্রামে
বীরেন্দ্র-সর্জনে প্রলয়ের মেঘের মতন উড়াইলা
জরাসন্ধ বলে—উদ্ধারিলা মর্মান্তিক পীড়িত-জীবন!
অন্তরে ধ্বনিছে বারংবার পুণ্যকর্মে স্বর্গবাস ঘটে
পাপেতে নিরয়—পরিণতি সম্ভবিল জরাসন্ধ বধ।
রাজন্যসমাজ "সাধু, সাধু, মধ্যম পাণ্ডব" বলি উঠে
"বাসুদেব শুনেছে আর্তের পরিত্রাহি-পরিত্রাহি রব
অন্ধকারে ফুটে দিব্যালোক সর্বভয় করি নিবারণ।"
রাজন্যবর্গের প্রতি চাহি নয়ন বিস্তারি ক্ষণকাল
ভীম কহে—"ভূপতি সমাজ! স্বধর্ম-বুদ্ধিতে বৃদ্ধি ঘটে—
পূর্বজন্ম-পাপফল ফলে চক্ষের সম্মুখে—তাই দেখি
জরাসন্ধ-অনুসারী যত ক্ষত্রিয় স্বধর্ম-বিদ্বেষের
চেতনায় পাপকর্মে মতি সহিত দুর্বার হয়ে ফিরে
রাজসূয় যজ্ঞের অগ্নিতে কাষ্ঠবৎ ভস্মে পরিণত
করার সংকল্পে পাণ্ডবের ধর্ম-বিজয়-যাত্রার দুর্ধ
প্রতিধ্বনি তুলে দিগন্তরে—যজ্ঞ-অগ্নিযোগে পরিশুদ্ধি
সর্বত্র বিস্তৃত পাপাচার সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সহিত
মৃতজনে সঞ্জীবনী-রস সঞ্জীবিত করায় যেমতি
স্বধর্ম-বুদ্ধির উদ্বোধনে নবজীবন সঞ্চার করি
ব্যর্থ করি বৈর-আস্ফালন পাপের প্রতাপে ভয় আনা
সাম্রাজ্যের সংহতিশক্তিতে ধর্মরাজ্যে আত্ম-অধিষ্ঠান!
ভূপতিসমাজ! পূর্ণচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ উদয়ে তমোরাশি
বিদূরিয়া দেখি অশুভের বিনাশি শক্তিকে বিবর্ধিয়া
ইন্দ্রপ্রস্থে পূর্বপ্রতিষ্ঠিতি মানুষের সুকৃতি ধর্মের!
সঞ্চারিত পাপরাশি আনে অধর্মের মিথ্যার বিস্তার—
চাতুরীর নৈপুণ্য কৌশলে স্বার্থপুরী করি বিরচন
সুখভোগ চাহে জীবনের মোহময় কাম-অনুরাগে—
পরিণতি দারুণ ভীষণ পাপ করে নিত্য সংঘটন!"

এতবলি ভীম নীরবিলা।—উচ্চারিলা শ্রীকৃষ্ণ স্তবন—
"ভূপতি সমাজ। মুক্তিপথ নিত্যসত্যধর্মের শরণ!"
শ্রীকৃষ্ণ কহিলা—"রাজসূয় সাম্রাজ্যের পুণ্যপথ রেখা
জরাসন্ধ বধের সহিত লোকায়ত-পথ-অনুসারী-
ধর্মবৈর-শক্তির দাপট ক্ষান্ত নাহে কভু—জরাসন্ধ-
অদৃষ্টের সর্বনাশা তাপে পরিতপ্ত দুষ্কৃতের দল
ভবিষ্যতে প্রতিরোধি-বলে উদ্দাম-উল্লাস-আস্ফালনে
জাগিবে নিশ্চিত জানি আমি—শ্রেয়োপথ ধর্মের রক্ষণে
ঘোষণা ধর্মের জয়ে জয়—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরে বসি
সম্রাট আসনে বিধর্মীর নষ্টামি-বুদ্ধির অপহ্নবে
স্বধর্মের কৃতার্থতা লাভে অসক্ত অনভীষ্ট যাগ।
সেই মহাপাপের বিলয়ে বিশ্বভুবন-রূপের দিব্য-
প্রকাশে-বিকাশে চাই মহাভারত উত্থান—তাই
বীরাদর্শ উদ্ঘাটিত করি সত্যের প্রতিষ্ঠা-অভিষেক-
কামনায় ঘটনা সংঘাতে ছুটি চলি সম্মুখীন পথে!
জরাসন্ধ বধে শেষ নহে উন্মাদনা ধর্ম-বৈরতার—
জরাসন্ধ-অদৃষ্টের বশে স্বধর্মের বিদ্বেষীরা জানে—
নাহি দেখে পরিণতি ফল অপেক্ষিছে সম্মুখে ভীষণ
ধ্বংসশীল উল্কাশিখা যথা ঝলকিয়া প্রদীপ্ত আলোক
ফাটি পড়ে মহাশূন্যতায় তেমনি অধর্ম-অনুসারী
অমঙ্গল লক্ষ্যের সহিত আত্মধ্বংস করিছে বরণ।"
শ্রীকৃষ্ণ কহিলা পুনঃ হাসি—"ভূপতি সমাজ! অন্তরঙ্গ-
কৃষ্ণ-পাণ্ডবের মনস্কাম চাহে শুধু ধর্ম-প্রতিষ্ঠাকে—
ক্ষত্রিয়ের আত্মদ্রোহফলে লোকায়ত-দর্শন প্রভাবে
ভ্রান্তি-স্মৃতি বিস্মরণ ঘটে—পরিণামে পিশাচী-ভাবের
উৎকট-মদান্ধ-চেতনায় ঊর্ধ্বশির তুলে মূঢ়গণ—
সূর্যরশ্মি সমুজ্জ্বল পর্বতশৃঙ্গে ইন্দ্রধনুরচে যথা
তেমনি ভোগের আকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ আবর্তে ফেলিল
মোহের বিভ্রম মায়াজালে নীতিপথ উল্লঙ্ঘনে আনে
চরম উৎসাহ—পর্বতের নিম্নস্তরে গিরি-গহ্বরের
দারুণ সংকট ভয়ংকর নাহি দেখ করিছে বিরাজ—
ভ্রষ্টপথ পরিণামে আনে নিদারুণ নির্মম বিনাশ।
অধর্মের পরিণতি যথা বৃন্ত হতে পক্কফল ঝরে—
কাঁচা মৃৎপাত্র গলে জলে—সুখ চিত্রাবলম্বন উদয়ে

বৃষ্টি যথা নিবারিত করে তেমনি ধর্মের প্রকটন—
পাণ্ডবের নীতি কল্যাণের সৌহার্দ্যের সম্পর্কে মধুর-
আত্মপক্ষে মৈত্রীর বিধানে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত কর—
ধর্মীয়ের-অহঙ্কারীপণে যথাদত্ত যথাকালে দানে
যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর শক্তিকে পৌরুষে-গৌরবে অবহেলি
সকল অশুভরাশি নাশি সূর্যজ্যোতি যথা প্রভাকর
প্রতিষ্ঠা-কীর্তিতে—নহে হিংসা নহে লোভ পররাজ্যে কভু
ধর্মরাজ্যে রাজনীতিসার সর্বলোক-হিত-সমাচারে—
রাজসূয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠাকে মহাভারত-জীবনে চাহে
যেখানে ধর্মের অধিক্রম পাণ্ডবের সেথা অভিযান !"
রাজন্যবৃন্দকে সম্বোধিয়া শান্তস্বরে অর্জুন কহিলা—
অধর্মের উল্লম্ফ উদ্ভাস প্লাবিত গতিপথে
পাপকর্ম সন্তাপ সহিত জরাসন্ধ আজো জাগি আছে—
দুষ্টমতি সমুদ্দীপ্ত করে অসম্পূর্ণ সেই পঞ্চাচার
মুঢ়বুদ্ধি বিস্তারিয়া সুখে। রাজন্যসমাজ ! নিবেদনি
মহাভারতের ভবিষ্যৎ উদ্ধার-বীজের মর্মরূপ
কর্তব্যের আহ্বান সহিত—রাজসূয় ধর্মের উত্থানে
পূর্বকৃতি দূরে নয় নয় ! রাজন্যসমাজ ! সহায়তা
সহিত এবার পাণ্ডবের ধর্মযজ্ঞে হোক সমাগম
মহাভারত-শক্তির ঐক্যে মৈত্রীবদ্ধ ক্ষত্রিয়-জীবন—
হিংসাদ্বেষ বিবর্জিত সুখে নিত্যশান্তিনিকেতনে জাগি
স্বধর্মের কৃতকৃত্যাচারে যজ্ঞফলে পাপপুরুষের
উৎসর্গ সহিত সুপ্রতিষ্ঠা-উজ্জীবন ধর্মের মীমাংসায় !
ভূপতিসমাজ ! যদি যথা সূর্যদয়ে নিয়ত বিলয়ে
তেমনি পাপের উৎসাদনে পাপীগণে যথা দণ্ড দানে
হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদান। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বুকে
সকলের মিলনপ্রত্যাশা—স্বধর্মসাধনে যজ্ঞেশ্বর
শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং হোতা-হোত্রী সর্বলোক হিতসাধনায়।"
রাজন্যবর্গের বিস্ময়ের সীমানাকে সুবিস্তৃত করি
শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডব-রাজনীতি সত্য করে ধর্ম-সাম্রাজ্যের
পররাজ্যে-লোভহীন মতি—অধিষ্ঠিত রাজ-সিংহাসনে
সেইক্ষণে উত্তরিলা সেথা রাজমুকুট-উজ্জ্বল শিরে
জরাসন্ধ পুত্র সহদেব—প্রণমিয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাণ্ডবে
জরাসন্ধ আত্মজ জ্ঞাপনে রাজন্যসমাজে নিবেদন—
"সর্বের-ভাব-প্রসমনি মৈত্রীপথ বিবর্ধিত হোক
ধর্মসাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তী-স্বধর্মের রক্ষণে বর্ধনে—
রাজসূয় যজ্ঞের সংকল্প পররাজ্য গ্রাস নহে কভু—
এ-যজ্ঞসাধনে সুমন্ত্রণা দেখি তাই ধর্মের রক্ষণে
অভিপ্রায় কার্যান্বিত করে ! ভূপতিসমাজ ! কর্তব্যের
নবীন আহ্বানে বীরদাপে চতুরঙ্গিণী-সৈন্যের সাথে
ধর্মরাজ-সংকল্প সাধনে ঐক্যবদ্ধ হোক অভিযান
জয়শঙ্খ সিংহনাদ জাগি বৈরশক্তি করুক লজ্জন
শুভ মহাযজ্ঞ সম্পাদনে পুণ্যকার্য অনুষ্ঠিত হোক
ধর্মসৃষ্টি বিস্তারিত হোক সর্বলোক-হিতের কারণে।"
বিস্ময়ে দেখিছে জরাসন্ধ-আত্মজ এখন রাজপথে
অধিষ্ঠিত সুখী—পররাজ্যগ্রহণের বিড়ম্বনা থেকে
অবিমুক্ত পাণ্ডব-গৌরব উদ্ভাসিছে ধর্ম-অভিপ্রায়।
সহদেব বশ্যতা স্বীকারে সার্বভৌম-পাণ্ডবাধিকারে
জগতের খুঁজিয়া কল্যাণ—জরাসন্ধ-আত্মজ কহিলা—
"পাগলিনী তাপসীযোগিনী আমারে দেখালো যুক্তিপথ
শ্রীকৃষ্ণ শরণে—যেমদুষ্ট-চেতনার মূঢ়মোহজালে
বন্দী থাকি দম্ভের শৃঙ্খলে নাহি জানি আমি পঞ্চাচারে—
সত্য জানি শাশ্বত ধর্মকে মানুষের চিরশান্তিভূমি !
রাজন্যসমাজ ! মানবিক ক্ষমতা বিলাস দীপ্তিহীন—
ধর্মচ্যুত পথে যদি তাহা অভিযানে আত্ম-অভিযানে—
পাগলিনী-তাপসী-যোগিনী শুনাইলা নীতি-সংকীর্তন
পাপহেতু পাপের প্রতাপে অকল্যাণ পুঞ্জীভূতরূপে
সংকট-আবর্ত সৃষ্টি করে—নীতিহীন দুষ্টতের তাপে
দগ্ধ হয়ে আত্মার মঙ্গল-বীজ সর্বনাশ ব্যাপ্ত করে
জীবনে সমাজে—পাপকর্ম চিরকাল সংঘর্ষ বিহীন
ভোগপথে অধর্ম-মোহিত-স্বেচ্ছাচারী জান্তব-উল্লাসে
নিয়ে চলে নরকের পানে। ভূপতি সকল ! স্বাধীন সত্তায়
আত্মবিকাশের অধিকারে কৃষ্ণনীতি রূপায়িত করে
ধর্মসাম্রাজ্যের বিরাট স্বরূপ—বশ্যতা স্বীকারে সত্য দেখি
আত্ম-স্বাধীনতা স্বধর্মের বৃদ্ধিশীল বিকাশ সহিত
সাম্রাজ্যের কল্যাণের ব্রতে—স্বরাষ্ট্রের স্বাধীন সত্তায়
পরিপূর্ণ প্রাণে ধর্মরাজ-দাক্ষিণ্যের শরণ লইলাম—
লোকহিতে রাজধর্মাচার সত্য করে ধর্মের বিধান।

ভূপতিসমাজ ! পাগলিনী যোগিনী-তাপসী অমর্ত্যের
মাহাত্ম্যে শুনালো রজনীর দীপশিখা জ্বলে চন্দ্রোদয়ে—
প্রভাতের প্রদীপ্ত ভাস্বর আর ধর্ম ত্রিভুবন ভরি
সনাতন সত্যের প্রজ্ঞায় আলোজ্জ্বল মহিমা প্রচারে—
একমাত্র ধর্মপথ পথ—ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই !"
কিছুকাল মুগ্ধদৃষ্টি চাহি শ্রীকৃষ্ণের পানে পুনঃ কহে—
"মানবের নব-অভ্যুদয় দেবত্বের পানে—মানুষের
দৃষ্টির সাক্ষাতে নারায়ণ অবতীর্ণ মনুষ্যশরীরে
চাহি নিত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা ক্ষয়হীন সত্যের স্বরূপে !
মহাভারতের দিক হতে দিগন্তরে জাগে ধর্মহীন
উদ্দাম তাণ্ডব—নিপীড়ন-দুঃখ থেকে মুক্তি-সাধনায়
ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন আলোক ! সকলের মুক্তির আনন্দ
শ্রীকৃষ্ণশরণে পরিতৃপ্ত এ-জীবন করি নিবেদন
সর্বলোক-মৈত্রী সাধনায় ।

১ম রাজা ॥ গিরিব্রজ কারাগারে এল
মুক্তির আলোক—কালচক্র ধর্মের নিয়ম-গতিপথে
নিয়ত ঘুরিছে.—অন্ধকারে লুপ্ত করি তাইত প্রভাত
মুক্তির প্রভাত অকস্মাৎ দীপ্ত হলো ধর্ম রক্ষা করি
জীবনের আশা-সঞ্জীবনে—

২য় রাজা ॥ ধর্মরাজ দুষ্টের দমনে
আলোকিত নতুন সংসারে সুকল্যাণ-মুক্তি-সঙ্ঘে
পাঠালেন ভীম ও অর্জুনে মুখ্য করি নরনারায়ণে
পতিতপাবনে ! জরাসন্ধ নির্মম-নির্দয় বন্দী করে
ক্ষত্রশক্তি—করে নির্যাতন রূঢ় অবিচারে—অশ্রুজলে
শান্তির তরণী ভাসি এল ঘোর নিরাশায় !

৩য় রাজা ॥ জীবনের
মর্মভেদি ব্যথা-দীর্ঘশ্বাসে নিত্য সকরুণ যন্ত্রণায়
অশ্রুজল ঝরে । সব ব্যথা সব অশ্রু কি আনন্দ বোধে
ভাসি গেল আজ ! জরাসন্ধ রাজ্যভোগ নিয়ে শুধু নয়—
ছুটেছে দুর্বার সমাজের জীবনের ঘোর বিড়ম্বনা
অধর্মের ক্রূর অহংকারে দুর্বার আক্রোশে ! ধর্ম কোথা—
রাজধর্মবোধ কোথা ছিল—শুধু ছিল ধর্ম-অভিমান—
প্রতিহিংসানলে জ্বলে গেল—হল ভস্মসার । তপ্তবুকে
সুখময় শান্তির নিঃশ্বাসে উল্লাসে পুলকে দেহ-মনে
কি আনন্দ আজ ! মুক্ত মোরা যজ্ঞ-বলি থেকে—মুক্তি পেয়ে
ছুটি চলি স্বাধীন জীবনে আত্ম-বিকাশের সুখে ! জাগে
ইন্দ্রপ্রস্থে আশার নবীন—সুদৃষ্টি মুক্ত করি দেখি
কারাগারে মহাজীবনের স্পর্শে জাগে মহাপ্রাণ—
ভয়হীন বোধ !

৪র্থ রাজা ॥ ক্ষত্রিয়-উদ্ধারে চিরস্থায়ী ক্ষত্রিয়-সমাজ—
শ্রীকৃষ্ণের পদে মতি রাখি—মহাপাপ-মুক্তির পতনে
মুক্ত ধর্মপথ—সেই পথে চাহি নব জীবন-উদয়ে
নিত্যশান্তিময় ধর্মরাজ সাম্রাজ্যের বুকে সুখে চাই
জীবন-বিকাশ ! সর্বকর্ম আমৃত্যু-জীবন বাসুদেব-
ইচ্ছার পূর্ততা-অনুষ্ঠানে পাপধর্মে রত-পাপাচারী-
দুষ্কৃতের প্রতাপ বিনাশে প্রতিষ্ঠিতে ধর্মের শাসন
বীরবলে সম্মুখ সমরে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুরে বিদলি
কবির উত্থান বীররস-আস্বাদন-সুখে বিজয়শ্রী
নিয়ত বর্ধনে !

১ম রাজা ॥ রাজসূয় যজ্ঞ-অধিকারী ধর্মরাজ
সম্রাটের ইচ্ছা অনুসারে সতত সেবিব ধর্মে থাকি
সাধ্য অনুসারে ! অন্তর্দৃষ্টি বিমুক্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত
দেখি পাগলিনী-তাপসীর দৃষ্টির আলোকে—সেইশ্রুতি
"সে এসেছে জগৎ উদ্ধারে দীননাথ দীনের শরণ
দীনবন্ধু দীনজনপ্রাণ দীনেশের ভাস্বর-রশ্মির
কোটিধারা-তরঙ্গিনীগতি প্রবাহি ভাসায়ে অন্ধকার—
কারাগার মুক্তিতীর্থ তাই কৃষ্ণলীলা-মাহাত্ম্যে সুন্দর
সাধুর সম্পদ-বৃদ্ধিমূল নিত্যধর্মসত্য-সনাতন
মোহান্ধের কালান্তক রূপে লোকরক্ষা লোকশান্তিময়
কর্ম অনুষ্ঠানে !

অর্জুন ॥ রাজাগণ ! গিরিব্রজ-দুর্গ করি জয়
ইন্দ্রপ্রস্থে ধর্মের বিজয় ঘোষিত হয়নি শুধু—দেখি
ভারত-সাম্রাজ্য প্রবর্তন—রাজা-প্রজা-সম্রাটের মন
একটি জীবনে মূর্ত করে সত্য শুধু শ্রীমধুসূদন !

ইতি রাজসূয় মহাকাব্যে প্রকটন নামীয় তৃতীয় সর্গ ॥

চতুর্থ সর্গ

হিমগিরি পত্নী চেয়ে দেখে গ্রাম-সুন্দরী-প্রতিমা সৌম্য
সম্মুখে ভাবর-প্রভাকাশে আলোকিয়া সকল চেতনা
অন্তরের নিভৃতে জাগরণে—গ্রামকন্যা কহিতে লাগিলা
"মাতা! ভারতবর্ষের মূর্তি করেছি নির্মাণ—চেয়ে দেখ
মূর্তি প্রাচ্য-উদিচ্য-পাশ্চাত্য-দাক্ষিণাত্য পরিব্যাপ্ত রূপে
আত্ম-অঙ্গে করেছে ধারণ অগণন তীর্থে দিকে-দিকে
ধর্মসত্তা প্রদীপ্ত সুন্দর আত্মানন্দ বিতরিছে সদা।
সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গমে নদী তীরে-তীরে—গিরিবুকে
বুকে-সরোবরে তীর্থরাজি ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি-
মন্দাকিনীধারা—জীবনের চেতনার বজ্রজ্যোতিস্রোতে
মন্ত্রপাঠে জাগে! দেখ মাতা! বিরাট প্রকাশ প্রতিমার—
বিপুল দক্ষিণ—সুমহান্ বিস্তৃত উত্তরাপথ—পূর্ব
অনন্তের কোলে পশ্চিমের রমনীয় দিকচক্রবাল—
এই মূর্তি সতীদেহ রূপ একান্নপীঠের খণ্ডরূপে
অখণ্ডের সাক্ষাৎ প্রকাশ—ত্রিগুণে শাশ্বতী-চিন্ময়ীর
দিব্য-অঙ্গ-আত্মার চেতনা!

সুবর্ণা। কন্যা! আশ্চর্য সুন্দর মূর্তি—
একান্ন পীঠের সত্তা-অঙ্গ এ মূর্তিতে দেখি রূপময়
দিব্যরস সুখে—

কন্যা। শুধু মাত্র রূপ নহে—রসময়রূপে
ভারতবর্ষের প্রাণমূর্তি বিশ্বরূপ প্রকটন করে
অজ্ঞেয় আত্মার আলোকে অনির্বাণ। খণ্ড-ছিন্ন-ভেদে
বিক্ষিপ্ত অঙ্গের বজ্রপুত মূর্তির অদ্বৈত-অধিষ্ঠানে
চির-প্রাণময়—সঞ্জীবিত সেই প্রাণরসে বেদধর্ম-
শাসিত ভারতবর্ষ।

সুবর্ণা। কন্যা! ভারততীর্থের পরিক্রমা
করিতে অন্তরে বড় সাধ—বুকে সদা তীব্র অনুভব
তীর্থপথে ভারতবর্ষের প্রাণরস করি আস্বাদন।
অন্তরে দারুণ ব্যথাজ্বালা রাজপুরী শুভ্রতায় ঢাকা
আলো দীপ্তিহীন। ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় বুক কাঁপে সদা
শুনি যবে বিনামেঘে বজ্রধ্বনি—পর্বতের কর্কশ চিৎকার—
করে গৃধ্র-গোমায়ু-বায়স অমঙ্গল সূচক বিকট-
হৌরাব্বা—সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ভবিষ্যৎ অমঙ্গল ছায়া
দৃষ্টিকে আকুলি তুলে। কন্যা! দিগ্‌দাহ দৃষ্টিকে ঘিরিয়া
সর্বব্যাপ্ত অশুভ প্রকাশে—প্রাণ উঠে ছটফট করি।
কন্যা! ছায়া ভীষণ শঙ্কার! ভবিষ্যৎ ছায়া নামি আসে
অবচেতন মনের অনুভূতি চেতনা সংসারে!
শুনিয়াছি লোকমুখে প্রতি মহারাজ-জন্মের সময়ে
ঘটে অনৈসর্গিক ঘটনা—তাই ভয় আকুল হৃদয়ে
অস্থিরতা আনে—যদি তীর্থ-পরিক্রমা ফলে পুণ্য লভি
সেই পুণ্যফলে খুঁজি দৈব অথবা লৌকিক কোপশান্তি
সর্বনাশ অকল্যাণ যত মহারাজ কল্যাণ কারণে!

কন্যা! শুধু শুনি আশঙ্কায়!

কন্যা। মাতা! দর্পিত পাপাত্মাগণ
মন্দবুদ্ধি-আশ্রিত হৃদয়ে ধর্মে করে কলঙ্ক লেপন—
শান্তিকে পীড়িত করি চলে পাপ-পরতন্ত্র অকল্যাণে
প্রভুত্ব বিক্রম-সর্ববোধে আস্ফালন করি—নীতিহীন
দুরাচারে নিষ্পিষ্ট হয়—মিথ্যাগর্ভ দুষ্কর্ম নাশিতে
ধর্মদণ্ড বিনাশ সাধক সেইক্ষণে—

সুবর্ণা। জানি—কন্যা জানি
ধর্মদণ্ড উদ্যত সদাই—ক্ষাত্রশৌর্যে তর্জন-গর্জন
দেখে শুধু ভীতি মনে জাগে কৃষ্ণের বিদ্বেষী মহারাজ
সাত্বতগণের অপকারে লোকায়ত-বৃদ্ধির প্রত্যয়ে
সদা ব্রতশীল। যজ্ঞযজ্ঞ-অশ্বমেধাদিগণ সময়ে
বিরোৎপাদন কামনায় পবিত্র যজ্ঞাগ্নি হরি নিয়া
বৈরবীজ করিলা বপন! কৃষ্ণ যবে দ্বারকায় নাই—

অগ্নিদাহে ধাতুকা আলোয়ে কৃষ্ণক্রোধ করিলা বর্ষন—
বিশাল রাজন্য কন্যা ভদ্রা—স্বীয় মাতুল কন্যাকে হরি
কৃষ্ণরোষ-বহ্নিতে ইন্ধনে দারুণ উল্লাসে—কৃষ্ণদ্বৈপ-
মহারাজ—কৃষ্ণ-শত্রুতায় নিমগ্ন অন্তর পরিধামে
উদ্দীপিয়া দ্বেষ-অগ্নিশিখা দিকে-দিকে আনে অকল্যাণ—
ঘনাদিত ঘোর ঘনঘটা প্রলয়-পয়োধি আন্দোলনে
গম্ভীর গর্জনে সমুদায় ভয়ঙ্কর শুনি! তরুণগণ
পরস্পর সংসৃষ্ট সংঘাতে আলোড়ন সুবিস্তৃত করে—
সমুদ্ভূত হুতাশন শিখা গ্রসি দাহ করে অকস্মাৎ
রাজপুরী—ধূমাগ্নি সহিত নিরন্তর অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের
জ্বালা বহে নিঃশ্বাসের বায়ু—আমি জ্বলে যাই—

কন্যা। বুঝিয়াছি—
গর্জিত ভীষণ-নাদে বজ্রঘণ্টা বাজি কেন উঠে—সপর্বতা-
সদ্বীপাসাগর-বসুন্ধরা কেন কাঁপি উঠে—রুধিরাক্ত-
কলেবরে শিবাদল ছুটে ঘোরতরনাদে! চক্রপাণি
স্বীয় সুদর্শন হাতে করি মূর্তিমান ধর্মের স্বরূপে—
দেখ—দেখ চেয়ে দেখ মাতা অখণ্ডভারত-প্রতিষ্ঠায়
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু—দ্বারাকায় কৃষ্ণরূপে
দিব্য অস্ত্রোদয়ে—সর্বংসহা পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল!
তাই মাতা ক্ষমাপ্রদর্শনে মহারাজ শিশুপালে শুনি
প্রতিশ্রুত শত-অপরাধ ক্ষমা করি—ক্ষমাযজ্ঞব্রত-
উদ্‌যাপনে নিত্যকৃষ্ণসুখ। শুনি সত্যপরায়ণ কৃষ্ণ
ক্ষমাগুণে সত্যযজ্ঞ জানি ক্রোধ করে সন্তরণ সদা
বেদবেত্তা যজ্ঞবেত্তাজ্ঞানে—মহারাজ শিশুপাল দম্ভ-
তাড়িত মার্জিত পরিহৃত আজো নহে ক্ষমার কারণে!
অন্ধবুদ্ধি ভয়ঙ্করী তাই লোকাচার-ধর্মের মুখোসে
চলে দেখি নানা অভিনয়—শতদোষ পূর্ণ যদি হয়
জানি—জানি সঙ্কট ভীষণ!

সুধর্মা। (স্বগতঃ) ঠিক—ঠিক সেই স্বপ্ন স্মৃতি
কন্যার বচনে ভাসি উঠে অন্তরের নিভৃত প্রদেশে—
মহাবল পরাক্রান্ত-পাপ দেখি যেন পাপ-অন্ধকারে
উচ্ছিখ—ধ্বজাসুর নামে আকাশ-মণ্ডলে ঘনতাড়ি-
সুদর্শন চক্র ছুটে আসে (প্রকাশ্যে) না—না কন্যা বল অন্য কথা
পাপীর অন্তরে নারায়ণ সদ্‌বুদ্ধির করুন বিস্তার—
আনি রূপান্তরিত জীবনে পাপভয়—ঈশ্বর-বিশ্বাস—
ধ্বংস করি মোহ-অন্ধকার দিক্‌নির্ণয় দৃষ্টির-শক্তি
অন্তরজনে করুন প্রদান—রূপান্তরিত জীবন—

কন্যা। মাতা!
রূপান্তরিত জীবনলাভে প্রয়োজন আত্মসমর্পন—
হিংসা-বিষে যে সর্প জ্বলিছে শান্তি পুঁজে দংশনে কেবল—
পাপীজন পাপ বৃদ্ধি করে সংসারে তাড়িত চেতনায়
প্রজ্বলিত হুতাশনে-বিষে কৃষ্ণভয়ঙ্কর! এ-সংসারে
অধর্মের প্রাদুর্ভাব হেতু হিংসাদ্বেষ—হিংসাদ্বেষ ফলে
অধর্মবর্দ্ধিত—হীনমতি ভাবে ধর্ম অতিক্রম করি
শ্রেয় লাভ করিবে মিথ্যায়! পৃথ্বী ধর্মে প্রতিষ্ঠিত জানি—
ধর্মরক্ষা হেতু দেহবন্ধ ধরে বিষ্ণু—কৃষ্ণ অবতারি
অঘটন রহস্য ঘটনে!

সুধর্মা। আশ্চর্য কৃষ্ণের লীলাকথা—
কন্যা! সত্য করি বল্ মোরে এত কথা এত তত্ত্বজ্ঞান
কোথা থেকে জেনেছিস তুই—কোথা থেকে পেলি তত্ত্বসার
ধর্মের রহস্যে সুবিরাট!

কন্যা। মাতা! কৃষ্ণের স্মরণে স্মৃতি
বিশাল সিন্ধুর রূপে দেখি অবারিত কৃষ্ণ-করুণায়—
সূর্যের মতন স্বপ্রকাশ সত্য নিত্য সত্তাজ্যোতির্ময়—
অন্তরের গভীরেতে আমি শুনি সব কথা—চোখে দেখি
সুদূর অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ প্রতিভাত ছায়া—
দেখি দ্বারাবতী-গিরিদুর্গে কংসকেশি-নিসূদন কৃষ্ণ-
মধুসূদন স্বরূপে নিত্য—দিব্যদৃষ্টি জ্বলে অধর্ম বিনাশে—
আর—আর চেয়ে দেখ মাতা ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠায়
কৃষ্ণলীলা বিকশিত দেখ—খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত-শরীরে
কাঁদে—তীর্থে-তীর্থে সতী কাঁদে—কৃষ্ণ তাই সতীর শরীর
অখণ্ড মূর্তিকে রূপ দিতে—চেয়ে দেখ—ইন্দ্রপ্রস্থে ওই
ধর্মসাম্রাজ্যের প্রাণবীজ-কারণ প্রোথিত—মৈত্রীব্রতে
মহাভারতের প্রাণধারা ইন্দ্রপ্রস্থে রস সঞ্চারিছে—
রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেতনায় রাজ্যে-রাজ্যে কেন্দ্রীয় শাসন
প্রাণ উজ্জীবনে—ধর্মগতঐক্যের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায়
সর্ববর্ণমতসমন্বয়ে বিরচিতে শাশ্বত ভারত
ধর্মাশ্রয়ে মর্ত্যে স্বর্গভূমি।

সুবর্মা। ধর্মে শান্তি ধর্মে নিত্য সুখ!
কন্যা—বল—বল শুধু বল কোথায় অমৃত? শ্রেয়ের মুক্তিপথ লুকায়ে কোথায়? আমার অন্তরে তীব্র জ্বালা—কোথা বল আছে শান্তিঘন জুড়াতে জীবন? দিকে-দিকে শুনি শুধু ধ্বনি আন্দোলিত ছিক্কি-ভিক্কি-ঘাতয়-ঘাতয়-পাতয়-মারয় অবিরাম—সমুত্থিত অগ্নির তরঙ্গে আমি জ্বলি পুড়ে ছাই ছাই!

কন্যা। আমারও জ্বালা এই বুকে—আমি তাই অমৃত-শীতল কৃষ্ণনাম জপি—কৃষ্ণনাম-অমৃত আনন্দে জীবনের সর্বদুঃখ খুঁজি নির্বাপন আত্মরূপ শীতল শান্তিতে—

সুবর্মা। সেই শান্তি সুশীতল সুখ আমি চাই নাহি আমি পাই—দুঃখের দাহনে জ্বলি-জ্বলি ওই ছোট বুকে পৃথিবীর সকল দুঃখের সমুদ্রের তরঙ্গের চলে আন্দোলন—বল—কন্যা বল শুধু মোরে কেন তোর চোখে এত জল কেন তোর বুকে এত জ্বালা বাড়ব-অনল জ্বলে নিশিদিন—

কন্যা। শান্তি চাই তাই আমি কাঁদি—জন্মলগ্নে বন্দিনীমাতার—অধর্মের গ্লানি অত্যাচারে অগ্নিদগ্ধা মাতৃ-জীবনের সকল সন্তাপ এই বুকে—মরমের পরতে-পরতে দুর্বিসহ সে জ্বালা দীপন কালোছায়া অঙ্কিল সংসারে—আমি তার জ্বালায় জ্বলিয়া চলিয়াছি ছুটি—দুঃখার্ণবে ক্ষুদ্র-এক জীবনের তরী—দূরে আরো দূরে—ছুটি চলি কূলের সন্ধানে। কিবা ফল আছে মাতা সেই সব জেনে—শুধু তুমি জেনে রেখ আমি চলিয়াছি মায়ের সন্ধানে—মায়ের সন্তাপ অবসানে। চেয়ে দেখ মাতা—ভারতের প্রতিমায় আমার মায়ের দগ্ধ অঙ্গ ছিন্ন-খণ্ড-অঙ্গ দিকে-দিকে জড়বস্তু সব বিচ্ছিন্ন প্রকাশে—হিংস্রজন্তু সেই সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রক্তরস নিঙাড়ি-নিঙাড়ি করে আস্বাদন। হিংসাবিষে উদ্দীপ্তরোষের হুতাশনে দিকে-দিকে চলে কাড়াকাড়ি সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লোভে—মাতা—আমি অখণ্ড মাতার মূর্তি দেখি—ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধসাম্রাজ্য শাসনে—সেই মূর্তি চেয়ে দেখ মাতা সম্মুখে তোমার—

সুবর্মা। ভারতের মৃন্ময়ী-মূর্তিতে কন্যা তাই আপন মায়েরে দেখেছিস—আশ্চর্য একথা—যত ভাবি তোর প্রতিকথা—প্রতিভাষ মনে হয় অনাদ্যন্ত-ব্যাপ্ত-রহস্য বিশাল পৃথিবীর একখানি দর্পণের বুকে ছায়া ফেলি চলেছিস তুই অন্তহীন রহস্যে গভীর!

কন্যা। মাতা! খণ্ড-খণ্ড রাজ্যপুঞ্জে আমার মায়ের অঙ্গ খণ্ড-ছিন্ন আসুরিক খড়্গাঘাতে—বিক্ষিপ্ত শরীর মাতৃ-আত্মা ঈশ্বরু-দর্শনা পাগলিনী সম ফিরে হাহাকারি! দুর্বিপাকে বাতাসেতে শুনি রোষদীপ্ত-সিংহনাদী ঘোর হিংসাবাদী-প্রমত্ত উল্লাস শক্তিমদে স্বার্থলোভে ছুটে মাতোয়ারা—মাতৃ-অঙ্গে অস্ত্রের প্রহারে করে খান খান—মাতা মোর বলে আসে বর্ম-সুরক্ষিত পাপের বিনাশে। জরাসন্ধ-অনুসারী অস্ত্রের মোহেতে অনাত্মকে অতিক্রম করে—ক্ষণায়ু ভাবিছে চির-আয়ু—মিথ্যা সাময়িক—সমুদ্রের ফেনার মতন ক্ষণস্থায়ী। সত্য জয়ী—মিথ্যা লীন হয় সত্যের আলোকে—সত্য তাই চিরন্তন—অক্ষয় অব্যয়! জানি অখণ্ড ভারতবর্ষ—মাতৃ-অঙ্গে তাই বিচ্ছিন্নতা সাময়িক—ধর্ম-সাম্রাজ্যের দিন দূরে নয়—ইন্দ্রপ্রস্থে চেয়ে দেখ ভারতবর্ষের শ্রীমূর্তিতে দীপ্যমান লোভে এককেন্দ্রিক মন্থিরে কৃষ্ণ-পদতলে রাষ্ট্রপুঞ্জ যত বিশাল সমুদ্রে যথা মিশে অনন্ত নদীর ভিন্নধারা—কৃষ্ণ হস্তে ছাড় সুদর্শন!"

কৃষ্ণকথা আলাপন-ধ্বনি শিশুপাল কর্ণে প্রবেশিল—কুসুম-সুরভি-বায়ু যথা বনভূমি আহ্লাদিত করে কৃষ্ণ-কথা-সংকীর্তনে জাগে ধ্বনিময় সঙ্গীতের সুরে ব্যঞ্জনা ব্যাপ্তির—মহারাজ শিশুপাল দূর হতে শুনি কৃষ্ণকথা-আলাপন-ধ্বনি গভীর মর্মের চেতনায় ছায়াময় উদ্ভাসিত দেখে কৃষ্ণের জীবন-স্মৃতিছবি—মুরলীবদন সেই গোপ-রমণী-হৃদয়-সুরঞ্জন চিরকাল প্রেমজ্বালা-পরিতাপে জাগে হিয়া-ধগধগি পরাণ পোড়ানি চাতুরীতে কেলিকুঞ্জে বিচিত্র-লীলায় আহ্লাদ মাতাল—আত্মসুখতৎপর চতুর মথুরার থেকে বৃন্দাবনে যুগল-মিলনে পুরুষ-প্রকৃতি-স্বরূপের

পর্বে-পর্বে মিলন মহিমা কভু তারপর বিরহ-বিকারে
পরমপুরুষ পরতত্ত্ব-পারঙ্গম গোপিনী কাঁদায় !
পরিশেষে পলায়ন পালা—দ্বারকা-লীলার নটবর
অভিনব অবতারী-ভাবে ধরে রূপ ধর্ম-প্রবর্তক
দুষ্কৃতির বিনাশ সাধনে সাধুগণে শান্তিস্বর্গলোকে
সমুত্তীর্ণ করার তাগিদে—সেই ব্রজ-রাখালের ভাবে
বিহ্বল সংসার শুনে শুধু কৃষ্ণলীলা-সংকীর্তন-ধ্বনি
সমুদ্বেল কৃষ্ণ-নীলিমার-সপ্তস্বরগ্রামে—গুণাতীত
বিশ্বম্ভর কৃষ্ণ-প্রকাশিছে অপার মহিমা স্বপ্রকাশ
চরিত-অমৃতে—কৃষ্ণমূর্তি স্বগুণে উজ্জ্বল নীলমণি !
বাতাসে-বাতাসে আন্দোলিছে মহারাণী শ্যামা-কিশোরীর
বাক্যালাপ—কৃষ্ণনাম গান ! সত্য ঘটে আশ্চর্য-জীবনে
কৃষ্ণ-কথা রহস্য গভীর—বিচার-বুদ্ধিকে ভেদ করি
অলৌকিক-কথাকাহিনীর ভাবরসে বিহ্বলে অন্তর—
কৃষ্ণের মাহাত্ম্য কতরূপে—কালীদহে বিষজলপানে
ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায়ে বংশীধ্বনি সহিত শাসনে বিষধরে
কালিয়ের শক্তি পরাভবি—গোবর্ধন করিয়া ধারণ
রক্ষা করে অনর্থের থেকে বৃন্দাবন—এহো বাহ্য
দ্বারকার অধীশ্বর এবে পাণ্ডব সহিত পাপ-নির্মূলনে
চক্রহস্তে বীরদাপে ছুটে রাজসূয় যজ্ঞে-আয়োজনে
পাণ্ডবের সাম্রাজ্য স্থাপনে—লৌকিক সহিত অলৌকিক-
অধ্যাত্ম-বিদ্যার কল্পতরু বেদশাস্ত্র-ব্যবসায়ীরূপে
ছিন্ন করি লৌকিক বন্ধন চাহে পারলৌকিক-প্রজ্ঞাকে
নরোত্তম স্বরূপ সংজ্ঞায়—লোকশ্রুতি প্রচারণা করে
কৃষ্ণরতি আধ্যাত্মিকতার হ্লাদিনীর আহ্লাদিনী ভূমা—
কৃষ্ণনামে স্ফুরিত রসের উদ্দীপনা-উন্মাদনা আনে !
শিশুপাল শুনিছে বাতাসে শ্যামা-কিশোরী-কন্যার কণ্ঠে
কৃষ্ণলীলা-মাহাত্ম্যের তত্ত্বভাষ্য সমুচ্চার মোহজাল
করিছে বিস্তার—মহারাণী মুগ্ধমুখে শুনে চমৎকার
স্বপ্নময় দৃষ্টির আলোকে অবাস্তবে সত্য বলি মানি।
শিশুপাল অন্তরে বিচারি অগ্রসরি রাণী-মহলের
দ্বারপথে দেখিছে প্রতিমা নির্মিত জৌলুষে—প্রতিমার
বক্ষোপরে শোভে কৃষ্ণমূর্তি হস্তে দীপ্ত চক্রসুদর্শন।
শিশুপাল করিছে স্মরণ অন্তরের আদ্যের আলায়
প্রজ্বলিয়া উঠি—এই কন্যা শ্যামলী-কিশোরী-ভিখারিণী
পুরীমধ্যে ভিক্ষার প্রবেশি মহারাণী-কল্পনার বনে
ধনবতী হলো অকস্মাৎ—কন্যার মতন মুপালিতা
মহারাণী-স্নেহের নির্ঝরে বিস্মরণি অতীতের স্মৃতি
কন্যার যাবৎ অধিকারে চেদিরাজ্যে রাজকুমারীর
মতন বিহারে—মুখে কৃষ্ণ ভাবে কৃষ্ণ রূপ অবিরাম !
শিশুপাল জেগেছে এবার—কৃষ্ণপূজা চেদিরাজ্যে নয়—
স্বপ্নভ্রম-দৃষ্টির আলোকে ভাব-তত্ত্ব-কৃষ্ণামৃত রস
প্রবাহিছে দুস্তর মায়ায় ! মহারাণী অন্তর গভীরে
পালিতা কন্যার অন্তরের কৃষ্ণ-অনুরাগে মূর্তি ধরে
কৃষ্ণের স্বরূপ—প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণ-চেতনায় পালিতার
বিমূঢ়বুদ্ধিতে কৃষ্ণরূপে দেখে নির্গুণের গুণময়
স্বরূপ প্রকট ! শিশুপাল জেগেছে এবার—গোপালের
মঙ্গলাচরণে শিশুপাল চলিবেনা পথ—শিশুপাল
জানে বাস্তবসত্যের সার গোপাল—গোপাল—কাক কভু
কোকিল না হয়—এই তথ্য শিশুপাল বস্তুসত্যে জানে !
উগ্র দর্পিত মূর্তিতে প্রবেশিলা প্রকোষ্ঠে রাণীর—
কন্যা বলিছে তখন "ন্যায়পথে কর্মগতি অমঙ্গল
পথ অনুসরে—দেববানে রমণীর সৌন্দর্য-দর্শনে
প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে রসময় ভাবনার সুখে—
সংসারে মধুর মাধুর্যের স্বভাব সহিত স্ফূর্ত করে
নিত্যমঙ্গলপ্রদায়ীরূপে জীবনের আনন্দ অমৃত—
কৃষ্ণ সেই দেববান পথে মানুষের চাহে পরিক্রমা।"
শিশুপাল রোষ-দৃষ্টি-জ্বালা বিস্তারি কহিলা—"কৃষ্ণ—কৃষ্ণ
চেদিরাজ্য কৃষ্ণনামাবলী বুকে করি জপে কৃষ্ণনাম—
প্রাতঃ-মধ্য-সন্ধ্যাকালে চালি কর্ণগহ্বরে কেবল নাম
শ্রুতিকে পীড়নি অবিরাম স্মৃতিভ্রংশ করার কৌশলে—
শিশুপাল জাগিয়াছে আজ সঙ্ঘের সীমার বাহিরেতে।
সহিবনা কৃষ্ণপূজা বাচালতা আর নামগুণগানে
মিথ্যাভিত্তি কাহিনীকথার আবর্জনা বস্তুসত্যহীন !
শিশুপাল জেগেছে এবার—বুঝিয়াছি কৃষ্ণের উদ্দেশ্য—
আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা খুঁজি—কৃষ্ণনাম কীর্তির প্রচার।
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় তাই কৃষ্ণচক্রে ষড়যন্ত্র চলে
রাজন্যবৃন্দের শক্তিহানি কৃষ্ণপদে আত্মসমর্পণে

উদ্দেশ্য কেবল রূপায়নে—তাই ভক্তি-কিরিবে তৎপর
স্বাধিকার-প্রমত্ত-ভাগবে যাচি খুঁজি—রাষ্ট্রীয় স্বৈরতা
পাণ্ডব-ভক্তিকে উদ্দীপিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা-উদ্দেশ্যে
মুক্ত অভিযান! ওকি মূর্তি—সবের কৃষ্ণমূর্তি দেখি
মহাভারতের ভৌগোলিক-অখণ্ডসত্তায় মহাভারতীয়-
জীবন-মূর্তির যজ্ঞোপরে কৃষ্ণতন্ত্র দিব্য মূর্তিমান!"
সম্মুখে দেখিলা শিশুপাল মহাভারতপ্রতিমা-বুকে
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজধানী শোভে—হিমালয় বক্ষে কৈলাসের
অপার সৌন্দর্যে নিত্যকাল যথা হাসে উমা-মহেশ্বর
তেমনি উল্লাসে ইন্দ্রপ্রস্থ—যজ্ঞোপরে কৃষ্ণমূর্তিমান।
রোষপরবশ-চেতনায় উদ্দীপিয়া শিশুপাল কহে
"অখণ্ড ভারতবর্ষমূর্তি—আর ইন্দ্রপ্রস্থ—
কল্পনা মহারাজ!
সবের অনেক-ভক্তির প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ পূজার
চক্ষের সম্মুখে মূর্তিমন্ত সুসংলগ্ন একটি সৃষ্টির
অপরূপ সৌন্দর্য-সম্ভব কল্পনা-যুক্তির সমাহারে
বাস্তবের রস-সৃষ্টি রূপ—মহাভারতবর্ষের রূপে
উদাত্ত সঙ্গীতে সমগ্রের মূলীভূত মাহাত্ম্যে প্রকট
ভৌগোলিক অস্তিত্বে বিশাল মানস সরস-ভাব-ভূমি-
আলোকিত রম্য-কৈলাসের দ্বিগুণতার খণ্ড-অস্তিত্বের
সংস্থিতির থেকে আসমুদ্র-মহেশ বিকৃত সত্তার
খণ্ড ব্যবধান অবলুপ্ত পরিব্যাপ্ত অসীম-জীবন—
এই দিব্যসমগ্রপ্রকাশ সমরস-সংহতি বিরাট
অবিজ্ঞিন্ন বৈচিত্র্যের রূপে অপরূপ ভাবৈকরসের
প্রাণশক্তি-সঞ্জীবনীধারা মন্দাকিনী উচ্ছল প্রবাহে
দূরত্বের অবসানে আনে নিত্যপরিপূর্ণতা অভেদে
প্রোজ্জ্বল কিরণরশ্মিজালে উদয়-পূর্বাশা যথা শোভে—
ভাব-মন্দাকিনীপুণ্যস্রোতঃস্পর্শে জড়ত্বের অভিশাপ-
বিমোচনে মহাভারতীয় প্রতিমা দর্শনলাভ ঘটে!
মহারাজ! ভারতবর্ষের অভ্যুদয় অখণ্ড আত্মার
উপলব্ধি-সঞ্জীবন-রসে যথার্থ সত্যের রূপে দেখি—
অসঙ্গতি বৈশাদৃশ্যনাশে দীপ্তিমন্ত ধর্মপরতায়
সুদর্শন জ্যোতিতে উল্লাসে সম্ভবিয়া নবপ্রবর্তন!
অখণ্ডতা ভারতবর্ষের প্রাণধর্ম চিরন্তন—তাই
উপলব্ধি লৌকিকভাবের অলৌকিক রস-উদ্বোধনে
সত্তাকে পুলকে ভৌমরূপ সুপ্রকট স্বদেশ-আত্মার
ভারতবর্ষের সর্বাত্মক অখণ্ড প্রকাশে—শ্রুতিময়
সঙ্গীতের সপ্তস্বরগ্রামে নিনাদিত বন্দনা-সঙ্গীতে
সত্য হয়ে উঠে বাস্তবের প্রত্যক্ষভূমিতে স্বর্গশান্তি-
কান্তিময়ী সুখ চমৎকার সম্মেলিত ভাবে-রসে-রূপে—
সেইক্ষণে অন্তরে দৃষ্টিকে বিস্তারিয়া দেখি চিরকাল
প্রতিকূল শক্তির সম্মুখে এই আত্মা ম্রিয়মানা নহে—
সত্যে দেখে নিত্যকাল তাই অবতার দুষ্কৃত বিনাশে
যুগে-যুগে আসে সত্য কবি ধর্মব্রত ভারত-জীবন।
মহারাজ! অখণ্ড প্রতিমা বহিরঙ্গ ভাবরসে গঠা—
অন্তর-ভক্তির-পাদপীঠে এ-বিগ্রহ অখণ্ড শরীরে
প্রাণরস-সঞ্জীবনীধারা প্রবাহিয়া জাগ্রত-ভূমায়—
এ মূর্তির মৃত্যুঞ্জয়ী রূপে অবতারী-লীলার অমৃতে
সত্য দেখি শাশ্বতী ভারতবর্ষ-ধর্মমূর্তি-চিরন্তনী
কাল থেকে কালান্তরে জাগে বিশ্বলোকে শান্তিতে কল্যাণে—
তাই নরদেবতার আবির্ভাবে অন্ন-প্রাণ-মন-সত্য-লোক-
কর্ম সহিত অমৃত-জ্ঞান বিবর্তনে সংক্রমিত হয়
দুষ্কৃতের পাপ-বিপর্যয়ে সন্তপ্ত সমাজে শ্রীকল্যাণ
ধর্ম-বিদ্রোহীর জয়চক্রা স্তব্ধ করি ধর্মের শাসনে
সর্বাত্মক মহাজ্যোতিরূপে মূর্তিমান শ্রীমধুসূদন—
সুদর্শনধারী কৃষ্ণ জয়!
শিশুপাল। শুধু কৃষ্ণ—শুধু কৃষ্ণ জয়—
কৃষ্ণকথা সংকীর্তন মূলে এই কল্পা প্রভাব বিস্তারে—
এতক্ষণ অবিচারীবোধে কৃষ্ণকথা-প্রলাপে মধুর—
এইবার চরম আদেশ এই কল্পা চেদিরাজ্যে আর
কৃষ্ণলীলাগাথা শুনাইতে সুরের লহরী-ধ্বনি তুলি
ভাবরসে বিভ্রম সৃজিতে থাকিবে না—দণ্ড নির্বাসন
চেদিরাজ্য-সীমানার থেকে—কৃষ্ণমায়া কৃষ্ণের কুহকে
মজাইতে ছদ্মবেশে আসে—ছদ্মবেশে কৃষ্ণপূজা করে।"
শিশুপাল নিরীক্ষণে কৃষ্ণ-অনুশাসন-বিমুক্তপথে
নিরঙ্কুশ সত্তার বিস্তার—অসম্পৃক্ত বিচার-বুদ্ধির
ঘটকাদ্বিতায় কভু নহে মানুষে ঈশ্বর-ভাবনায়
ভাবাবেগে সৃজনী-কল্পনা-রসে-জাগি আত্মভোলা সুখ—

সম্মুখে বাস্তব সত্য জানি—পারমার্থিক-সত্যের নামে
কৃষ্ণ-অনুশাসন কেবল স্বীয়কীর্তি প্রতিষ্ঠা কৌশলে—
নকল ঈশ্বরে নহে তাই অনুরাগ!

সুধর্মা ॥ মহারাজ! শুনি
কৃষ্ণলীলা পৃথিবী-কল্যাণে অনাদি সত্যের প্রকটনে
বিবর্তন ঘটনা ঘটায়ে অনাচারী-প্রভুর বিনাশে
সদাচার প্রতিষ্ঠিতে জাগে—নিত্য তত্ত্ব উদ্ঘাটন করি
মথুরায় থেকে বৃন্দাবনে তারপর দ্বারকায় গুলে
কৃষ্ণলীলা বিচিত্র-মায়ায়ে ভাগবত-কথা-কাহিনীতে
সত্য করে ধর্মের শাসন!

শিশুপাল ॥ বুঝি সেই ধর্মের শাসন—
বিশাল-বিস্তারে আত্মকেন্দ্রী-ক্ষমতার প্রবর্তন মোহে
উদ্ভাসিতে স্বীয় কীর্তি চাহে—শিশুপাল লৌকিক-ধর্মের
লোকায়ত-আদর্শে অটল সত্য জানে বাহুবলে বল—
নহে তাই কৃষ্ণদাস কভু শুদ্ধব্রত-আত্মধর্মাচারে—
শিশুপাল কপটাচারের পথে নাহি করে পরিক্রমা
প্রতিকূল সম্মুখীন দেখি কর্তব্যে অটল-উন্নত শির
প্রতিপক্ষে আঘাতিতে জাগে।

সুধর্মা ॥ মহারাজ! লোকমুখে শুনি
সর্বগুণান্বিত কৃষ্ণ নিত্য আশ্রিতের কল্যাণ সাধনে
কর্ম-ভক্তি-জ্ঞান-পথরেখা বিস্তারিত করে দিকে-দিকে—
সেই সমুদার পথে দুঃখনিবৃত্তির লক্ষ্যে অগ্রসরি
চলিলে সম্মুখে ইহজন্মে শান্তিসুখ মোক্ষ অভিমেতে—
কৃষ্ণকৃপা কল্পতরু—

শিশুপাল ॥ ধিক কৃষ্ণ কৃপা! শুন মহারাণী!
নিবৃত্তিমার্গের মহাজন শান্তি আর মোক্ষদাতা যদি
কৃষ্ণ কেন সংগ্রাম ঘটনা-অনুষ্ঠানে সুচতুর সদা
ক্ষুব্ধ করে রাজন্যসমাজে? কৃষ্ণ কৃপা পরপক্ষ-প্রতি
ধাবমান-গতি আত্মস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা সহিত চিরকাল।
চারিদিকে দূতগণ ফিরে সংগ্রহে সংবাদ—পাণ্ডবের
অভ্যুদয় চাহি কৃষ্ণনীতি সুতৎপর অসাধ্যসাধনে—
প্রবল উৎসাহে অভিযানে পাণ্ডব চলেছে সম্মুখীন
রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজনে।

সুধর্মা ॥ মহারাজ! মৈত্রীর বন্ধনে
কৃষ্ণ-আত্মীয়তা যদি বৃদ্ধি ঘটে ফলে শুভ সুনিশ্চয়
করিবে বিকাশ—

শিশুপাল ॥ কৃষ্ণসাথে মৈত্রীর চিন্তাকে শিশুপাল
কখনো সূচ্যগ্র-পরিমাণ স্থান দান নাহি করে। জানি
কৃষ্ণচক্র—এই বক্ষ তাই কুপিত কৃষ্ণের নামে ফাটে
অগ্নিগিরি-বিস্ফোরণ-জ্বালা বিস্তারিয়া—কৃষ্ণ-শত্রুতার
তীব্রতা অধীর প্রাণদমন চাহে কৃষ্ণ-তেজের হরণ!

মহারাণী! কৃষ্ণ-তেজোরাশি বৈরতাকে ক্ষীত করে বুকে
বিনিঃসৃত আগ্নের উত্তাপে—

সুধর্মা ॥ মহারাজ! একটি প্রার্থনা—
কৃষ্ণকে স্বজন জ্ঞান করি আত্মীয় সৎকারে—

শিশুপাল ॥ অসম্ভব—
যদি হিমবান প্রচলিত—মেদিনী উৎক্ষিপ্ত—মহাকাশ
সনক্ষত্র নিপতিত হয় পরিত্যাগি কৃষ্ণ-শত্রুতাকে
কৃষ্ণের পশ্চাতে শিশুপাল ফিরিবেনা—কৃষ্ণ-শত্রুতায়
আতঙ্কিত শিশুপাল নহে—আত্মগৌরবে শিশুপাল জাগে
তুচ্ছ জানি কৃষ্ণশক্তিমায়া প্রদর্শন!

সুধর্মা ॥ ক্রোধে ক্রোধ বাড়ে—
শত্রুভাব নির্মূলনে তাই শ্রেয়োপথ মৈত্রীর শান্তির
কৃষ্ণপ্রীতিসূত্রের বিস্তারে-আত্মীয়তা বিবর্ধিত করা!
মহারাজ শান্তিকে প্রার্থনা করি—

শিশুপাল ॥ মহারাণী! অঘটন
ঘটন সম্ভব—কৃষ্ণপ্রীতি কৃষ্ণের অর্চনা বলে জানি—
শিশুপাল অভিলাষী নহে কৃষ্ণপ্রীতিরস-আস্বাদনে!
শত্রুকে জেনেছি শত্রু বলে—শত্রুতার শেষ শত্রুতায়!
প্রীতির বন্ধনে বন্দী থাকা বিভ্রান্তিতে আত্ম-বিড়ম্বনা—
জানি আমি কৃষ্ণ-বিদ্বেষের বীরবল-উপলব্ধি সুখে—
দেখি সত্য শৌর্য আপনার!

কন্যা ॥ মহারাজ! বিনীত প্রার্থনা—
আত্ম-অনুসন্ধান সহিত আত্মার রহস্য উদ্ঘাটনে
দৃষ্টি মেলি উদার প্রজ্ঞায় বিচরণা বাস্তব-সত্যের
পরিচয়ে হোক একবার—কৃষ্ণ-নিন্দা অন্তরালে ফুটে
কৃষ্ণশৌর্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেতনার উদগ্র-উল্লাস-
উদ্দীপনা রূঢ় অহংকারে—কৃষ্ণনীতি পরার্থপরতা

নহে তাহা ক্ষুদ্রতা সীমায় আবদ্ধ কখনো—মানুষের
মহত্তম সত্তার প্রকাশ জ্যোতির্ময় কৃষ্ণের স্বরূপ
অভিব্যক্ত করেছি ত্রিকাল—সেতুবন্ধ সেখানে ধর্মের
মূর্ত করে অনাদি সত্যের পরম প্রকাশ—নিরঞ্জন-
জ্যোতির জ্যোতিতে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধনা দেখি মূঢ়তার
আবেগে তাড়িত অহংকার নিত্য-অন্ধ-সংস্কার-ভাঁকড়ি
তুচ্ছ করে শুভবুদ্ধিজ্ঞান! মহারাজ! কৃষ্ণ শত্রুতার
অন্তরালে সত্য হয়ে উঠে কৃষ্ণশক্তি-অপরাজিতার
বিরাট প্রকাশ! ভবিতব্য কে খণ্ডাতে পারে—কালচক্র
আপন গতিতে নির্দিশক মুখরিয়া ছুটে অগ্রসরি—
মহাকাল কালান্তক রূপে সমুখে দর্শনে ভয়ংকর-
সুদর্শন-দ্যুতিতে ভাস্বর দীপ্ত দৃষ্টি উদ্ভাসি ভীষণ
কালানল তেজে—

সুধর্মা। মহারাজ! শত্রুতার পথ শ্রেয় নহে—
অবিরাম আতঙ্কিত মন করিছে দর্শন অশুভের
ছায়া বিভীষণ—কৃষ্ণের চেদিরাজ্যে অরি যেন আসে!
এক অদৃশ্য-শক্তির ছায়া দৃষ্টিপথে ভাসি-ভাসি চলে—
নক্ষত্র আলোকে সমুদায় মেঘলোকে ছায়াপথে বুঝি
সংক্রমণ করে মহাকাল—অভ্যাগমে শক্তি-ঐশ্বরীয়
অবিজ্ঞেয় ঘটনা সংযোগে অকস্মাৎ অঘটন ঘটে—
সমস্যার জটিল গ্রন্থির তন্তুজাল ছিন্নভিন্ন করি
প্রস্থিমোচনের পদক্ষেপে মহাকাল চলে সমুখীন—
তেজস্পৃক্ত আলোকিত করে কার্যকারণের শৃঙ্খলায়
নিখিল জগৎ—বিরুদ্ধতা-বিদ্বেষের বৈরীতা যেখানে
বুদ্ধি-বিপর্যয়ে মিথ্যাভিত্তিকীতির প্রত্যয়ে—মূলহীন
তরুর মতন দুর্যোগের দারুণ বিপাকে সর্বনাশ
সেখানে প্রকটে—নীতিপথে উচ্চতর মাহাত্ম্য-সুন্দর
ধর্ম অশুভনিরপেক্ষ অবিচল বিশ্বাসে নিবিড়-
চেতনায় মূর্তিমন্ত করে সনাতন সত্যের প্রকাশ!
বৃথা তাই বৈর-উন্মাদনা বহিরঙ্গ রোষ-সঙ্করণে—
বীরত্বের নিংস্বতার পথে গৌরব প্রতিষ্ঠা নাহি করে—
অন্তরের বিস্তৃত মন্দিরে আত্মার বিশাল বিশ্বাসের
প্রাণপ্রতিষ্ঠায় নাহি জাগে আনন্দের মহনীয়তায়!
মহারাজ! বীর-বিভূতির অভিব্যক্তি শত্রুতায় নহে—
বীরত্বের অম্লানগৌরব মৈত্রী-প্রতিষ্ঠা-শক্তির বলে!
সমাজের শুভাশুভ ভুলি-ভাজি চলে যদি নিরঙ্কুশ
স্বীয় আধিপত্য সংপ্রসারে সেই কদর্যস্বভাবান্বিত-
মূঢ় সমাজ-দলতা নাশি পাপচক্র সমূলে অবিরাম!
মহারাজ! বিনীত প্রার্থনা শত্রুতায় ঘৃতাহুতি নয়—
মৈত্রীসূত্রে কৃষ্ণপ্রীতিময়-আত্মীয়তা রক্ষা শ্রেয়কর
সংকল্পাণ কারণে!

শিশুপাল। কৃষ্ণ-বিদ্বেষীর দীপ্ত অহংকার
আত্মগৌর্য-পরাক্রমরসে আত্মপ্রীতি-উপলব্ধি সুখে—
আত্ম-সমর্পণ-পথে তাই চলিতে চাহেনা শিশুপাল।"
সমুখে অচিন্ত্যপূর্ব-ছবি শিশুপাল দৃষ্টিকে জ্বালায়
অন্তরের নিরুদ্ধরোষের আগ্নেয়-গিরিতে ভূকম্পনে
যথা উঠে বিস্ফোরণি-শিখা বিপুল বিস্তৃত পরিবেশে
তপ্তজ্বালা-দীপনে সহসা-কৃষ্ণ-চিন্তা-চেতনা-বিরোধী-
মনোবৃত্তি তেমনি দারুণ তীব্রতাপে উদ্দীপিয়া উঠে—
সমুখের চিত্র অভিনব-মহাভারত-প্রতিমা-মূর্তি
অখণ্ডের স্বরূপ শক্তিতে কৃষ্ণ যেথা সুদর্শনধারী—
আকাশের দিগন্তবিলীন হিমালয় থেকে শ্রীলঙ্কার
অগাধ সুনীল ব্যাপ্ত করি বিরাট সত্তার আলোজ্জ্বল-
রূপ-রচনার মায়ারাজ্যে ধ্যান-স্বপ্ন-বোধির প্রকাশে
কৃষ্ণপূজা-উৎসব প্রতীক! শত্রু-অস্ত্রে বিক্ষত শরীরে
শিশুপাল যন্ত্রণা-তাপিত-অস্তিত্বের ভারবাহী রূপে
আপনার উপলব্ধি ভরি মনোরাজ্যে বিরাট বিস্ময়ে
জাগি দেখে কৃষ্ণতাত্ত্বিকতা সমুখে যন্ত্রণা দীপ্যমানে—
এই চিত্রে পালিতা কন্যার কৃষ্ণধ্যান বিমূর্তিয়া ফুটে
অঙ্কিত মূর্তির ভাবরূপ প্রাণবন্ত করি অন্তর্ধান—
"সুদর্শনধারী কৃষ্ণ রূপ পাণ্ডবের কুরুক্ষেত্রদলে—
এই মূর্তি ভজন-পূজন সহিবনা আমি—পদাঘাতে
চূর্ণ করি—অনুরেণু করি উড়াইতে চাই" —শিশুপাল
ঔদ্ধত্যের প্রজ্বলিত তাপে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপি তড়িৎ
পদাঘাতে—মূর্তি অকস্মাৎ কোথায় মিলায়—জ্যোতি যথা
জ্যোতিতে মিলায় সেইরূপে অন্তর্হিত মূর্তি নিরঞ্জন!
মূর্তরূপ চক্ষের সমুখে শোভে শিশু-অশ্বত্থতরুর
শাখায়-পল্লবে-কিশলয়ে মায়াময়ী উদ্ভাসে দৃষ্টিসুখ!

কন্যা ॥ মহারাজ !
কোথা মূর্তি—চেয়ে দেখ শিশু-অশ্বত্থ সম্মুখে।
শিশুপাল ॥ কি আশ্চর্য !
দৃষ্টির বিভ্রম—দেখিলাম কৃষ্ণমূর্তি ইন্দ্রপ্রস্থে শোভে
পাণ্ডবের ছদ্মশতদলে—
কন্যা ॥ সনাতন অশ্বত্থ সম্মুখে
ঊর্ধ্বমূল-অধঃশাখরূপে দেহাত্মক আধ্যাত্মসত্যের
সংসারের তত্ত্ব-চিরন্তন রস-সারাৎসারে ! ঊর্ধ্বমূল
মায়াশক্তি বিশিষ্ট ঈশ্বরে—নিম্নে শাখা হিরণ্যগর্ভাদি
কাণ্ডাকাণ্ডরূপে-চতুর্বেদ অনাদি রহস্য—প্রাণকোষে
দেহধারী বিষ্ণু অবতারী—
শিশুপাল ॥ কন্যা ! রুদ্ধ কর জিহ্বা—
কন্যা ॥ কৃষ্ণ-
ধর্মরূপ—অধর্মের নাশে ওই দেখ তুলে সুদর্শন
দর্শন ভীষণ—কালাগ্নিতে দগ্ধহস্ত কালপুরুষের—
কৃষ্ণমূর্তি—
শিশুপাল ॥ কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—কৃষ্ণ বিষ্ণুরূপ শুধু এককথা—
শ্রবণে অস্থির তাপজ্বালা—
সুধর্মা ॥ মহারাজ ! আশ্চর্য রহস্য—
ভারতবর্ষের বক্ষোপদ্মে ইন্দ্রপ্রস্থ অপূর্ব চিত্রণে—
শিশুপাল ॥ মহারাণী !
কোন কথা চাহিনা শুনিতে এইদণ্ডে চাই নির্বাসন
কন্যার তোমার—কৃষ্ণসেবাদাসী চেদিরাজ্যে কৃষ্ণপূজা
করে ছদ্মবেশে—কৃষ্ণগুণ তাই সংকীর্তনে !
সুধর্মা ॥ মহারাজ !
ক্ষমা কর কন্যা—
শিশুপাল ॥ ক্ষমা নহে—রাজাদেশে দণ্ড বিসর্জন—
স্তব্ধহোক কৃষ্ণসংকীর্তন-কাণ্ড চেদিরাজপুরী বুকে—
রাজদণ্ড রাজার ইচ্ছাকে অনুসরে। কৃষ্ণভীতি বৃথা—
দুশ্চিন্তার উত্তাপে পীড়িত অনুকৃতি করিছে চঞ্চল
শঙ্কিত হৃদয়—শিশুপাল তুচ্ছজ্ঞানে কৃষ্ণের প্রতাপ
অবজ্ঞা কল্পনা—
কন্যা ॥ মহারাজ ! ভারতবর্ষের দিব্যমূর্তি
পদাঘাতে খণ্ড খান্‌খান্—সেই মূর্তি যুগে-যুগে ভাঙে
মূঢ়মতি দৈত্য-দানবের-অসুরের অধর্ম-স্পর্ধার !
সেই মূর্তি অখণ্ড অনাদি—কৃষ্ণ সেই অখণ্ড আত্মার
শতদলে সুদর্শন হাতে ধর্মের রক্ষণে—দেখ চেয়ে
দাঁড়ায়েছে—ভারতবর্ষের খণ্ডরূপে অখণ্ড সত্তায়
চিদানন্দ সেই অপরূপ বীরের জীবনে বীররস-
সঞ্জীবিত করি দর্পী যত পাপাত্মার বক্ষ বিদারণে !
নিত্যসিদ্ধ-অশ্বত্থের বুকে কৃষ্ণলীলা চিত্রিল সুন্দর
পদাঘাতে চূর্ণ তাহা নহে—সেই মূর্তি দেখ—চেয়ে দেখ
ধর্মবুদ্ধি উদ্বোধিত করে—পরম চিন্ময় সেই মূর্তি
সূর্যকান্তমণি যথা কাষ্ঠ-দহন-সক্ষম তেজোরাশি
দীপ্তবিভা বিকীরিত করে পাণ্ডব-শক্তিকে উদ্দীপিয়া
অস্ত্রপ্রয়োগ-নিপুণ-বুদ্ধি উজ্জীবিয়া কৃষ্ণনীতি ফুটে
ধর্মাত্মা পাণ্ডবে উদ্ভাসিয়া শৌর্যে নিত্য বিশ্ব-প্রভাকর !
পরীক্ষিত পর্বতে যেমন বহ্নিশক্তি—পাণ্ডব-শক্তিতে
শক্তিমন্ত-কৃষ্ণনীতি ফুটে সারবত্তা উদ্দীপিত করি—
জাগ্রত অনন্ত নাগশিরে পদন্যাসি অবলীলাক্রমে
বাসনার অনুকূল ভাবে মহানন্দে কালনৃত্যে মাতি
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-মন্থনে সত্য করে অবতারীলীলা—
ভূভৃতজনের ধ্বজদণ্ড বিদর্দিয়া অনন্ত নাগের
কালগতি পথে সম্মুখীন—কৃষ্ণ মুখে অপরূপ হাসি
ধার্মিকের অনন্ত কল্যাণে—কৃষ্ণদৃষ্টি অনন্ত কালের
যোগসূত্রে-দীপ্তমন্ত্ররূপে অন্তরঙ্গ সত্যের বিশ্বাসে
লীলায় মায়ায়—প্রজ্বলিত বহ্ন্যগ্নি-আলোকে কভু তাই
দুষ্টের দমনে সুদর্শন কোটিসূর্য-জ্যোতিতে উদ্ভাসে
কালদণ্ড মহাভয়ঙ্কর—আর কভু প্রসন্ন-মাধুর্যে
আনন্দের অভয়-শান্তিতে কোটিচন্দ্র-কান্তি জ্যোৎস্নার-
শীতল-পাবনি পরিপ্লুত পরিশুদ্ধ করে চরাচর !
মহারাজ ! ভিখারিণী শুধু স্বপ্ন দেখে—সেই স্বপ্নছবি
অশ্বত্থের শাখায় পল্লবে ইন্দ্রজাল উদ্ভাসিয়া তুলে—
একটি বিদ্যুতে যেন কোটি-ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত-রহস্যের
মূর্তিমন্ত রূপছবি ফুটে—স্বাভাবিক হয়ত বা নয়
তবু তাহা দৃষ্টির গোচরে জগৎ ব্যাপারে ইন্দ্রজাল-
ছায়ায়-মায়ায় বর্তমান অদ্ভুত দর্শনে মনোময়—
বিষ্ণুপাদসম্ভূতগঙ্গার ত্রিপথ-গামিনী-গতিধারা
ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-সুখে সর্বদুঃখ-পাতকনাশিনী—

হনুমান সমুদ্র-লঙ্ঘনে—ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যুদ্ধ করে
নহুষ ইন্দ্রত্ব-মহিমান—সিদ্ধগণ করে আজো লীলা
অষ্টসিদ্ধিমহিমা সহিত মৃত্যুকে করিয়া অতিক্রম—
মায়ার খেলায় সব সত্য সুগভীর অদ্ভুত রহস্যে
আকাশ-পৃথিবী-তেজ-বায়ু-সলিলে-ধ্বনিতে ছন্দোময়
রূপ ধরে বিচিত্র প্রকাশে আমি দেখি—আর ছবি আঁকি
'কৃষ্ণপ্রেমময়' মন্ত্রপাঠে কৃষ্ণে করি ছবি নিবেদন!
মহারাজ! প্রকৃতি আকৃতি কৃষ্ণ অপ্রাকৃত কভু নয়—
সর্বভূত-আত্মার কৃষ্ণের আত্মরূপ-গুণোপেত ফুটে
নিত্যধর্ম রক্ষার কারণে—আমি দেখি কৃষ্ণের স্বরূপে
অপার মহিমা!

সুধর্মা ॥ মহারাজ! কৃষ্ণের অচিন্ত্যলীলারূপে
ব্রহ্মের বিভুর স্বরূপ নিয়ত অচিন্ত্যভেদাভেদে
মূর্তি ধরে পৃথিবী-মণ্ডলে!

শিশুপাল। মহারাণী! তবি ঐকতান
কৃষ্ণলীলা-কীর্তনে কেবল! সর্বজন জানে ব্রজের
কৃষ্ণের সকল কাণ্ডমূলে বিভূষিত মায়ার ছলনা—
দৃষ্টিভ্রমে গড়াগড়ি দিয়ে ভক্তি-পীড়িত-জীবন দেখে
অপরূপ অদ্ভুত প্রকৃতি কৃষ্ণমায়া বাহ্যকল্পতরু-
শ্রীবৎস-কৌস্তুভে মণিযুকে পীতাম্বরে আলো-ঝলমলে—
মণিদীপ্ত কিরীট কুণ্ডল চারু-জ্যোৎস্নায় শীতল-শান্তি
ত্রিভুবন ত্রিকাল-দৃষ্টিতে আলোকিছে কোটি সূর্যজ্যোতি!
আমি দেখি গোপের কণ্ঠেতে দোলে বনমালা—

সুধর্মা। মহারাজ!
সেই বনমালা চারুপত্র-সৌকর্য-হাসিতে সমুজ্জ্বল
নানাবর্ণমহিমাদ্যুতিতে—

শিশুপাল। বনমালা বনফুলে গাঁথা—
কৃষ্ণ গোপের গোপাল বেশে রাধালিয়া করিতে চতুর—
গোপিনীগণের আঁখি-পথে অপরূপ এই কৃষ্ণ রূপ
স্তুতিবাণী উচ্চারিয়া তাই আপনপাসরি অবলারা
কূলে কালি দিয়ে কালাজলে বিপরীতবুদ্ধি-অচেতন—
সেই কৃষ্ণ স্থাবর-জঙ্গম-অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করি জাগে
বিশ্বপতি অনন্তমণ্ডলে সহস্রসূর্যের জ্যোতির্লোকে
যে করে বিশ্বাস জেগে-জেগে ভাবরসে আত্ম-বিস্মরণে
বাস্তবের অস্বীকারে তারা মিথ্যার স্ফুরিত ছবি আঁকা
সত্যের বিকৃত রূপায়ণে।

কন্যা। মহারাজ! সেই গোপবেশ
কৃষ্ণগোপালের কৈশোরক জীবনের প্রতি চিরন্তন!
কৃষ্ণশক্তিবিস্মৃতির মূলে ভগবৎ ঐশ্বর্য অপার
কল্পনার থেকে অতিদূরে স্থূলদৃষ্টি পার্থিবতা দেখে
মধুময় ভোগের আবেশে—হৃদয়ের মৈত্রী-প্রীতি-প্রেম-
প্রবাহিয়া শান্তির সঙ্গমে নাহি খুঁজে অমৃত-আধার
মূলতায় থেকে প্রত্যাহারে আত্মসংস্থ-মধুময়-চৈতন্য-
জাগরণে আত্মতত্ত্ব-সুখে—অপরোক্ষ-অনুভূতি-বোধে
পূর্ণতার বীজ অঙ্কুরিয়া সৃষ্টি হয় অক্ষয়-অক্ষয়
নিত্যসাক্ষী শত মন্বন্তরে সুপ্রতিষ্ঠ-অস্তিত্বে অনাদি!
মহারাজ! বাস্তব বিচার রহস্যের প্রজ্ঞার অসীমে
অন্তর্দৃষ্টি করে নিক্ষেপন ধাবমান ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে
অস্তি-ভাতি-প্রিয়ত্বে বিস্তারি অবিশ্বাস—সত্য দেখে
ভৌতিকজগতে ভোগময় নারকীয়-উৎসব-উল্লাস।
মহারাজ! কৃষ্ণের লীলায় সর্বোত্তম তত্ত্ব নরলীলা
মানুষী-আধারে পরিমূর্ত সংসারের পরম কল্যাণ—
সন্দেহের অন্ধকার পারে জ্যোতির্ময় শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ
সর্বঅবতার-অবতারী-নরলীলা-পরিকর সাথে
বিচিত্ররহস্যে সঞ্জীবিয়া আহ্লাদিত করে চরাচর—
ভাগ্যবান দেখিবারে পায় সেইলীলা নিত্যসত্যরূপে
ধর্মের অক্ষয় বিস্তারে—

শিশুপাল ॥ কৃষ্ণলীলা শ্লোকরত্নহার
মায়াবিনী গলায় দুলিছে চমৎকার! কণ্ঠে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ-
স্মর-উচ্চারণে অবিরাম বধির শ্রবণ—জন্মশত্রু-
কৃষ্ণে জানি শিশুপাল জাগে বীরব্রতে স্থির-অচঞ্চল—
বৃথা তাই রহস্য-নির্মাণে মন-বশীকরণ-চাতুরী—
শিশুপাল গোপের গোপন রূপ করেছে সাক্ষাৎ—তাই
মুগ্ধ নহে—জলের বিকার সমুদ্রে যেমন সৃষ্টি হয়
বুদ্বুদের লহরী উত্তাল অনন্তর নভোচুম্বীরূপে
তেমনি কৃষ্ণের চাতুর্যের লীলাকাণ্ড বিভ্রমের মূলে—
নহে কভু স্থির-অস্তিত্বের বাস্তব-বিশ্বাসে স্বাভাবিক।
কৃষ্ণকীর্তি মায়ার প্রভাব বশীভূত করে দুর্বলেরে

আত্মশক্তি বিস্মৃত হৃদয়ে সর্বেশ্বর কৃষ্ণমহাশয়
যন্ত্রচালিত পুতুলের মত নাচাইছে কেমন সুন্দর!
শিশুপাল আত্মগৌরবে জাগি অজ্ঞান-আবৃত-কৃষ্ণমায়া-
অবিদ্যাকে ভেদি বাস্তবের রূঢ়রূপে দেখে চমৎকার
কৃষ্ণের যতেক লীলা তাহা মিথ্যার স্থিতিতে ছলনার
ভাবনার আবেগে তাড়িত চেতনার তীর্থ-পুষ্পাঞ্জলি—
লোকোত্তর মহাশক্তিমান কৃষ্ণ ইহা মূর্খের বিশ্বাস!
বাস্তবের বৈপরিত্যে রচি সকর্ণ-সুন্দর-গুণধর-
কৃষ্ণের মহিমা প্রচারণা দৃঢ় করে অন্তর কেবল—
শিশুপাল কৃষ্ণ-বিরোধিতাপথে উপধুক্ত সদুত্তরে
কৃষ্ণকৃত্য-উদ্ঘাটন করি দীর্ঘকাল অবরুদ্ধ ক্রোধ-
আবেগের প্রবাহ গতিবেগে বিদগ্ধিবে নির্গুণের গুণ—
চেদিরাজেশ্বর নহে অন্ধ-কৃষ্ণ-ভক্তিমান—আত্মশক্তি
পূজায় দেখেছে শিশুপাল—
কন্যা ॥ মহারাজ! দেখি কৃষ্ণদ্বেষী-
কৃষ্ণ-করুণাকে আকর্ষণে জন্মান্তর পাপের ক্ষালনে—
বিদ্বেষে হিংসায় আরাধনা—অনুধ্যানে কৃষ্ণ-নামরস
সর্বপাপ-তপ্তশরীরের শিরায়-শিরায় মধুরস
সঞ্চারিত করে—কৃষ্ণশক্তি মূর্তিমতী অষ্ট-প্রকৃতিতে
কখনো ভীষণ ভীমারূপে আর কভু দাক্ষিণ্যে করুণা-
হ্লাদিনী স্বরূপা সংসারের নিত্যধর্ম করিছে রক্ষণ—
দুষ্কৃতির থেকে জগৎ উদ্ধারে কৃষ্ণলীলা রহস্য গভীর
ধ্বংস আর সৃষ্টির সহিত বিশ্বের নিবৃত্তি করি আনে
নিত্যসিদ্ধধর্মের প্রকাশ—কৃষ্ণের নিকট মৃত্যু ভয়ে
অগ্রসর নাহি হয়—
শিশুপাল ॥ ভক্তি তাই আত্ম-বিস্মৃতি ঘটায়ে
একান্ত তন্ময়-বিহ্বলতা সৃষ্টি করি ছলনা প্রকাশে—
কৃষ্ণনিত্য বৈকুণ্ঠে বিরাজে—ধ্রুবতামণ্ডলে ছায়াদেহে
কৃষ্ণলীলা চলে—ধরাধামে এই ছায়া ধর্মের মায়ায়
কৃষ্ণপ্রেম-আস্বাদে প্রবাহে নবরস নবতর স্রোতে—
জীবের উদ্ধারে সেই ছায়া জগৎ-মঙ্গল-প্রয়োজনে
সাধে তাই কাণ্ড নিরঙ্কুশ—শিশুপাল সেই গোপালক-
কৃষ্ণের চাতুরীরঙ্গলোকে যুক্তিভিত্তিহীন কল্পনার
বাধকতারসে দীপ্ত দেখে আত্মজন সুখার-হিতায়
ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠা-রাজকন্যা—মানুষ কৃষ্ণের দেবত্বের
মহিমার ভাবদ্যুতি তাই শিশুপাল করেনা স্বীকার—
পরম দেবতা কৃষ্ণলীলা ভক্তচক্ষে বিরচে বিভ্রম
বিচার-বুদ্ধিতে অর্থহীন—শিশুপাল কৃষ্ণের লৌকিক-
শক্তি-মায়া প্রত্যক্ষ বাস্তবে হিসাব-নিকাশে বিচারিয়া
দেখে-জানে কৃষ্ণ কূটনীতি-চাতুরী-বিদ্যায় পারঙ্গম
সর্বত্র বিস্তারি ভ্রান্তিজাল আত্মকীর্তি-প্রতিষ্ঠাকে খুঁজে—
সুযোগের প্রতীক্ষা কেবল এই শক্তি চূর্ণ-দীর্ণ করি
দেখাতে জগতে ধূলিরূপ ঈশ্বর কৃষ্ণের—
কন্যা ॥ মহারাজ!
ধূলির সহিত অতি সূক্ষ্ম যোগসূত্র পরম সত্যের—
কংশ-শাসনে দুর্জয় কৃষ্ণ ভীমকান্তি করে প্রকটন
মল্লক্রীড়াস্থলে কংসাসুর-প্রগলভ-স্পর্দ্ধাকে স্তব্ধ করি
অবাসজাল-কুসুমজ্যোতি উদ্ভাসিল উদয়-আকাশে!
মহারাজ! কৃষ্ণলীলা কথা-রহস্যে মধুর—
শিশুপাল ॥ রূপকথা—
মায়ারাণী! রূপকথা শুধু রূপকথা—শুনিতে মধুর!
কংস-শৌর্য যদি হার মানে শিশুপাল মানিবে না হার!
শিশুপাল কোটিকল্প ধরে কৃষ্ণ-বৈর-শক্তি সমুখীন—
রাজধর্মাচারে পৃথ্বীপাল আত্ম-মহিমাদৃষ্টিতে দেখে
অক্ষত-ক্লীবের পরিচয় শৌর্যহীন যদি অস্ত্রপাণি
পৃষ্ঠপ্রদর্শনে—বৈরশক্তি-জাগ্রত দেখিয়া সমুখীন-
কৃষ্ণ সর্বনাশন-শক্তিকে নিষ্প্রভ-মলিন ব্যর্থ করি
বীর্যের মহিমান্বিত মূর্তি মনশ্চক্ষে ভাস্বর-গৌরবে
নিত্যদীপ্তি দর্শনে বিকাশে—সেইদৃশ্য স্মরণে-চিন্তনে
কৃষ্ণ থেকে সত্য আত্মসত্তা মানি প্রভঞ্জন বেগে তাই
ক্রোধবহ্নি জ্বলে দাউ-দাউ উদ্দাম প্রমত্ত বিদ্রোহরণে—
তেজেতে বিলয়ে তেজ যথা কৃষ্ণতেজে শিশুপাল-তেজ
প্রজ্বলিত ভীষণসুন্দর ত্রিলোকে-আলোকি অকস্মাৎ
শিশুপাল-বিজয়-গৌরবে সম্মেলিত দৃষ্টির বিস্ময়ে
দীপ্ত আলিঙ্গনে! শিশুপাল কৃষ্ণ-বৈর-শক্তির দীপ্তিতে
জাগি আছে! মায়ারাণী! নহে বিস্মরণে আত্ম-সমর্পনে
কৃষ্ণপূজা—ক্ষত্রবীর্যে দীপ্ত শিশুপাল আত্ম-অভিমানে
জন্মশত্রু-শত্রুতার তাপে জাগে দীপ্ত বিদগ্ধ অন্তরে!

আরাধনী ! উপলব্ধি যেন জন্ম-জন্মান্তর স্মৃতিময়
বৈরভাবে বীররসে-সুখে যুদ্ধসাজে যুদ্ধক্ষেত্রে জাগি—
বীর্যবন্ত জাগে শিশুপাল ভূমণ্ডলে বীর-অহঙ্কারে
স্পন্দিত গৌরবে—চেতনার দিব্যজ্যোতি আলোকে কেবল
উদ্ভাসিত তেজে দীপ্ত নিত্য শিশুপাল !

কন্যা ॥ মহারাজ ! নিত্য
স্বতঃ-স্বচ্ছ স্ফটিকে যেমন রক্তজবা যোগ-বাতায়নে
রাগরক্তবর্ণালীর রূপ-দীপ্তি নাহি ফুটে—দৃষ্টিহীন
সংশিত্তি ভূলের সেইরূপ জ্ঞানবুদ্ধিভ্রংশ অবিবেকে !
মহারাজ ! ভূলবুদ্ধিপথে কৃষ্ণের যতেক লীলা তাই
বহিরঙ্গ দর্শন কেবল—অন্তর্দৃষ্টি বিকশিত করি
অন্তরঙ্গ চেতনা-আলোকে স্বতঃস্বরূপ ধরে তাহা
মানুষের দেহ-অঙ্গীকারে অবতারী-জীবন-মহিমা
মর্তের মৃন্ময়ে চিন্ময়ের সুধারসে মধুময়-সুখে
সত্যরূপে চিরন্তিরঞ্জয় !

সুধর্মা ॥ মহারাজ ! কৃষ্ণের বীরত্ব
ধন্য করে নিত্যশত্রুসঙ্গে—কৃষ্ণের মহিমা দীপ্ত করে
শরণাগতের কল্যাণের পুণ্যজ্যোতি উদ্ভাসিত সুখে !
মহারাজ ! মায়াময়-মানসে মেঘ-জ্যোতির ঝলকি সহসা
সত্য করে কৃষ্ণ-অষ্টমীর দুর্যোগের দারুণ নিশিথে
কংস-কারাগারে আবির্ভাব অপরূপ স্বরূপ প্রকাশে—
উঠে ধ্বনি দেবদুন্দুভির দিকে-দিকে কৃষ্ণজয়—জয়
রূপাতীত রূপ-মহিমার নিখিলের নিরাশা-তিমির
ভেদ করি কৃষ্ণচন্দ্ররূপ ত্রিলোক-পালন-নারায়ণ
জ্যোতির্ময় হাসিয়া সুন্দর দিকে-দিকে পূর্ণিমার হাসি !
মহারাজ ! শত্রুদেবী মুখে শুনিয়াছি পাতকীর পাপ
উদ্বেলিয়া উঠে কৃষ্ণনামে দুর্যোগের সমুদ্র যেমন
সর্বনাশা-মূর্তিতে ভীষণ কূলপ্লাবী প্রবাহে দুর্বার—
শরীরী যজ্ঞরূপে কৃষ্ণরূপ—

কন্যা ॥ মহারাজ বিশ্বাসে জাগিলে
কৃষ্ণনাম শব্দস্পন্দ নহে—এই নাম ধার্মিক-হৃদয়ে
ধর্মবুদ্ধি উদ্ভাসিত করে ! প্রেমিকের মনে প্রেমরস—
কর্মযোগী-জীবনে আলোকে ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন কর্মের
সমুচ্চ আদর্শ লোকহিতে—প্রজ্ঞাবুদ্ধি জ্ঞানীর হৃদয়ে—
বোধির ব্যঞ্জনা সত্য করে নাম সাধে নামীর প্রকাশ—
গভীর সমুদ্র তলদেশে শব্দহীন গতি-দুর্বোধ্য-
স্রোত যথা প্রবাহিয়া চলে কৃষ্ণনাম অপার রহস্যে !
অনাহত সঙ্গীতপ্রবাহে অনাহত-চেতনা নিবিড়ে
জীবনের অসীম ব্যাপ্তিতে ব্যাপ্ত পরিপূর্ণভাকে করি
জ্যোতির্ময় নামের মহিমা সত্য করে নাম-রস-রূপ !
মহারাজ ! অবিশ্বাস মূলে আবর্তিত অদৃষ্টচক্রের
চক্রাবর্তনের চিহ্নরেখা জন্মে-জন্মে অঙ্কিত করিছে
ঘটনাপ্রবাহে অগ্নিগর্ভ বৈর-বহ্নিতাপে প্রাক্তনের
যন্ত্রণা প্রসারি—অভিশাপ-সংক্রামিত-দীর্ঘশ্বাসে ভুলে
বৈরানল উদ্দীপিত করি ক্রূরশক্তি বিবর্ধিত করি !
মহারাজ ! দৃঢ় হস্তে ধরি রথরশ্মি ধর্মরাজ ছুটে—
শান্তিরস প্রক্ষেপে তোমার চিরনির্বাণ কামনা জাগে
অবিরাম গর্বোন্নত শির চাহে ধর্ম-প্রতিরোধ করি
নিয়তির শক্তির সম্মুখে নদীবক্ষে চরের মতন
সমুত্থিত হয়ে বেগবান কালগতি নিরুদ্ধ করিতে—
জলে যথা বুদ্বুদ ফুটি বিলীন প্রবাহে হয়ে যায়
তেমনি গতির প্রতিরোধে অবিশ্বাসী বয়ে সর্বনাশ !
কাল-কালিন্দীর সর্বগ্রাসী স্রোতে প্রলয়-কল্লোল-ধ্বনি
অবিশ্বাস-আশ্রয়ভূমিকে অবশেষে ভাসাইয়া নেয়—
অপার্থিব জ্যোতির্ময় হাসি ফুটে তাই নিয়তির মুখে
দৈবশক্তিলীলা সত্য করি। মহারাজ ! চোখ ভরি দেখি
অবিশ্বাসে অশান্ত জীবন বিঘূর্ণিত জন্ম-জন্মান্তরে
পুঞ্জপুঞ্জ ফেনপুঞ্জমুখে আলোড়ন উদ্দীপন ক্রোধে
আকাঙ্ক্ষার মত্ততায় জাগে—অবিশ্বাস প্রাণশক্তি মূলে
সর্বপ্রাণীসুধার ঘূর্ণনে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারে চাহে
বিপুঞ্জল বহুমুখীসাধে জীবনের চরম পূর্তি !
মহারাজ ! জৈবপ্রবৃত্তির তাড়নায় বিভ্রান্তি কেবল
সুপ্ততাকে পরিব্যাপ্ত করে !

শিশুপাল ॥ কৃষ্ণনাম বিশ্বাস বায়ুকে
সুরভি-মধুর যদি করে—যদি নামে বিশ্বাস গভীর
শক্তি-উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় মানসিক বিভ্রান্তিতে তাহা
অবাস্তব জানি—শোভাময়ী কল্পনার কুসুম-মালিকা
কৃষ্ণকান্তে পূজা নিবেদন ! মায়াময়ী ! অন্তর্দৃষ্টি তুলি
দেখি এই বাস্তববিমুখ স্বপ্ন-সিন্ধু-মন্থন প্রকাশে
কল্পনার সুষমায় গড়া নভোবিহারী-প্রাণের টানে

অন্তরের অস্থির আবেগ—স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন বলে জানি
তত্ত্বগর্ভ-বাক্যের জঞ্জালে বুদ্ধিবার রস নাহি মিলে
ভাব-চিন্তা-জীবন-আশ্রয়ী !

কল্পা ॥ মহারাজ ! সূক্ষ্ম অনুভূতি
উর্দ্ধতর একটি জগতে করে অনুরঞ্জিত সত্তাকে
সেখানে বিশ্বাস সত্য রূপে শ্রীমন্তের পরম স্বরূপ
প্রকাশে সুন্দর—কুহেলিকা অস্পষ্টতা নাশি দূরজ্যোতি
যেমন উল্লাসে অন্তরের নিবিড় বিশ্বাসে কৃষ্ণরূপে
দেখি মূর্ত্ত বিষ্ণুর স্বরূপে—সংসার যমুনা তুলে শুনি
বাজাইছে বাঁশি নিত্যকাল !

শিশুপাল ॥ সেই সুর-লহরীতে ভুলে
স্বপ্নস্বর্গে মর্ত্তনারায়ণ লীলা-বিচিত্র-অদ্ভুত তত্ত্বে
পরিস্ফূর্ত্তি উদ্দাম জীবনে—শ্বাসরোধি দাবদগ্ধ-বায়ু
কি আশ্চর্য্য প্রাণের শক্তিতে উদ্দীপনা নিয়ত সঞ্চারে
উন্মাদ আকুল করি মন—কৃষ্ণ-ইচ্ছাশক্তি স্রোতোচ্ছ্বাসে
পাষাণে জীবন গতিবেগে মহাপ্রাণ জীবন সত্তার—
আকাশে কুসুমরাশি ফুটে যাহা নহে ঘটনার কভু
কৃষ্ণের খেয়ালে ঘূর্ণিবায়ু অঘটনে আনে আলোড়ন
ঘটে তাহা দৃষ্টির গোচরে ! বোধশক্তি জাগ্রত-বুদ্ধিতে
আত্মশক্তি সংস্কার সহিত সত্যের বাস্তব-মূর্ত্তি দেখে
পথ চলে শিশুপাল—তাই অসম্ভবে বিশ্বাস স্থাপনে
মিথ্যার মোহন-কল্পলোকে মহানন্দে আত্মসুখে-আপি
মধুর রংয়ের তুলিকায় নাহি আঁকি ছবি মনোরম—
জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে শরীরের অস্তিত্বকে স্মরি
আমি আছি জাগি বাস্তবের বিচিত্র প্রকাশে কর্ত্তব্যের
বিষব্যাপ্ত পথে—কল্পনার আকর্ষণে অমর্ত্যলোকের
মায়ায় বিমুগ্ধ নাহি ছুটি এই স্থূল মৃত্তিকাকে-ভুলি !
জটিল গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব বাস্তবের কঠিন-ভূমিতে
অনুরিতে প্রয়াস কেবল স্বপ্নদর্শী-মনের বিলাসে—
নিরুদ্বেগে মিথ্যার নিকট অযৌক্তিক আত্মসমর্পণ
আত্ম-বিস্মরণ—জীবনের আদি-অন্ত নিবিড় তিমিরে
অতীত সহিত ভবিষ্যৎ নাহি দেখি মায়ার পরশে
সুরভীন কভু—দেখি চাহি সম্মুখে দারুণ বর্ত্তমান
রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজনে কৃষ্ণনীতি উদ্দাম কৌশলে—
সেথা মিথ্যা কল্পন-বিলাস—মনোরাজ্যে দীপ্ত শিশুপাল
উপলব্ধি প্রদীপ্ত আভায় পাঠ করে সংসারধর্ম্মের
পৌরুষে কর্ম্মের সংবিধান !

কল্পা ॥ মহারাজ ! প্রত্যক্ষ বাস্তব
সবটুকু নয়—রাশিচক্রে সংসার-পালিকা-শক্তিমায়া
সময়ের তরঙ্গ নর্ত্তনে ফুটাইছে ভাবের কুসুম—
অসীম আকাশে দৃষ্টি রাখি দিনরাত্রি-আলো-অন্ধকারে
পাঠ করি সুদিনে-দুর্দিনে রূপ-পরিক্রমা অপরূপ-
রহস্য গভীরে বিস্মৃতির যবনিকা ভেদি সূর্য্যোদয়ে
উদ্ভাসিত ভাবের মহিমা—কল্পনার স্বরূপে সেখানে
মূর্ত্তি ধরে আনন্দসুন্দর স্ফুরিত দীপ্তির প্রকটনে
সত্য করে অবাস্তব যাহা চৈতন্যের সহস্রাকমলে !
চেতনার বন্দীত্ব সেখানে বর্ত্তমানে পরিমূর্ত্ত থাকে
দুর্লভের লাভের পিপাসা অজানাকে জানার বাসনা
রহস্যের অন্তরালে ঢাকা সত্যের সমগ্র প্রাণরূপ
ধ্বনি-সুর-ছন্দের সহিত ভাবের বিচিত্র আলোড়ন
অসীমের বিরাট সত্তায় নাহি দেখে—তাই অতৃপ্তির
অবিশ্বাস-জ্বালার দাহনে অন্তরাত্মা নিষ্পেষিত করি
দেহগতপ্রাণের বিলাসে চাহে জৈব-সুখের আস্বাদ—
বিস্মরণে ডুবাইয়া ছুটে স্বখাত-সলিলে রসগ্রাহী
ভাবগ্রাহী মানস-শক্তির ঊর্দ্ধায়িত যোনি জাগরণ !
বাস্তবের দৃষ্টি-পরিধির বিশালতা পরিব্যাপ্ত করি
কার্য্যঐক্যে অতীত সহিত ভবিষ্যৎ-আদি-মধ্য-অন্ত:-
প্রাক্তন—প্রাক্তন-কর্ম্মফল তাড়িত আত্মার পরিণতি !"
কল্পার রহস্যগর্ভকথা চেতনাকে অন্তর্মুখী করে—
সুধর্ম্মা দেখিছে চক্ষুবন্ধ-শ্বাসরোধ করে অন্তরের
গভীরে রক্ষিত সেই-স্মৃতি—শঙ্খ-ঠাকুরাণী মুখে যাহা
করেছে শ্রবণ—চতুর্ভুজ-ত্র্যম্বকমূর্ত্তির রাগভের
ভয়ন্ত চিৎকারে আতঙ্কিত করি দিগ্বিদিক ক্ষণতরে
কুলক্ষয়-অন্তকের রূপে কালমূর্ত্তি সাক্ষাৎ দর্শন-
মহারাজ ভীষণ-মূর্ত্তিতে—কালান্তক এই মূর্ত্তি দেখি
চেদিরাজেশ্বর করে মন এই পাপমূর্ত্তি বিসর্জ্জন
দেওয়া শ্রেয়স্কর—এইক্ষণে দৈববাণী অকস্মাৎ বোধে
"পরিত্যাগে প্রয়োজন তাই—যথাকালে ভুজবল আর

ভীতপ্রদ-তৃতীয় নয়ন-হিংস্রজ্বালা-দীপ্তি বিলুপ্তিতে
অন্তর্হিত হইবে তখন—পুত্রের সংহার কর্তা-ক্রোড়ে
হইলে স্থাপিত—সেইজন অবতীর্ণ দুষ্কৃতের নাশে।"
তারপর ঘটনার গতি বিচিত্র রহস্য মূর্ত করে—
পিতৃস্বসা সমীপে যখন উপস্থিত কৃষ্ণ-বলরাম
সেইকালে আহ্লাদে সন্তানে কৃষ্ণ-ক্রোড়ে স্থাপন করিলে
তৃতীয়-তৃতীয় নয়ন-অকস্মাৎ কোথায় মিলায়—
স্মরণে তখন আন্দোলনে দৈববাণী-স্মৃতির স্মরণ!
পুত্রের সংহার-কর্তারূপে কৃষ্ণমূর্তি কংস-নিসূদন
দীপ্ততেজ করে বিকিরণ দৃষ্টি মনে আতঙ্কে ভীষণ!
দেবী বাদবীর চেতনাকে আলোড়িছে দৈববাণী-স্মৃতি
সংহারের অধিকর্তা পুণ্যস্পর্শে এই ভীষণ-দর্শন
শিশুমূর্তি রূপান্তর লভি মনুষ্যশরীর স্বাভাবিক-
প্রাকৃতরূপের প্রকটনে জন্মান্তর সহসা গ্রহণে।
জননীর আতঙ্কিত মন দেখে চাহি অন্তর্জ্বালাতাপে
কৃষ্ণ-ক্রোড়ে রোষ-দৃষ্টি মেলি শিশু-দুর্বার তর্জনে—
দেবী যাদবীর আতঙ্কিত চেতনা তখন ব্যগ্রাগে
"পূর্বজন্ম-পাপ পরিণামে বুঝি শিশু দুষ্কৃতি সহিত
পৃথিবীতে আসে! কৃষ্ণ! শত অপরাধ ক্ষমিও শিশুর—
এই অনুরোধ।" কৃষ্ণ কহে—"এই শিশু দুর্ধ-সুকৃতির
প্রতিবাদে সুনিশ্চিত দেখি চোখে জাগে হিংস্রতার জ্বালা।"
জননী কহিলা "এ শিশুর প্রাণঘাতি না হইও তুমি—
শত অপরাধ ক্ষমা করি শিশুপালে জীবিত রাখিও!"
কৃষ্ণ কহে—"অঙ্গীকার করি দণ্ডযোগ্য শত অপরাধ
ক্ষমা করি তোমার পুত্রের সুকল্যাণ করিব কামনা।"
দেবী যাদবী শুনিছে কৃষ্ণকণ্ঠে শিশুপাল-পরিচয়—
"প্রাক্তনের পাপবদ্ধতায় জন্মক-হিংস্রতা-বৈরতায়
প্রতিমূর্তি এই শিশু কালে পৃথিবী-নরক গুলজারে
অনির্বাণ অগ্নিস্রুত যথা ইন্ধনের অবশিষ্ট দহি
নিজে অবশেষে - এই শিশু প্রাক্তনের দুষ্কৃতির তাপে
জন্মিলা চরম পরিণতি আলিঙ্গনে মহামুক্তি লাগি—
মহাকাল-সিন্ধুতটনায়ী পাপাত্মার দুরন্ত প্রতাপে
যুগে-যুগে দুর্যোগবাত্যার ছিন্ন-ভিন্ন করে ভূমণ্ডল—
বীভৎস বিকৃত মূর্তি ধরি পূর্বজন্ম-পরিচয়-লিপি
সহিত অগ্নিলা এই শিশু—দেহাতীত লোকে এইবার
যথাকালে করিবে প্রয়াণ দুষ্কৃতির ঘোর পরিণামে।"
নীরবিলা কৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে শিশুর ললাট-রেখাবলী
ক্রোধদীপ্তি সমুজ্জ্বলি আঁকে ধর্মদ্রোহী-মানসিকতার
আবর্তে-আবর্তে ফেনোচ্ছল অন্তর্দ্বন্দ্বি-দুষ্কৃতি আবেগে—
হাসি কৃষ্ণ পিতৃ-পক্ষপাতে চাহি বলে—"ভবিতব্য লেখা
করে নিদারুণ দুর্নিমিত্ত চোখে-মুখে সাক্ষাৎ প্রকাশ।
আসুরিক-স্মৃতির পীড়নে শত্রুভাব তাই প্রদর্শনে
পূর্বজন্ম-বিদ্বেষের তাপে উন্মাদনা দৃষ্টিতে বিকাশে—
ভয়াবহ উৎপাত সৃষ্টির সহিত যেমন ধূমকেতু
আকাশ আচ্ছন্ন করি জাগে—এই শিশু অমঙ্গলে রাঙা-
হাসিতে বহ্নির জ্বালারাশি দন্তাগ্রে উদ্গারিয়া তুলি
কার্যকারণশৃঙ্খলে খুঁজে বাসনার চরম বিকাশ—
রসাতল-অন্তরীক্ষ-মর্ত্য আবরিয়া স্বর্গলোক চাহে
করিতে বিজয় অধর্মের ধ্বজা উত্তলনে পরমার্থ-
বিস্মরণে উদ্যতিবেগে ছুটি—আকাঙ্ক্ষা পীড়নে তাই
জন্ম হতে জন্মান্তর পথে শত্রুতাকে আকর্ষণ করে—
ছেদনে বৃক্ষের মূলদেশ শুষ্ক শাখাপ্রশাখা যেমন
পরিশেষে মৃত্যু আলিঙ্গনে—এই শিশুকালগ্রস্ত রূপে
বিনষ্টির আছে অপেক্ষায়—মহাকাল সম্মুখে দাঁড়ায়ে।"
দুষ্কর্মের স্মৃতির প্রবাহে অতীত সম্মুখে মূর্তিমান—
শত অপরাধ দিনে-দিনে বৃদ্ধি করি মহারাজ চলে—
মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি—রক্ত মুখে পূর্ব-পরিচয়!
দুষ্কর্মা দেখিছে অন্তরের গভীরে করাল-মূর্তি ধরি
শিশুপাল মূর্তার্থ উত্থানে কৃষ্ণনিন্দা শতমুখে করি।
শিশুপাল করিছে চিন্তন ক্রোধদীপ্তি মুখে উদ্ভাসিয়া—
অবচেতনা-গভীর জাগে দ্বিতীয়-সত্তায় শিশুপাল—
পালিতা কন্যার তত্ত্বকথা কর্ণে ঢালে অগ্নির প্রবাহ
কৃষ্ণগুণগানে—মহারাণী কৃষ্ণমায়া-মোহিনী-আড়ালে
বীরশ্রেষ্ঠ স্বামীর সত্তাকে ডুবাইলা সত্য অনাদরে—
ভ্রাতৃপুত্র-স্নেহ-আধিক্যে রাজমাতা কৃষ্ণগতপ্রাণে
ভাগবত-ঐশ্বর্য-মহিমা কৃষ্ণে আরোপিয়া সর্বশক্তি-
মূলাধার হরিকে দেখিলা রূপময় মনুষ্যশরীরে—
কৃষ্ণতন উচ্চৈস্বরে গায়ে ছুড়াতে জীবন—শিশুপাল-

কল্যাণ কারণ জননীর রক্ষার্চনা দিনে-দিনে বাড়ে—
বীরের প্রধান কৃষ্ণচন্দ্র-সন্ধট-বিধানে পুত্রহিত-
চিকীর্ষু-জননী বরমাগে শিশুপাল-শৌর্যকে পাসরি
শত অপরাধ ক্ষমাভিক্ষা করি—শিশুপাল অনায়াসে
নন্দের দুলাল গোপালকে অতিক্রম দুর্জয়বীর্যে করি
জয়দুন্দুভিনিনাদে বিশ্ব মুখরিতে উল্লাসিতে পারে—
দুর্নিমিত্ত দেখি কল্পনায় মাতা শুধু শঙ্কিত অন্তরে
চাহে কৃষ্ণ-বলংবদ রাখা আত্মজে আপন ক্ষত্রিয়ের
বীররস-বিস্মরণ-পথে—ক্ষত্রিয়ের প্রাণের যন্ত্রণা
স্বধর্ম-পৌরুষে মুক্তি চাহে আত্মশক্তি নিঃশঙ্কিত পথে
আয়েন্দ্রিয় উপলব্ধি-সুখে—সঙ্কুচিত জীবনে ব্যর্থতা
হাহাকার বিস্তারিত করে পৌরুষের হীন পরাজয়ে!
সূর্যের দর্শনে ছিন্ন-ভিন্ন অন্ধকার-বন্ধন যেমন
আত্মশৌর্য-জাগরণে যদি জাগে প্রাণ ঐশ্বর্য-শক্তির
স্বরূপ প্রকাশে অবলুপ্ত কালোছায়া বিকট শঙ্কায়
উন্মূলিত হয়—বলশক্তি-পৌরুষের রস আস্বাদিয়া
শিশুপাল সত্য জানিয়াছে বীরধর্ম পৌরুষে উত্থান!
চেদিরাজপুরীর বাতাসে কৃষ্ণপূজা চন্দন-সুরভি—
জননীর পথ অনুসরি মহারাণী কৃষ্ণ-অনুরাগে
কৃষ্ণময় রূপে অনিবার কৃষ্ণ-সেবাদাসীর মতন—
মায়ার বৈভবে মায়াবিনী সঙ্গে ফিরে কৃষ্ণগুণগানে
রাজপুরী মুখর নিয়ত কৃষ্ণজয়-আরতি-ধ্বনিতে
জননীর স্নেহ প্রশ্রয়ে—শিশুপাল বৈরে জাগি থাকি
করিছে দর্শন কৃষ্ণপদমূলে ভক্তি-অর্ঘ-নিবেদন
কৃষ্ণশক্তিভয়ে ভীত মন—অস্থির যন্ত্রণা শিশুপাল
অন্তরে বহিয়া বৈরে জাগে যথাসময় প্রতীক্ষা করি—
রণস্থলে শত্রুর সাক্ষাতে শিশুপাল পৌরুষে উত্থান
সঙ্কল্পিত প্রাণ—শত্রুতেজ-শক্তি-আকর্ষণে আত্মশক্তি-
অস্ত্রাঞ্জলি স্বকীর্তি-মহিমা কৃষ্ণ-ভীরুগণের সম্মুখে
বৈর-অগ্নি-জ্বালা নির্বাপণে সমুদ্যাদি পৌরুষে জীবন—
শিশুপাল বিজয়ী মূর্তিতে কৃষ্ণজয় করিতে সম্ভব
নিত্যবন্দ্যে নিত্যকীর্তিমান দুষ্টসুখ-আয় উজ্জীবনে।
চেদিরাজপুরীর বাতাসে কৃষ্ণদেহ-সুরভি-চন্দন-
রসামৃত আস্বাদি জননী-মহারাণী কন্যা-মায়াবিনী
ভক্তিতে শুদ্ধাত-মনোমুখে মিথ্যাবিষয়বস্তুতে করে
রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম নরোত্তম কৃষ্ণ উপাসনা
তেমনি মিথ্যাকে অনুসরি—কাঁচা মাটি ঘটে জল রাখা
আর কৃষ্ণে পদ্মপত্রজ্ঞানে পূজা একার্থবাচক দেখি—
শিশুপাল শত্রুতার যোগে আত্মশক্তি করি প্রকটন
দেখিছে কৃষ্ণের সর্বশক্তি শিশুপাল বিপর্যস্ত করি
শত্রুপ্রাহতেদি একেশ্বর বৈজয়ন্ত-গৌরবে মহান্!
শিশুপাল একরূপে চিন্তনে চেতনার গভীরে জাগিয়া
দেখিছে কৃষ্ণের তেজোরাশি মিশে যায় অসীমশূন্যের
বিরাট স্বরূপে উষা যথা তেমনি আপন অনুভবে—
আলোকে-অমৃতে জাগি উঠে বাসুদেব সত্তি পরিচয়
শিশুপাল শিরোধার্য করি মাতৃ-আজ্ঞা কৃষ্ণ-বৈর-ভাব
সংগত রেখেছে দীর্ঘকাল—ভেঙেছে ধৈর্যের বাঁধ এবে
যন্ত্রণা প্রতপ্ত জাগরণে অসহ্য কৃষ্ণের সাধুবাদ
দগ্ধ করে রাত্রির শান্তিকে—দিবসের উজ্জ্বল আলোকে
বহ্নিমান দৃষ্টির সম্মুখে কৃষ্ণমূর্তিপূজা-আয়োজন।
ভিখারিনী রাজপুরীমুখে অবিরাম আহ্লাদে আকুল
কৃষ্ণস্তুতি-সঙ্গীতের সুরে দশদিগন্ত মুখরি ঘোষে
সাধুগণে পরিত্রাণে অবতারী দুষ্কৃতি নাশনে ভয়ঙ্কর-
রোষদৃষ্টি করে উজ্জীবন—কৃষ্ণরূপে অনাদি বিষ্ণুর
অচিন্ত্যমাহাত্ম্যলীলাকথা উচ্চারি শুনায়—ক্ষত্ররূপে
ভীষণ প্রকাশে কংস-কেশি-বিনাশক পুনঃ ক্ষেমঙ্কর
স্নিগ্ধ করুণায় ভক্তগণ দেখে সেই কৃষ্ণ-মহিমার
পরতত্ত্ব-কৃষ্ণপ্রেমধর্ম মহানন্দে শ্রবণ-কীর্তন
সারাৎসার জানি খুঁজে কৃষ্ণমুখী-আত্ম-উজ্জীবন।
ভক্তসেবা অঙ্গীকারে ফুটে কৃষ্ণের নটবরশেখর-
নরোত্তম লীলা অভিনব—স্বপ্নময় অন্ধ-আঁখি মেলি
ভক্তগণ নিরখিতে থাকে কৃষ্ণরূপ-আলোক-পুলকে—
যুক্তিবিচারের পথ থেকে স্বপ্নের জগতে অবিরাম
কৃষ্ণমধুচক্রেতে গুঞ্জনে ভাবরসে মত্ত মধুকর!
শিশুপাল সঘনে শ্রবণে মহারাণী-কন্যা-মায়াবিনী
কীর্তনিছে কৃষ্ণগুণকথা—মনে-মনে কেবল চিন্তনে
কৃষ্ণগুণ বলিহারী যাই অনুরাগ-রঙীন-মাধুরী
হৃদয়ে আকুলি ত্রিভুবনে মূর্ছা করে রস-লাবণ্যে—

মোহন বাঁশীর তরঙ্গিত স্বরলহরীতে কিবা যাদু
প্রেম-তরঙ্গিনী প্রবাহিয়া মজাইছে সুপ্ত যত প্রাণ—
শিশুপাল করিছে চিন্তন কৃষ্ণের মহিমা নিদারুণ
অদ্ভুত রহস্য-চিত্রলেখা-প্রহেলিকা দিগন্ত-বিস্তার
আশ্চর্য লীলার মধুরস মাদকতা শুধু বৃদ্ধি করি
অবাস্তব স্বপ্নের জগতে চেতনায় আনে বিচরণ—
শিশুপাল করিছে চিন্তন ভক্তজন-বন্ধন-মোচন
করার একটি আছে পর্ব—কৃষ্ণের প্রবাস অবসানে
উদ্ধবের কৃষ্ণের মহিমা সত্যরূপী-বাস্তব সম্মুখে
নির্গুণের ধ্যানে গুণের রূপসিদ্ধ করিয়া মগন
পরম মঙ্গল অনুষ্ঠানে উন্মীলন সর্বতত্ত্বভেদী-
বাস্তব-বিচারে মুখ্য আর গৌণের প্রভেদে যত ভেদ
পরিপ্রশ্নে তেমনি প্রকাশে কৃষ্ণের চরিত্রে নিরন্তর
বন্ধহীন ভাবের প্রবাহে অবাস্তব মোহিনী-মহিমা—
অঘটন ঘটন আড়ালে রহস্যের আবরণে ফুটে
ঐশ্বর্যের কল্পনা মায়ার অসম্ভব সম্ভব ভাবনা।
শিশুপাল অন্তরঙ্গ দেখে গোপালক গোপাল কৃষ্ণকে
সুকুমার সেই কিশোরের রাসোৎসবে কিশোরী-ভজন—
ভীতজন কৃষ্ণের স্বরূপে দেখে বহ্নিশিখাকে দুর্বার
শৌরুষ অলঙ্ঘনীয় দেখে নরশ্রেষ্ঠে জনসাধারণ—
স্ত্রীগণ দেখিছে কন্দর্পের মূর্তিমান রূপ—ভক্ত দেখে
আত্মার আত্মীয় রূপময় অচিন্ত্য-পুরুষ-পুরুষ!
অদ্ভুত অনন্যসাধারণ যত কথা কৃষ্ণের পশ্চাতে
কাহিনী রচনা করি চলে— শিশুপাল বাস্তব-সত্যের
মুখোমুখী দেখিছে কেবল শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
চতুর্ভুজ মূর্তির কল্পনা অন্তরের ঐশ্বর্য বিলাস—
অখণ্ডসচ্চিদানন্দ কৃষ্ণে দেখে গদগদ ভাবে তাই
ছুটাইছে তাপিত হৃদয়—শিশুপাল গোপালকে দেখে
মোহন লোচন বনমালাধারী বাঁশরী বাজায়ে ফিরে
যমুনার তীরে কখনো বা মল্লযুদ্ধে মহানন্দে মাতি
কৌশলে পৌরুষ প্রকাশিয়া প্রতিপক্ষে পরাজিত করে।
গুণধাম কৃষ্ণের কীর্তির আবরণে কল্পনার লেখা
কাহিনী বিরচে—শিশুপাল সেই রূপ দেখে উদ্ঘাটনি!
সত্যের জ্যোতিতে শিশুপাল অন্তরঙ্গ দেখে ভবিষ্যৎ
হেরে তেজ-সঙ্গমে মিলিছে তেজোহীন আত্মশক্তিহানি
তেজের ভাস্বর-দিব্যবিভা কভু নাহি করে আকর্ষণ।
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—শুধু কৃষ্ণনাম চেদিরাজ-রাজপুরীবুকে
জমায়েছে কীর্তন-বাসর—মহারাণী-জননী সহিত
সেই সাথে-সাথে ভিখারিণী কৃষ্ণমায়া পালিতা কন্যার
কণ্ঠে সদা উঠে ঐকতানে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ শুধু কৃষ্ণনাম।
শিশুপাল দেখে রাজপুরী তাহাদের আনন্দ জগৎ—
নিরানন্দ বিষণ্ণতায় বেদনার করুণ-গহ্বরে
শিশুপাল অগ্নিজ্বালা বক্ষে করি ক্রোধ-জ্যোতিষ্কণিতে
দেখে চাহি অগ্নিস্নিগ্ধতরা ঘৃত হয়ে জ্বলে অবিরাম।
নিরানন্দ এই পৃথিবীতে অভিশপ্ত জীবন-যন্ত্রণা
বক্ষে জাগে শিশুপাল একা মহাপুরু মেঘলোকে যথা
বজ্রাগ্নির দীপ্তি ভয়ঙ্কর বিস্ময়িয়া বর্ণালী ছড়ায়—
কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—নাম-সংকীর্তন বহুফাটা-ধ্বনি-ভীষণতা
উদাত্ত-আলোড়ি-প্রতিধ্বনি তুলি চলে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ—নাম!
শিশুপাল সম্মুখে-পশ্চাতে-ঊর্ধ্বে-অধঃ-আভূমি-অম্বরে
বিভীষিকা পরিব্যাপ্ত দেখি আতঙ্কিত কভু নয়—নয়
শিশুপাল জাগে বক্ষ আর বহ্নি-দাহিকা-শক্তিকে বুকে
পরস্পর অভেদাত্ম জানি বৈরভাব-আস্বাদন তাপে—
কৃষ্ণ-মুখী ভক্তিমন্দাকিনী উদ্‌ভ্রান্ত উজল স্রোতে যেন-
পুরে উন্মাদে বিস্তারি বেগে চেতনাকে করিছে বিহ্বল—
শিশুপাল সর্বজ্ঞানময় ধৈর্য আর পৌরুষে গভীর
আত্মের নিগূঢ় জ্ঞানা বহ্নি দীপ্তিমন্ত তাপিত জীবনে
ঊর্ধ্বশির আত্মার প্রতাপে দেখে সত্য বীররসে ভাসি—
শিশুপাল-বীরতেজরাশি আত্মার শক্তিতে দীপ্যমান
নীরবতা মুখরি আবার সদর্প গর্জনে শিশুপাল
উপলব্ধি-গভীরতা থেকে জাগি পুনঃ কহি চলে—
"শিশুপাল কৃষ্ণ-পরমার্থ নহে কভু"—বৃথা উপদেশে
সাত্বতভাবের বাক্যধারা প্রবাহি উজল গতিবেগে
ইন্দ্রিয়গোচরে অতীন্দ্রিয়-রহস্য বিস্তার—শিশুপাল
পুরাকল্প থেকে বর্তমানে আত্ম-অবচেতন-সত্তায়
অহংকার প্রন্থির সহিত আত্মসত্যে সদা জাগি আছে—
বোধাত্মক-কালাত্মক-জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত নিগূঢ় রহস্যে
সাক্ষাৎ শক্তিতে মূর্তমূর্তি দেখে আত্ম-জ্যোতিষ্কে কেবল—

কৃষ্ণ-বিষ্ণু ভাব-সিন্ধু বুকে কল্পনার মোহন-মাধুরী
অয়স্কান্ত যদি যথা লৌহ আকর্ষণে তেমনি পৌরুষে
শিশুপাল আত্মগত-রসে অভিব্যক্তি দেখে আপনার
কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বৈরতায় আসি শিশুপাল নিত্য বর্তমান !
মানব-জীবন লক্ষ্য যদি পূর্ণত্বকে অধিকার করা—
শিশুপাল-আকাঙ্ক্ষিত সেই সর্বপরিপূর্ণতার রস
বীররসে সত্তা চিরকাল—নহে তাই শত্রুর সহিত
মিতালীতে আত্মশৌর্য-বোধ-বিচ্যুতি ঘটায়ে প্রবোধন
কল্পনার ভিত্তির উপরে গড়া স্বপ্নলোকে বসবাসে
আত্মসত্তা বিনিদ্রিত রাখি—

কন্যা ॥ সাক্ষাৎকারে পরম সত্তা
পরাসংবিৎ সহিত ইহা ঊর্ধ্বগতি-মার্গে পরিক্রমা !
মহারাজ ! অহন্তা বিকাশে স্বাতন্ত্র্যের আবির্ভাব ঘটে
পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠা নাহি আনে—সিদ্ধির উদয় তত্ত্বময়
জ্ঞানের অন্তীতে শুদ্ধাভীতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে—
নিত্যসত্তা নির্দিত প্রকাশে অন্বয়স্বরূপে তত্ত্ব-সৃষ্টি
আত্মার সত্যকে প্রকটনে !

শিশুপাল ॥ কল্পনার মোহিনী-মায়ার
তত্ত্বভাস্য নিত্য রহস্যের—এই দৃষ্টি বাস্তব-সত্যের
অতল-রহস্য-সমুদ্রের কতটুকু দেখে—শিশুপাল
বিরাট সংসারে ধাবমান বিশ্বপ্রাণে দেখে কৃষ্ণ-বৈর-
বল্লরীর তাপে তপ্তপ্রাণ বিরাট কালের অতলান্ত-
অসীমতা ভেদি বৈররসে সঞ্জীবিত চলে সম্মুখীন—
গুণগত বৈষম্যের ফলে বিসদৃশ পরিণতি ফুটে !

কন্যা ! হোক তাহা ভয়ঙ্কর—শিশুপাল স্বভাব-শক্তিতে
আত্ম-ইচ্ছা প্রভাবে বর্ধিত কর্মবীজে পরিপক্কতার
পরিণতি দেখি ভয়ঙ্কর নহে ভীত কভু—মৃত্যুময়
অদৃষ্ট দেবতা স্মিতমুখে যে খেলার রঙ্গরসে জাগে
সানন্দে সে ভয়ঙ্করে বুকে করি শিশুপাল সম্মুখীন—
কৃষ্ণমন্ত্র নাহি করি পাঠ ! সাক্ষাৎকারে পরম সত্তা
নাহি জাগে কৃষ্ণরতি মূলে—আত্মরতি সদা শিশুপাল
বাস্তব বিচারি শিশুপাল বাস্তবের সম্মুখে দাঁড়ায়ে
বাস্তব-বুদ্ধিতে সত্য দেখে আত্মার আলোকে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ
মানুষী-শরীরে বর্তমান কর্ম করে মানুষী-বুদ্ধিতে—
ধর্মতত্ত্ব নাহি দেখি তাই নিহিত গুহার রহস্যের
গূঢ় আবরণে—সেইখানে লোকায়ত-দৃষ্টিকে প্রসারি
দেখিলে বিমূর্ত একটানে সত্যে উঠে সমুদ্ভাসি কষ্টি-
পাথর স্বরূপ কৃষ্ণরূপ নহে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-
দীপ্ত দেহ-বিত্ত প্রাণময়—পাথরে কর্দম নাহি থাকে।
অখণ্ড আনন্দঘন যদি কৃষ্ণরূপ উদ্ভাসিত করে
শিশুপাল-চেতনা-ব্যাপিয়া-বৈরত্বেও বৃদ্ধি কেন করি
বস্তুবুদ্ধি-বিচার সহিত কৃষ্ণলীলা অন্তরূপে ফুটে ?
মায়াবাদী ! আপ্লুত মধুর রসে আত্ম-বিস্মরণে শুধু
মনকে উজ্জ্বল করি তুলি চলে স্বপ্নদর্শন ভাবের
ফেনিল প্রবাহে ভাসি-ভাসি—শিশুপাল অপূর্ব-দর্শনে
সারসত্যে কহিছে বচন মনভ্রান্তি-শোষণের ফলে
হৃদয়ের ব্যাধিরূপে ফুটে লীলারূপ অদ্ভুত মধুর
মানুষ কৃষ্ণের !

কন্যা ॥ মহারাজ। কামক্রোধ-লোভ-মোহবলে
বন্দী-আত্মা অধ্যাত্মসত্যের তত্ত্বরূপ নাস্তির সন্দেহে
আবরিত দেখি কুসংস্কার-বন্ধনে পীড়িত-নাস্তিশ্বাসে
প্রাণ দেখে স্থূলদেহরূপ ! মহারাজ ! মহাপ্রাণ ফুটে
চৈতন্যের অসীম সাগরে চিরন্তন জীবন-প্রবাহে—
অধিকারীভেদে জীবে-জীবে স্বতন্ত্র প্রকট রূপ ফুটে
ভেদ-অভেদে প্রকাশে তাই কভু স্থূল কভু সূক্ষ্মরূপে—
আত্মকেন্দ্রিকামবাঞ্ছামূলে সংসারে তাড়িত চেতনার
দুঃখপ্রদ কর্মফল ফলে—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা আনে
প্রেমরস-উপলব্ধি-সুখ চিরন্তন তৃপ্তির আস্বাদ !
মহারাজ ! ভিখারিণীমুখে তত্ত্বকথা অদ্ভুত শুনায়—
সর্বকামনাবিহীন শান্তরসে জীবনের রূপান্তরে
সকল সন্দেহ নিরসনে বিদ্ধরিত আনন্দ-কিরণে
তত্ত্বের রহস্যে চিদানন্দ-অখণ্ডস্বরূপ রস-মূর্তি-
স্বাভাবিক কৃষ্ণ-সুন্দরের—

শিশুপাল ॥ মনোবৃত্তি-অনুসারী-ব্যাখ্যা
চরম মীমাংসা নাহি আনে—শিশুপাল কৃষ্ণলীলাগুণ
জানে ভালো ভূভারহরণে নরবপু করে দিব্যলীলা।
অভিশপ্ত যদুবংশে তাই যদুপতি কৃষ্ণের মহিমা
আত্মস্বার্থমোহ-সংবিত্তারে নরনারায়ণ-সংবাদ ঘোষি

সম্পদে উদ্ধত-উন্মদ যাদবের শ্রষ্টাচারে ফলে
কুশস্থলী-দুর্গের সমরে পাপস্রোত বৃদ্ধি করি চলে!
একমাত্র কৃষ্ণ অধীশ্বর—কৃষ্ণরসে নিমজ্জিত প্রাণ
যাদবের দুরাচারীভাব মোহরূপ বাসনা-অগ্নিতে
ঘৃতাহুতি দানে—রক্তশক্তি যাদবের পাণ্ডবের বুকে
সঞ্চারিত করে যদিচ্ছায় ভ্রমণে-শাসনে অভিমান—
শরণাগতির পরিণতি নিরঙ্কুশ ঔদাম প্রবৃত্তি!
নির্গুণের গুণের ভজনা অঘটন করিছে ঘটন
সর্বকার্যরূপিণী বুদ্ধিতে কৃষ্ণ তাই পঞ্চম প্রণাম-
বিতরণে উর্ধ্বি-আয়ুত লভিতে পরমকৃষ্ণপদ
আত্ম-বিস্মরণে ডাকে!

কন্যা॥ নহে—মহারাজ! আত্ম-বিস্মরণে!
কৃষ্ণে আত্মসমর্পণে ফুটে ভগবৎ-অনুভূতি মূলে
জ্ঞান নির্গুণস্বরূপ রূপে গুণরাশি সাত্ত্বিক প্রকাশে
কারণরূপিণীমনো-বুদ্ধি অহংকারে বিকশিত করে—
বহির্মুখ মনুষ্যদৃষ্টিতে এইতত্ত্ব ধরা নাহি পড়ে
শুধু অন্তর্দৃষ্টির সহিত আত্ম-উপলব্ধি-চেতনার
ফলশ্রুতিরূপে মুক্তিমার্গে কৃষ্ণলীলা উজ্জ্বল-মধুর—
বেদের প্রকৃত তত্ত্বসার-বিধর-চিন্তার কাতরতা
দৃষ্টিকে আকৃষ্ট যদি করে দৃঢ়মার্গে পথিক-মনের
সাক্ষাতে কৃষ্ণের লীলারূপ অতিভুল বলে মনে হয়!
মহারাজ! অন্তরঙ্গরসে কৃষ্ণরস সর্বক্লেশনাশি
সত্য করে নরোত্তম-লীলা বহুকুল অধীশ্বর লীলা।
মহারাজ! একপদ অগ্রে অন্য পদ স্থাপিত পশ্চাতে
কৃষ্ণমূর্তি প্রলয়কালীন রুদ্রের সদৃশ কোপানলে
হস্তে রাখি দীপ্ত সুদর্শন যখন দাঁড়ায়—সেইক্ষণে
স্তব্ধ করি তর্জন-গর্জন বিভীষণ সুদর্শন তাপ
ধ্বস্ত করে ক্লান্ত জীবন এই দৃশ্য লাগে চমৎকার!
ভিখারিনী শুধু স্বপ্ন দেখে—পথ হতে রাজহর্ম্যবুকে
সুখের ললিত ক্রোড়ে বসি ভিখারিনী শুধু স্বপ্ন দেখে—
গগন-বিচ্যুত তেজঃপুঞ্জ কলেবর সূর্যকে সম্মুখে
দেখিলে তরাস লাগে যথা সেইরূপ কমল লোচন
কৃষ্ণ সর্বলোক-নমস্কৃত-মূর্তিতে হৃদয়ে অবিরাম
শুধু স্বপ্ন বুনে সঞ্চারণে—কথায় কথায় রূপকথা-
অলৌকিক দৃশ্যের মতন ছবি আঁকি অশ্রুত-নয়নে
চিন্তামণি চিন্তার প্রকাশে—বহিরঙ্গে ইন্দ্রজাল তাহা
এই বিশ্বসৃষ্টির মতন মায়ার খেলায় মায়াময়
ছবিতে-ছবিতে তুলি ধরে অনাগত-আগত-অতীতে
মর্মমূর্তি শাশ্বত সুন্দর! মহারাজ! আত্ম-বিকৃতির
ভিত্তিভূমে প্রাক্তন-কর্মের বীজ সদা অঙ্কুরিয়া উঠে।
সংগ্রহা সেই বর্তের ভুল-বুদ্ধির গোচর নহে—
মহারাজ। কতটুকু সীমা বর্তমানে—অনাদ্যন্তকাল
সম্মুখে পশ্চাতে বহুতের অসীম বিস্তারে তুলে ধরে
একখানি চিত্রমনোহর—জ্যোতিষ্মণ্ডলী মহাকাশে
ধ্রুবনক্ষত্রের চারিদিক ভীড় করি জ্যোতিতে-জ্যোতিতে
দীপ্ত এক বহুত জগতে মূর্তিমন্ত করে মায়ালোক—
সেখানে যেখানে দৃষ্টি পড়ে তার যেন রসমূর্তি ধরে
চিত্ত চমৎকারে—বর্তমান-পূর্ব-পরে সেতুবন্ধ যদি
নাহি রচে সত্যের জ্যোতিতে প্রেতপুরী রূপে ভয়ঙ্কর
বর্তমান দুঃখময়রূপে জীবনের প্রকাশ সুন্দর
ব্যর্থ করি আনে হাহাকার। মহারাজ! ভিখারিনী মুখে
অশ্রুত শুনায় তত্ত্বকথা—শুধু মুদ্রনেত্রে দৃষ্টি তুলি
দেখি ব্যাপ্ত ঊর্ধ্বে-নিম্নে-মধ্যে পরিপূর্ণ তেজোরাশি বুকে
ভাবময় রসময় রূপে অপরূপ সুন্দর প্রকাশে
উপলব্ধি-কল্পরাজ্যশোভে! মহারাজ! বর্তমান সীমা
আহরণে রূপের জগৎ অসম্পূর্ণ মূলহীন তরু
যথা বৃষ্টিকার রসধারা বিগত জীবনে নাহি বাড়ে—
তেমনি জীবন ভাব-রূপ-রসহীন যদি বৃদ্ধি চাহে
প্রাকৃত বাস্তব আলিঙ্গনে আত্মধ্বংস বরে পরিশেষে।
মহারাজ! আমি চলে যাই—শুধু বলে যাই অপ্রাকৃত
মিথ্যা নহে কভু—বিশ্বাসের বিশাল-বিস্তারে রূপ ধরে
কল্পলোকে সত্য চিরন্তন! মহারাজ! আমি চলে যাই—
শুধু বলে যাই বিপরীত পথের পথিক ভ্রান্তিবুদ্ধি
অনুসরি আনে পরিণামে ঘোর সর্বনাশ। মহারাজ!
ভিখারিনী কন্যাকে বিদায়—যাওয়ার সময় বারেবার
চোখে দিব্যছবি—বহুত বা ইহা কল্পনার কল্পলোকে
বাস্তবে বিমূর্ত নহে প্রত্যক্ষের স্থূল-সুগোচরে—
দেখি শাখা-প্রশাখাবহুল অক্ষয় অশ্বত্থ-বনস্পতি

পত্র-পল্লব-শ্যামল রূপ বিকশিয়া ঊর্ধ্বশির তুলি
গ্রহান্তরে আপনা বিকাশে—পার্থিব আকাশ সীমাশেষে
নিঃশ্বাস-বায়ুর আকর্ষণে গভীর শিখরে আলোড়ন
স্বতঃস্ফূর্ত পাতাল-বাহিনী ভোগবতী-প্রবাহ উচ্ছল
রসধারা মৃত্তিকা প্রকৃতি করে রোমাঞ্চিত জাগরণে
আহ্লাদিত সুখে—ক্ষয়হীন বিকাশ-বিভূতি ব্যাপ্ত করি
আকাশ-বিদারী-মহাবটে অক্ষয় বৃক্ষের বিশালতা
বিরাট স্বরূপ মূর্ত করে জীবনের অখণ্ড স্বপনে!
ঝড়-ঝঞ্ঝা-ঘূর্ণি-গতিবেগে আবর্তিত তরঙ্গোৎক্ষেপ
আন্দোলিত চঞ্চলতা জাগে—বিপর্যয় বিপ্লবের বুকে
স্থিরতার ঊর্ধ্বশির তুলি অক্ষয় বৃক্ষের মহাপ্রাণ
ক্লান্তির সীমানা অতিক্রমি নবযুগে প্রসন্ন-আলোকে
বিপর্যয় পারে সত্য দেখে নবসৃষ্টি মহিমা উদার।
অক্ষয় অশ্বত্থ মহাপ্রাণ বিরাটত্ব-ব্যঞ্জনা সহিত
দিনরাত্রি-আলো-অন্ধকারে জীবনের সঙ্গীতের সুরে
সমুদ্ভাস করে নিত্যকাল কাল থেকে কালান্তর বুকে
প্রাত্যহিক সীমাকে ছাড়িয়ে অনন্তের বীণা তারে-তারে
সুরস্পন্দ-মহারাগিণীর—কত ভাঙা কত গড়া চলে
স্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুরূপে অন্তঃসত্তা সৃষ্টিরূপে হাসে
সৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশ অসীম কালের মহাকাশে
ছায়াবুকে দর্পণের মত মহাকাল সম্মুখেতে রাখে—
তাহে শোভে কাষ্ঠপুত্তলিকা ঐন্দ্রজালিকের ইচ্ছাক্রমে
যথা নৃত্য করে সেইরূপ সমুদ্ভাসে সংসারের লীলা
কর্মফলে কোথাও দুর্দশা কোথওবা আনে পুণ্যফল!
মহারাজ! পিতৃমাতৃস্নেহ-ভিখারিনী পেয়েছে অনেক—
রাজদণ্ডে দণ্ডিত কন্যার একটি প্রার্থনা সকাতর—
ধর্মপথ একমাত্র পথ সেই পথে শাশ্বত কল্যাণ!
রাজদণ্ড শিরে আমি যাই—ভয়রুক্ষ ভূভার হরণে
অবতারী জয় কৃষ্ণ জয়!" এত বলি উষার গতিতে
কন্যা গেলা বেগে বাহিরিয়া—দেখি আর্ত-চিৎকার সহিত
সুধর্মা কহিলা উচ্চৈস্বরে—"কন্যা! হৃদয়-আনন্দ-সুধা।
ভাগ্যলিপি অঙ্কিয়া নিয়তি দিগন্তে ঘনায়ে কালরাতি
সঙ্কট প্রকাশে ভয়ানক—মহাকাল-পূজা-মাঙ্গলিক
হাতে করি সহস্র-শিখায় কাল-সন্ধ্যাদীপের-আলোকে
উজ্জ্বলিয়া এসেছিলি তুই অন্ধকারে আনন্দ-প্লাবনে
আরতি সঙ্গীত দশদিক-দিগন্ত মুখরি অতিসুখে
সর্বভীতি শঙ্কায় তিমিরে ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে
চতুর্দিকে সমাকীর্ণ-দুখে জ্যোতিরাশি উজ্জ্বল প্রকাশে
মহামুক্তি-আলিঙ্গন রেখা সমুজ্জ্বলি পুণ্য-অলঙ্কারে—
সংবেদনশীল হৃদয়ের পুণ্য-স্পর্শে সত্তা জাগিলায়
সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল বিধানে ধর্মপথ অন্যপথ নাই!
মহারাজ! রাজদণ্ড শিরে কন্যা গেল চলি নির্বাসনে—
রেখে গেল স্মৃতিসুধাময় নিরন্তিমার্গের মহাপথ
সনাতন সত্যের ভিত্তিতে শ্রীধর্মের মাহাত্ম্য ঘোষণা—
স্বামীন্! এখনো সময় আছে আত্মধ্বংস থেকে উজ্জীবনে।
আমি শুনি কন্যা কণ্ঠস্বর অন্তরে ফিরিছে প্রতিধ্বনি
নিত্যস্থির-উপলব্ধি বুকে সঙ্গীতের সঞ্চারিণী-শ্রুতি
নানা ভাবার্থবাদিনীবাণী প্রবোধনে নবীন-জীবনে
উদ্বোধন-উৎসব-আত্মায়—চেতনার অন্তরঙ্গরূপে
মূর্তিমন্ত প্রকাশে তড়িৎ মেঘলোকে সুপ্রেতাজালে
চিদ্রূপা পরমাশক্তির দিব্যলীলা সম্মুখে বুঝিবা
সৌভাগ্য-বর্ধিনী-আশালোক সুবিস্তারি উদ্ভাসিয়া রচে
জীবনের স্বর্গসুখবতী! নারকীয় অসৌন্দর্যে নাশি
কর্মক্ষেত্রে শ্রেয়োমূর্তিরূপ! আত্মধ্বংস কর অধর্মের
পথ-অনুসরি—ধর্মকথা পাপের আসুরি মায়ালোকে
চিরকাল বিরোধিতা রচি চাহে পাপপুরুষ কেবল
বৈরবুদ্ধি-জাগ্রত হৃদয়ে ধার্মর প্রতাপ হানিবারে—
বলি আমি শেষ নিবেদন—রাজদণ্ড দর্পিত অন্যায়ে
ভয়ঙ্কর রূপে বেথা ফুটে—ভিত্তিভূমি রাজ্যের স্থিতির
অতল গহ্বরে খুঁজে পথ—

শিশুপাল। মহারাণী! শুনি হিতকথা
বারংবার শুধু মনে হয় বুদ্ধি বিকৃতির পরিণামে
তত্ত্বগর্ভ বচন বিস্তারি উপদেশ শুনাও কেবল—
বহির্ভূত যুক্তি প্রমাণের বিষয় বস্তুতে কল্পনার
মোহ-বিভ্রমে জাগে না কভু শিশুপাল-হৃদয়-চেতনা—
শান্তিহীন-বস্তিহীন তাপে চেদিরাজপুরীর গহ্বরে
সংসারের শত-সহস্রের মধ্যে জাগে একা শিশুপাল—
আগ্নেয়গিরির জ্বালা বহি অক্ষয় শক্তির তেজোরাশি

নিশ্চিতে আত্মশৌর্য-তেজ উদ্গারি সহস্রমুখী-পথে।
শিশুপাল বিশ্বাসে-প্রত্যয়ে দৃঢ়তায় অন্তরে বাহিরে
সত্য দেখে প্রবৃত্তি সহিত প্রকৃতির মূর্তিকে বিশাল—
আত্মার নিত্যর বিচারণা বুদ্ধি-যুক্তিগ্রাহ্য কভু নহে—
জ্যোতিষ্মান গ্রহ যথা ছুটে মহাশূন্যে পরিক্রমা পথে
স্বভাব-নিয়মে গতিময়—কালগতি চক্রে আবর্তিয়া
স্বকর্ম-স্পর্ধায় শিশুপাল ছুটেছে তেমনি কৃষ্ণ-বৈর-
শক্তির দ্রাঘিষ্ট-বিস্তারের বিপুল তিমির ভেদ করি
সম্মুখীন পথে—শিশুপাল বাস্তব সম্মুখে ঊর্ধ্বশির
তুলি দেখে কৃষ্ণের চক্রাস্ত্রে মায়াময়ী চেদিরাজ্য আজি
কৃষ্ণগুণ-কথার আবর্তে শিশুপাল-শক্তি বিস্মরণে
মায়াজন প্রবাহে ভাসায় বৈরবুদ্ধি-উপলব্ধি জ্ঞান—
অমাবস্যা ঘোর অন্ধকার নক্ষত্রের আলোক-উদ্ভাস
পৃথিবীকে আলোকে না করু—কৃষ্ণের মহিমা-রূপকথা
কল্পনার ভাবের আবেগে শুধু আত্মপ্রসাদ ভুঞ্জন—
শিশুপাল জাগে যতবার—রাজদণ্ড উত্তোলিত করি
কৃষ্ণচক্র খান্-খান্ করি শিশুপাল চলে সম্মুখান—
মহারাণী! দীর্ঘদিন-রাত্রি অন্তর্জ্বালা বুকে বহি-বহি
বিসর্জনে প্রতিজ্ঞা-দুখের শান্তিজলে আজি পূর্ণকাম।
বাস্তব সত্যের সম্মুখীন হয়ে দেখি চতুর-চাতুরী-
রঙ্গভরে করি ব্যঙ্গ হাসি সম্মুখে জেগেছে কৃষ্ণ করি
শিশুপাল-গৌরব মহিমা রহস্যের অন্ধকার পারে
বস্তুসত্যে বিমূর্ত সাক্ষাৎ তত্ত্ব যাহা আড়ালে গোপনে
বীজসম অঙ্কুরি প্রকাশে শাস-রোধি যন্ত্রণা ছড়ালো।
যন্ত্রণা পীড়নে অবিরাম তীব্রদাহ জ্বালায়ে-পুড়ায়ে
স্মৃতি-শান্তিহীন প্রতিক্ষণে করি স্নেহের প্রচ্ছায়ে আজি
পাপ-বীজ অঙ্কুরিয়া উঠে—

সুবর্ণা। মহারাজ! অখণ্ড অক্ষয়-
রূপে নিত্য ধর্মের বিরাট মূর্তি ভাসে চক্ষের সম্মুখে—
পদাঘাতে দিব্যচিত্ররূপ অখণ্ড সত্যের সত্তারূপ
অপরূপ মাধুরী মায়ায় যে চিত্র অঙ্কিলা মধুময়
আভূমি-আকাশ-সমুজ্জ্বলি হৃদপদ্ম মহাভারতের
প্রস্ফুটিত কোটি জ্যোতিদলে—পদাঘাতে ভাঙি গেল তাহা
দৃষ্টির সম্মুখে—জননীর স্নেহের নির্ঝরে আনন্দের
মূর্তি চিরন্তনী অকস্মাৎ দৈব-অঘটনে বিসর্জনে
কালসিন্ধু-অথৈ সলিলে ডুবে গেল নিরানন্দে রাখি
জগৎ-সংসারে দেখি চোখ মেলি সেই—শুকায়েছে
নয়নের জল পরিতপ্ত-হৃদয়-যন্ত্রণা ঘোর তাপে—
বক্ষে জ্বালা দগ্ধ করি চলে শরীরের শিরা-উপশিরা
সকল চেতনা—জাগি তাপে অদ্রি-অস্ত্র শূন্যতায় বুকে!
শত্রুকে ভাবনা নিরন্তর শত্রুকে নিকটবর্তী করে—
কংসের শাসন-অভিযান ব্যর্থ করি কংস-কালান্তক
আবির্ভাবে যথাকালে আদি—পূণ্যব্রত-জীবের উদ্ধারে
কর্মযজ্ঞ আপনি আচরি অবতারী নিত্যলীলা চলে—
এই ইতিহাস সত্যরূপে ফলবতী বাস্তব গোচরে।
মহারাজ! কন্যা গেল চলি রাজপুরী শূন্যপুরী করি—
এই মহাশূন্যতার জ্বালা এই বক্ষে দারুণ পীড়নে
তিলেতিলে মরমে-মননে স্মৃতিভারে জ্বালাময় দুখে
তপ্তদাহ! তুচ্ছ করি কারে—ক্ষুদ্র জলকণাতে যেমন
অগ্নিনির্বাপক-শক্তি আছে তেমনি যাবৎ তত্ত্বমূলে
কল্যাণের শক্তির প্রকাশ তুচ্ছ করা মিথ্যাকে বরণ।
কন্যার প্রতিটি কার্যস্মৃতি দেখি তাই অতীন্দ্রিয় রসে-
সত্যে মধুময়। মহারাজ! কন্যার স্মৃতির প্রতিপথে
আমি দেখি আত্মার শান্তিকে পরম মুক্তিকে—ধর্মপথে
একমাত্র পথ!

শিশুপাল। মহারাণি! ঈশ্বরত্বে কৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা
যদি সত্য হয়—ন্যূনশক্তি শিশুপালে আরোপিত করা
বস্তুসত্য অস্বীকার তাহা বাস্তবের সাক্ষাৎ বিচারে—
শিশুপাল আত্ম-স্বরূপের দর্শনে সত্যকে জানি বোধে
সখ্য-দাস্য-ভক্তি-প্রেমে নহে শিশুপাল-সাধন-সিদ্ধির
মহাপথ রেখা—বৈরবুদ্ধি-দীপিত-চেতনা-বীরবলে
শিশুপাল চাহে বৈরশক্তি-আলিঙ্গনে পরম বিজয়।"
সেইক্ষণে দূতী আসি বলে—"মহারাজ। দূত অপেক্ষিছে
গোপনীয় রাজকার্য হেতু"—"দূত তবে এনেছে সংবাদ—"
"মল্লকক্ষে চলিলাম আমি"—এতবলি কহিলা হাসিয়া
"মহারাণী! কৌশলী কৃষ্ণের কূটনীতি-চক্রভেদ করি
শিশুপাল চাহিছে উত্থান আত্মশৌর্যে দীপ্ত দীপ্তময়।"

ইতি রাজসূয় মহাকাব্যে যতবর নামীয় চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

মন্ত্রকক্ষে প্রবেশি তড়িৎ কৃষ্ণ-পাণ্ডবের অভ্যুদয়-
বিনাশি-চিন্তায় আত্মমগ্ন মহারাজ শিশুপাল দেখে
কৃষ্ণ যেন ছায়ামূর্তি ধরি দুষ্টের দমন-অভিলাষী-
বিচরণ করিছে প্রতাপে—অতর্কিতে অদৃশ্য ছায়ায়
স্বচ্ছ দর্পণে যেমন ফুটে আত্মছায়া বস্তুরূপ ধরি
তেমনি কৃষ্ণের ছায়ামূর্তি সকরণে দৃষ্টির বিস্ময়ে—
শিশুপাল পিনাকপাণির ক্রোধান্বিত উগ্রতাপানল
বিশাল বক্ষের ছন্দপিণ্ডে উপলব্ধি-গভীরতা ভরি
শোণিতের স্পন্দিত আবেগে উচ্ছলে প্রবল আলোড়নে—
ভয়ঙ্কর বজ্রদ্রুতগতি ভীষণ নিনাদে ছুটে তুলে
ধ্বনি কর্ণকুহরে অদ্ভুত—দৃষ্টির বিস্ময় ছিন্নগুণ-
ধনুর মতন শিশুপাল আপন প্রবল পরাক্রম
দেখে চেয়ে মহাকাল-অযোঘশাসনে জড়বৎ
দীপ্তিহীন জাগে—শিশুপাল কৃষ্ণ-বিদ্বেষের ক্রোধানল-
তপ্ত-চেতনার সন্তাপের সহিত সহসা অনুভবে
এতক্ষণ কৃষ্ণের ভাবনা প্রত্যক্ষতঃ তেজবিতাগুণ
দগ্ধ করে বুঝি দাউ-দাউ বিদ্বেষাগ্নি জ্বালার সহিত
অন্তরের নিগূঢ় সত্তার অবচেতন শক্তিকে—তাই
উপলব্ধি আলোড়িয়া ছায়া দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করি জাগে।
বুদ্ধোদ্যত তেজস্বীর মত আত্মগৌর্যে প্রজ্বলিত জ্বালা
পরিব্যাপ্ত বোধি-চেতনায় জিজ্ঞাসিলা দূতে—"কি সংবাদ
কৃষ্ণ-পাণ্ডবের কথা শুনি—রাজসূয় যজ্ঞ-আয়োজনে
ইন্দ্রপ্রস্থে কৃষ্ণের মহিমা দিনে-দিনে কতদূর বাড়ে
কৃষ্ণনীতি চাতুরী-কলকে—

দূত। মহারাজ! যজ্ঞ-বিঘ্নকারী-
শক্তির উদ্ভব নাহি দেখি—কৃষ্ণভয়ে স্তম্ভিত সকলে
বীরত্বের প্রদর্শন তুলি কৃষ্ণাধর্ম-অনুসরি ছুটে
কৃষ্ণে করি আত্মসমর্পণ! মহারাজ! হস্তিনা এখন
প্রবল দার্ঢ্যশক্তিতাপে চাহে যেন শান্তির প্রচ্ছায়
ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সেই তাপ আর যেন নাই—
অগ্নিমূর্তি কৃষ্ণের পৌরুষ দীপ্যমান আকাশে যেমন
অমল নক্ষত্র সূর্যকরে প্রভাহীন—কৃষ্ণ অবতার
উচ্ছ্বসিত নদীবেগ যথা তটভূমি অতিক্রম করে
তেমনি যাহাই প্রতিকূল কৃষ্ণ-শক্তি বিদলিয়া ছুটে
অরুণও স্বগৌরবে তুলি! মহারাজ! সমগ্র-ভারতে
কৃষ্ণশক্তি অযোঘ-শাসন প্রতিষ্ঠিতে চাহে সাম্রাজ্যের
রাজচক্রবর্তী-চক্রমূলে ব্রাহ্মণ্যের বৈদিকসত্তায়
কৃষ্ণপরতন্ত্র-ধর্মাচারে পাণ্ডব-শক্তির অভ্যুদয়ে
এককেন্দ্রী অনুশাসনের সার্বভৌম রাষ্ট্র-অধিকার।
মহারাজ! রাজ্য-রাজ্যান্তরে দেখি শুধু ভীতির বিস্তারে
কৃষ্ণশৌর্য-অঙ্ক-সংস্কারের কুহেলিকা সুবিস্তৃত করি
পৌরুষের দীপ্তি করে ম্লান! কংস-কেশি-হংস-ডিম্বকের
বীরত্ব গর্জন মহাশূন্যে মেঘে-মেঘে তুলে আলোড়ন
কান পাতি শুনি বজ্রধ্বনি তবু কেহ নাহি উঠে জাগি—
কৃষ্ণভীতিগ্রস্ত-মনপ্রাণে দেখে কৃষ্ণদৃষ্টির বাস্তবে
ধর্মপ্রবর্তনে বিষ্ণুরূপী মর্ত্যে লীলা করে—অন্ধদৃষ্টি
বিকশিত করি পূজা-অর্ঘ্য কৃষ্ণপদে সঁপি চাহে শান্তি-
স্বস্তির সহিত বসবাসে সর্বগত কৃষ্ণ-করুণাকে!
মহারাজ! লোকশ্রুতি ফিরে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে শুনি
কৃষ্ণ-চরিত্র-জটিল অতি বিশাল বুদ্ধির আলোপনে—
সমুদ্র-শাসন করি তাই নির্মাণে দ্বারকা-রাজধানী
জরাসন্ধ বল-অতিক্রমে—কালযবনের পরাক্রমে
কৃষ্ণ কূট-যুদ্ধনীতি-পরিচয় জলন্ত স্বাক্ষর রাখি চলে
কৌশলে শত্রুর পরাভবে লোকক্ষয় নিবারিত হয়—
দ্বারকা রক্ষণে রৈবতক-গিরিদুর্গে অজেয়-শক্তির
উৎসরূপে শক্তিমন্ত্র জাগে কৃষ্ণনীতি অস্ত্রশক্তিত্রাস—

কৃষ্ণতত্ত্ব-কাহিনী অশেষ নিত্য করে মধু বরিষণ !
মহারাজ ! কৃষ্ণ-পরাক্রমে নরক-দমন-কাহিনীর
অন্তরালে দেখি অবতারীলীলা ভক্তি-গদগদ-মুখে
আত্মসত্তা বিস্মরণে জাগে !

শিশুপাল ॥ সুদক্ষ প্রচার-কৌশলের
সমুজ্জ্বল ফলিয়াছে ভালো—সাধক-পাণ্ডবগণ ঘোষে
বিষ্ণুর অখণ্ড অবতারী-শ্রীকৃষ্ণ এখন মর্ত্যধামে
সশরীরে বিদ্যমান। তাই ধর্ম নামে ধর্মরাজ্য হেতু
যুদ্ধ হলো ভারতবর্ষের রাজো-রাজো যজ্ঞ রাজসূয়ে—
কৃষ্ণ পুরোহিত আর হোতা পাণ্ডবেরা—রাষ্ট্রনীতি নামে
ধর্মবিজয়-উৎসবে রাজ্যজয় সাথে—রাষ্ট্রনীতিহীন
ক্ষমতার ধূপকাষ্ঠে চলে বলিদান স্বাধীন রাজ্যের
স্বাধিকার—কৃষ্ণরাজধর্ম-নিরঙ্কুশ ক্ষমতা-বিস্তার
স্বাধীনতা, লুপ্ত করি তাই সাম্রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলে
সবকিছুপ্রক্রিয়ে মানব প্রবর্তন কৃষ্ণ উপাসনা !
রাজন্যবর্গের বন্দীত্ব-সাধনে সবনাশ উপস্থিত করে—
ইন্দ্রপ্রস্থ অভ্যুদয়-কথা শিশুপাল অগোচরে নহে—
কৃষ্ণের দাসত্বজীবীমন কৃষ্ণ আর কৃষ্ণের আশ্রয়ে
ভোগস্বর্গ করিতে রচনা মৃগ-তৃষ্ণিকা পশ্চাতে যথা
মৃত্যুছায়া। ছাতছানি দেয় তেমনি নিশ্চিত-বিনাশের
পথে ছুটে কৃষ্ণ-গতপ্রাণে—আঁখি মেলে মানুষ ঈশ্বরে
ঈশ-পরতায় মায়া-বুদ্ধি ধ্বংস কাণ্ড করে সংগঠন।
যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটাইতে কৃষ্ণ-তাঁবেদারী থেকে মুক্ত
করিতে ভারতবর্ষ আমি দাঁড়াব একাকী ! ছরাচার
ঘোর ছরাচার—কৃষ্ণতন্ত্রে ভারতবর্ষের সনাতন-
নীতির বিলোপে অভিযান—রাজসূয় নামে !

দূত ॥ মহারাজ। স্বকর্মে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ পুরোহিত—বৃষিলাম
হোতা পঞ্চপাণ্ডব সহিত অনুগামীদাসরাজাগণ !
লোকায়ত চলিত-সংস্কার সামাজিক-বিধির বিরুদ্ধে
কৃষ্ণের বিদ্রোহ—সাম্রাজ্যের একতন্ত্রী-শক্তির সহায়ে
নিষ্কণ্টক হতে চাহে শুধু কৃষ্ণ পূজা—কৃষ্ণের চরণে
সকলের আত্ম-সমর্পণ !

শিশুপাল ॥ অন্ধ সবে কৃষ্ণমায়াজালে
কৃষ্ণপ্রতি অচল বিশ্বাসে দ্রৌপদীর আত্মসমর্পণ—
সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব-যুতুল করে কৃষ্ণ পূজা—কৃষ্ণতন্ত্রে
ক্ষত্রশক্তি অপব্যবহার—কৃষ্ণস্বার্থে—কৃষ্ণমতবাদে
রাজন্যবর্গের স্বাধীনতা-সার্বভৌম-অধিকার নাশি
বৈষম্যের সৃষ্টিকাণ্ড চলে ! সম্রাট-সূর্যের অনুরূপ—
অনাদি ভারতবর্ষ ধর্মমূর্তি অবতার-অবতারী দেহে
চিত্র আর প্রতিমা রচনা ভাববাদী-মন বিনির্মাণে
হৃদয়-আনন্দ-সুদর্শন চিরন্তন শক্তির প্রকাশে
প্রচারণা নরনারায়ণ কৃষ্ণের বিগ্রহ মনোহর—
কৃষ্ণরূপী নরনারায়ণ সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী-
পদ্ম-সিংহাসনে সমাসীন কনক-কুণ্ডল-কেয়ূরের
জ্যোতিতে ভাস্বর দিব্যদেহ হিরণ্ময় ! অনন্তের
বাক্যপুঞ্জে স্তাবকতা-স্তব রচি কৃষ্ণারতি চলে—
অনাদিকালের লোকায়ত ভারতবর্ষের সনাতন
ধর্মের নিয়মে বিপর্যয়—কৃষ্ণার্থে কৃষ্ণ-প্রয়োজনে
সাম্রাজ্যের কল্পনা-বিলাসে বীভৎস-উন্মদ ! শিশুপাল-
লোকধর্ম-শাসিত সমাজে মানিতে পারে না ঐশ্বরিক-
মতের প্রকাশ কৃষ্ণ মুখে—কৃষ্ণ মর্ত্যে বিষ্ণু অবতারী
কৃষ্ণ-বিষ্ণু অবতন্ত্র কথা !

দূত ॥ মহারাজ ! আশ্চর্য ঘটনা
কৃষ্ণ-কেন্দ্রী-ভাবনা-প্রবাহে সমুদ্রেগ দেখি স্রোত চলে
তীর্থ-জলপানে—গোপিনীরা কিশোরী-মূর্তিতে কৃষ্ণপ্রেম-
সংকীর্তনে গড়াগড়ি দিয়া ধূলিকণা কৃষ্ণপদ-স্পর্শে
স্বর্গরেণু জ্ঞানে অঙ্গে মাখে—জানি পরমার্থ-সত্যসার
কৃষ্ণপ্রেম অমৃত সিন্ধুতে নিত্য আত্মচেতনা ডুবায়
অনুরাগে সর্বসমর্পণে ! সর্বমূর্তি কৃষ্ণভগবানে
কল্পনাপ্রসূত রঙে-রাঙা অলৌকিক-শক্তির আধারে

(পরবর্তী সংখ্যায়)

পৌরাণিক আখ্যায়িকা

রুচি ও মানিনী

শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বচক্ষে তাঁদের দর্শন পেলেন না রুচি, অথচ তাঁদের বাণী শুনতে পেলেন তিনি স্বকর্ণে। তাঁদের স্বরে তাঁদের চিনতেও কষ্ট হলো না তাঁর। তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ব'লে চলেছিলেন তাঁর আদি পিতৃপুরুষগণ :

—বৎস রুচি, দারে পরিগৃহীত হও তুমি! পরমপবিত্রস্বরূপ দারপরিগ্রহ থেকে কেন বিরত আছ তুমি? বিধিমতো ভার্যাসঙ্গী হয়ে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করো, অন্যথায় বন্ধনসংঘটন বিমোচিত হবে না তোমার কিছুতেই। সস্ত্রীক দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অতিথিবর্গের পূজা দ্বারা লোকসকল ভোগ করো। উদ্বাহিত জীবন ব্যতিরেকে দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণে আবদ্ধ হচ্ছো তুমি চিরতরে। সুপুত্রের জনক হয়ে দেব ও পিতৃকুলের তৃপ্তিসাধন করো; মূঢ়তার বশবর্তী হয়ে বংশলোপ-পাপের পরিণামভাগীরূপে সদ্গতিলাভের বঞ্চনাকে আহ্বান ক'রে আপন ভাগ্যে পৃথক পৃথক ক্লেশ সংঘটিত করো না তুমি আর।

শুধু এই প্রথমবার নয়, প্রতিদিন ঠিক এই মুহূর্তেই বিশ্রামের এই একমাত্র অবসরেই অদৃশ্য পিতৃলোকবাসী আপন আত্মিক-পুরুষদের এই বাণীগুলিই বিস্ময়হীন ঔদাসীন্যে শুনতে থাকেন রুচি। প্রতিবাদ করেন না; কারণ সত্যই আমরণ কৌমার-ব্রতধারণের অভিলাষ নিয়ে অগ্নিসেবা ও গৃহাবস্থান পরিহার ক'রে আশ্রমশূন্য ও সঙ্গশূন্য হয়ে এক একাহার জীবন যাপন ক'রে চলেছেন তিনি। কোথাও যেন তাঁর বন্ধন নেই, নেই কর্তব্যেরও কোন আহ্বান। তাই নির্মম নিরহঙ্কার ও নিঃশঙ্কচিত্তে সংবেগনিগ্রহরূপে পৃথিবী পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ আগে।

কিন্তু প্রতিবাদ না করলেও, পিতৃপুরুষদের এই অযাচিত উপরোধ সংরক্ষণে উন্মোষী হননি রুচি এতদিন। কারণ, তাঁদের বাক্যাঘাতে তাঁর বিশ্বাসপাদপ টলেনি একটুও। তিনি বিশ্বাস করেন, দারপরিগ্রহই মানবজীবনের দুঃখদ্বার উন্মোচিত করে। তিনি মনে করেন, এতে জীবের নরকপ্রাপ্তিও ঘটে যেমন, অধোগতিও হয় তেমনই।

এতদিন অনুত্তরে থাকলেও, আজ এর প্রতিবাদে যেন কিছু বলতে ইচ্ছা জাগে রুচির। নিশান্তের এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বুঝতে ইচ্ছা হয় রুচির, বিশ্বের সকল দৃশ্যাদৃশ্যই যেমন সব সত্য নয়, তেমনই অভ্রান্ত নয় কোন সৃষ্টি। হয়ত পিতৃপুরুষদের ঐ আকুতিময় বাণীর সবটুকুই অলীক নয়; হয়ত ভ্রান্তিপ্রযুক্তও বটে তাঁর নিজেরই সদা নিরপায় ও অনাময় পদধাতাভিলাষী বুদ্ধির বিলাস।

সর্বতোভাবে নারীসঙ্গ পরিহার ক'রে সদা আপন দেহাত্মার কুশলানুস্মরণঃ রুচির এ হেন ভাবান্তর অপ্রত্যাশিত হলেও, অসম্ভব নয়। আজই মধ্যাহ্নে এক বিপুল বিস্ময়ের সাথে পরিচিত হয়ে যেন অসাধ্য বিদীর্ণ-চিত্তে অঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তাঁর বিশ্বাস-গ্রাবণগাত্র :—

যেন লক্ষ সূর্যের আগ্নেয়তা নিয়ে সৃষ্টি-স্থিতিকে অঙ্গার ক'রে দিতে উদ্যত হয়ে উঠেছিল সেই দিবসদ্যুতির বিচ্ছুরিত ললাট-বহ্নি। মনে হচ্ছিল, যেন বিস্মিত-তপ হরকোপানলই পুনর্প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল ত্রিভুবনব্যাপী নারীদাহনে। বহ্নিপ্রতপ্ত বায়ুতে তাঁরই প্রলয়নিশ্বাসের জ্বালা।

সে এক অকথিত মুহ্যমান দশা তাঁর! আকণ্ঠ তৃষ্ণায় আপন দেহকে যেন নিতান্তই শোণিতশূন্য এক পিণ্ডমাত্র ব'লে বোধ হচ্ছিল রুচির। পদতলের উষ্ণ মৃত্তিকায় যেন শোষিত হয়ে আসছিল তাঁর দেহাশ্রিত শেষ স্নেহরসবিন্দু। মনে হচ্ছিল, অর্কমরীচ্যাতপ্ত ব্রহ্মরন্ধ্রমুখে যেন অচিরেই নির্গত হয়ে যাবে প্রাণবায়ু।

দ্রুতপদসঞ্চারে কোনক্রমে অদূরবর্তিনী সোমোদ্ভবা নর্মদার বিবিক্ত পুলিনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন রুচি। কিন্তু নদীনীরে অবগাহিত হবার আগেই অনিবার্য এক মূর্ছায় বালুকোত্তীর্ণ তীরভূমির উপরেই কর্তিতমূল বনস্পতির মতো লুটিয়ে পড়েছিল তাঁর সংজ্ঞাহীন দেহ।

কতক্ষণ সেইভাবে সেই রুদ্রতম প্রাকৃতিকতার মধ্যে লুপ্তসংজ্ঞ হয়ে পড়ে ছিলেন তিনি, জানেন না রুচি। ধীরে ধীরে অতি মোহনীয় এক প্রশান্তির মধ্য দিয়ে পুনরায় চেতনবান হয়ে আসছিলেন তিনি। সারা অঙ্গব্যাপী এক শীতল সুখের অনুভূতিতে মনে হচ্ছিল তাঁর, বুঝি তৃষার মৃত্যুর শীতলতাতেই ধীরে ধীরে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর দেহ। মনে হচ্ছিল, মনের এ প্রশান্তি বুঝি সেই অবাক্ত জীবনালিঙ্গনেরই নির্ধারিত সূচনা।

কিন্তু পরিপূর্ণ সংজ্ঞালাভের আগেই আর এক বিস্ময়ভাবে আক্রান্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর বুদ্ধি। চেতনার মধ্যেই যেন এক নিশ্চেতন মানসিকতায় ললিত ক্রোড়ে বিলীন হয়ে যেতে চাইছিল তাঁর বিবেক।

সেই স্বপ্নময় জাগরণের মধ্যেই সহসা আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন রুচি, যেন রাকারজনীর জ্যোৎস্নাবিগলিত এক অভিরামা রমণীর অঞ্চলাশ্রয়ে আপন অজ্ঞাতে কখন এক নিশ্চিন্ত নিদ্রাঘোর পরিণতি লাভ করেছিল তাঁর সেই মূর্ছা।

আশৈশব সর্বসঙ্গবিবর্জিত রুচির কাছে সে যেন আর এক বিপর্যয়; এবং কোন রমণীর পরিচর্যায় এইভাবে জীবনপ্রাপ্তির চেয়ে গ্রীষ্মের দাবদাহে মৃত্যুও তাঁর কাছে অনেক বেশী রমণীয়।

এ যেন অভিজ্ঞতাও নূতন। রমণীকরের এত সুখদ পেলবতা প্রলয়াগ্নিসদৃশ সেই সূর্যকরের চেয়েও জ্বালাময়ময় ব'লে প্রতিভাত হয়েছিল রুচির কাছে। রমণীদেহ-বিচ্ছুরিত এই অতি মধুর পঙ্কজবাসের মধ্যে বিবাসিত মনে হয়েছিল শুধু পূচ্যমান পদ্মেরই দুর্বাস।

রুচির সমগ্র হৃদয়ব্যাপী এক অভাবিত ঘৃণা সহসা অচিন্তনীয় ভাবেই যেন প্রতিগ্রাসে গ্রাস ক'রে তুলেছিল তাঁর চিন্তাশক্তি। ভাবছিলেন রুচি,—আপন অজ্ঞাতে শেষ পর্যন্ত কি সেই সদ্য রতিযাপা তোষিতাম্বরা অথবা পিশিতাশিনী পৃথিবীসমতুল্যা এক রমণীর সান্নিধ্যেই কলুষিত হয়ে গেল তাঁর পুণ্যময় দেহ? তাঁরই অনুগ্রহলাভের সুযোগে এতদিনের সকল সংকল্পকে অঙ্গার করে দিতে এল, কে এই অসহনীয় সৌন্দর্যাধিশ্বরী বিস্মৃতসংভ্রমা? নিত্য পুণ্য মন্দাকিনী জলে অভিস্নাত-দেহী রুচির সর্ব সঞ্চয়িত জীবনকে জঘন্য পরিহাসে উৎপীড়িত করবার দুঃসাহসে কেন এল এই দুরন্তা অপবসা?

আচম্বিতে বিপুল সম্বিৎ নিয়ে উঠে বসেছিলেন বিমলাম্বর রুচি। দেখেছিলেন, শুভ্রযাপযায়না সেই নারীও বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতোই চকিতে বহু-ব্যবধানে অপসারিত ক'রে নিয়েছিল তার দেহ।

প্রচণ্ড ধিক্কার নিয়ে চিৎকার ক'রে উঠেছিলেন রুচি:

—কোন্ স্পর্ধায় অপাপবিদ্ধ রুচির দেহকে স্পর্শ ক'রে আপন জীবনকে অভিশাপজর্জরিত করতে এসেছ, পাপ প্রযোজিকা নারি? কে তুমি?

অনুত্তরে ধীরে ধীরে পশ্চাদপসরণ করছিল সেই অভিরামা। আর তাই প্রচণ্ড ক্রোধে যেন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন রুচি।

সহসা ভূতল-পতিত আপন জলকরকটি তুলে নিয়ে সাক্রোশে তাঁর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন তিনি।

আর তার আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই এক আর্তস্বর উৎসারিত ক'রেই যেন নিমেষের মধ্যে তাঁর দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিতা হয়ে গিয়েছিল সেই রূপোত্তমা।

নারীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত সেই আর্তস্বর আচম্বিতে এক বিপুল শরাঘাতের মতো বিদ্ধ হয়েছিল ক্রুদ্ধ ক্রোধোন্মত্ত রুচির হৃদয়ে। দ্রুতপদসঞ্চারে ধাবিত হয়ে আপন কমণ্ডলুটিই বালুকাস্তূপ থেকে সংগৃহীত ক'রে মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল তাঁর সেই ক্রোধ। সাধনসঙ্গী সেই পবিত্রোদকাধার কমণ্ডলুগাত্রে বিন্দু বিন্দু শোণিতের চিহ্ন যেন নিষ্ফল ক'রে দিয়েছিল তাঁকে। পরম বিহ্বলতায় সেইখানেই বসে কেন যে আপন ভাগ্যের অসদ্গতিকে চরম বিকারে বিকৃত করেছিলেন তিনি, তা ভেবেও পাননি তিনি।

কতক্ষণ যে সেইভাবে বসেছিলেন রুচি, জানেন না। একসময় বীণাক্বণের মতো শ্রুতি-মনোরম, অথচ বাদলমেঘের গুরুনির্ঘোষের মতো গম্ভীরার্থ সেই একই নারীকণ্ঠবিনিঃসৃত স্থিরধারে রোমাঞ্চিতাঙ্গ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। শুনতে পেয়েছিলেন :

—ধিক্ রুচি! ক্রোধজিত ঋষি কি কখনও কামনাজিৎ হ'তে পারে? নিষ্ঠা-শ্রদ্ধাহীন এই দুরুহ উত্তম পদ্মপত্রসদৃশ জীবনে অর্জিত ক'রে স্বর্গলাভের অনিবার্য ব্যর্থতাকেই আহ্বান ক'রে চলেছ তুমি শুধু। জীবনকে বঞ্চনা ক'রে সফল করা যায় পুণ্যসংহতি; কিন্তু ক্রোধরূপ মহাব্যাধিতে আক্রান্ত সৃষ্টির অধিকার কই সেই পুণ্যলোকে প্রবেশের?

অসহায়ভাবে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন প্রশমিতক্রোধ রুচি। কিন্তু কাউকে দেখতে পাননি। এবার ক্রোধের পরিবর্তে কেন যে বিপুল ক্রন্দনে ভেঙে পড়তে চাইছিল তাঁর অন্তর, তা-ও তাঁর অজ্ঞাত।

এবার যেন অস্ফুট গুঞ্জনের মতোই শোনাল সেই একই কণ্ঠোৎসারিত বাগধারা। কেন জানেন না রুচি, তবু যেন মনে হয়েছিল, স্বরলোকবিগলিত অমৃতধারায় পরিসিক্ত এক স্বরলহরীতে ধন্য হয়ে গিয়েছিল তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয় :

—তার চেয়ে দারপরিগ্রহ করো, রুচি। বিবশ হবে ক্রোধ, বিজিত হবে কাম, দূরীভূত হবে লোভ। তোমারই অর্জিত তৃপ্তিতে চিহ্নমাত্র থাকবে না সেই শুবিবৈরি মোহ মদ ও মাৎসর্যের। তখন মর্ত্যের মৃত্তিকায় দাঁড়িয়েই লাভ করবে স্বর্গের প্রশান্তি। জানো না, স্বর্গেও সদ্গতি লাভে বঞ্চিত হয় অপুত্রক মানব?

সত্যই, ক্রোধবশে এ কী করেছেন তিনি?—ভাবতে চেষ্টা করছিলেন রুচি। আর তারই পরিণামে কেন এক দুঃসহ বেদনাতেই বারে বারে উদ্বেলিত হয়ে উঠতে চাইছিল তাঁর হৃদয়? কেন উদ্গতপ্রায় অশ্রুজলের অবিরাম জ্বালা এসে লাগছিল দুটি চক্ষে?

কোনমতে আত্মসংবরণ ক'রে দৃপ্তকণ্ঠে নারীকণ্ঠের সেই শেষ উপদেশের প্রতিবাদে কিছু বলতেও ইচ্ছা যাচ্ছিল তাঁর। কিন্তু কোন্ সে সংকোচের বিহ্বলতায় কেন যে বলতে পারেননি কিছু, তা-ও জানেন না রুচি। শুধু মনে হয়েছিল, যেন এক বিপুলবিস্ময়বহা প্রহেলিকার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গিয়েই উন্মাদিনী হয়ে গিয়েছিল তাঁর বুদ্ধি; অথবা মৃত্যুকবলিত হবার প্রাক্মুহূর্তে এ বুঝি তাঁর আপনারই মানসিক বিকার!

কিন্তু তা-ও তো বিশ্বাস হয় না।—আপন মনেই বিচার ক'রে চলেছিলেন রুচি। মৃত্যুরাজ্যের দ্বারদেশে অপেক্ষমান সৃষ্টিকে দারপরিগ্রহের উপদেশই বা দেবে কেন সেই অজ্ঞাত-পরিচয়া অদৃশ্যা? কেন তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেবে অপুত্রকের অভিশপ্ত পরিণতির কথা?

সহসা যেন মৃদু মৃদু কম্পনে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে তাঁর কর্ণস্পর্শী বায়ু তরঙ্গ। পুনরায় ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই অস্ফুট গুঞ্জন!

—তুমি সত্যকার জীবনরাজ্যের দ্বারদেশেই অপেক্ষমান হয়ে আছ, রুচি। কিন্তু এই রাজ্যে একাকী নির্লিপ্ত

কোন মানবের অধিকার নেই প্রবেশের। সত্যস্বরূপ সৃষ্টিময় জীবনই স্বর্গ, আর সৃষ্টিলোকের চিরাকাঙ্ক্ষিত সেই অক্ষয় স্বর্গসম্প্রাপ্তির জন্যই যামাময়ী প্রকৃতির কাছে আপনাপন যামাঙ্ক অর্পিত ক'রে ধন্য হয়েছেন স্বয়ং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক পুরুষত্রয়ী। তুমি সেই সৃষ্টির বাহিরের হ'তে গিয়ে বাহিচারী হয়ো না রুচি, তাতে শুধু চরম রিক্ততার মধ্যেই অবসিত হয়ে যাবে তোমার এই দুর্লভ জীবনাভিযান।

আরো বহুক্ষণ সেইভাবে বসে ছিলেন রুচি। আরো কিছু শোনবার জন্য সেই দুরন্ত আগ্রহে কেন যে অধীর হয়ে উঠেছিল তাঁর চিত্ত, তাও জানেন না তিনি। কিন্তু সেই মুহূর্তে নদীবক্ষে প্রবাহমান জলরাশির অবিরত কল্লোল ছাড়া আর কিছুই পশেনি তাঁর কর্ণেন্দ্রিয়ে।

এক সময় লক্ষ্য করেছিলেন রুচি, যেন তাঁরই জীবনের লজ্জা নিয়ে ধীরে ধীরে অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল পশ্চিম গগনের গণ্ড। মনে হয়েছিল, যেন ক্রোধবশ এক তাপসজীবনের ক্ষণিক-বিভ্রান্তির প্রতিভূস্বরূপিণী হয়েই আলোকান্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল বিষণ্ণা ও মলিনা স্বয়ং সেই প্রকৃতি। মনে হয়েছিল, যেন তাঁরই সর্বাঙ্গের ক্লান্তি নিয়ে ঘনীভূত হয়ে গিয়েছিল নদীতটস্থায়ী বায়ু।

বিঘ্নিত হয়েছিল এতদিনের মানসিক প্রশান্তি। নিদারুণ স্মৃতিহীনতার এক প্রাণঘাতি জ্বালায় অধীর ও অশান্ত হয়ে উঠেছিল রুচির মন।

উপদেশচ্ছলে নারীকণ্ঠ-বর্ণিত সেই জীবনসূত্রকারী ভবিষ্যৎ অদৃষ্টাসঙ্কারই দ্বারা যেন ধীরে ধীরে এসে পড়তে চাইছিল বিস্মরণাহত রুচির প্রাণকেন্দ্রে। কোথা থেকে যেন মূর্তিমান অমঙ্গলের মতো আর এক নতুন বিশ্বাসের বিক্ষুব্ধ ও বিধ্বংসী প্রভঞ্জনতরঙ্গে প্রভাসিত হয়ে যেতে চাইছিল তাঁর এতদিনের সুপালিত বিশ্বাসদল।

কী পরিতাপে, কত অন্তহীন মুহূর্ত যে সেখানে অপচয় করেছিলেন রুচি,এবার সন্ত্রাট হলো তারও জন্য অনুশোচনা। অস্তি স্বধার স্রোতস্বিনী-নীরে অবগাহিত হয়ে যেন দেহবিলগ্ন অশুচিতাকে প্রক্ষালিত ক'রে নিতে চাইলেন রুচি।

তারপর ধীরে ধীরে অস্তাচলগামী আলোকেশের চরণে প্রণতি জানিয়ে সায়ন্তনকৃত্য সমাপন ক'রে লোকালয়াভিমুখে এগিয়ে চলেন তিনি। কিন্তু কর্ণকুহরে অনুরণিতা সেই বাণীকেও যেন বহন ক'রে নিয়ে চললেন সেই সাথে :

—অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।

কিন্তু তাঁর এতদিনের আত্মচিন্তাময়-হৃদয়ের নিস্তরঙ্গ গহন সমুদ্রে নতুন চিন্তার যে বিপত্তিময় আলোড়ন সৃষ্টি ক'রে গিয়েছিল সেই নারী, কোনমতেই আর তা প্রশমিত হতে পারল না। সেই একই অনিবার্য চিন্তায় অধীর হয়েই লোকালয়ের অনুরবর্তী এক দেবালয়-প্রাঙ্গণে আপন অজ্ঞাতেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়েছিল রুচির চক্ষু।

রজনী তখন প্রায় শেষ-যামবর্তিনী। বাতাসের শীতলস্পর্শী প্রবাহ ধীরে ধীরে নিয়ে আসছিল রাত্রি সমাপ্তির ইঙ্গিত। নিশীথাকাশের নিস্তরঙ্গ তিমির-নীলিমা যেন দূরাগত আলোকের পদধ্বনি শোনার আগ্রহে উৎকর্ণা হয়ে অপেক্ষমানা ছিল তখন।

সহসা স্বপ্নের মধ্যেই আপন আত্মার সম্পর্কে এক অসতর্ক নায়কীয় বিভীষিকা দর্শনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন রুচি। বিঘ্নিত হয়েছিল শেষ-যামিনীর নিদ্রাভোগ।

কেন জানেন না, তবু যেন এক প্রত্যাশা-উজ্জ্বল চিন্তা নিয়েই চক্ষুরুন্মীলিত করলেন রুচি। কিন্তু তেমন কিছুই দেখতে পেলেন না তিনি। শুধু বুঝলেন, নিরাবরণ আকাশবক্ষে লক্ষ লক্ষ তারকার চক্ষু যেন এক বিরাট পরিহাস নিয়ে তাকিয়ে ছিল তাঁর দিকে। জানেন না রুচি, আপন বক্ষপঞ্জর শূন্য ক'রে কেন সেই মুহূর্তেই এক দীর্ঘনিশ্বাসের উৎসারণে কোন্ সে দুর্বহ ভার থেকে মুক্ত হ'তে চাইছিল তাঁর মন।

সদা স্বস্থবুদ্ধি ও প্রসন্নধী রুচির জীবনে এ অনুভূতিও অভিনব। তাঁর যেন মনে হয়েছিল, এক অভিনবত্বের চমকে এবার সত্যই বুঝি উন্মাদ হয়ে যাবেন তিনি।

ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রতিদিনের মতো ক্ষিতিরসরভস বাতায়নে স্বপ্নে পিতৃপুরুষের সেই পরিচিত স্বর শুনতে পেলেন তিনি পুনরায় :

—বৎসে রুচি, দারে পরিগৃহীতে হও তুমি। পরমপবিত্ররূপ দারপরিগ্রহ থেকে কেন বিরত আছ তুমি? বিধিমতো ভার্যাদক্ষী হয়ে স্বর্গ ও অপবর্গ লাভ করো, অচ্ছবার বন্ধন-সংঘটন বিমোচিত হবে না তোমার কিছুতেই। সস্ত্রীক দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ ও অতিথিবর্গের পূজা দ্বারা লোকসকল ভোগ করো। উদ্বাহিত জীবন ব্যতিরেকে দেবঋণ, পিতৃঋণ, মনুষ্যঋণ ও ভূতঋণে আবদ্ধ হচ্ছো তুমি চিরতরে। পুত্রপুত্রের জনক হয়ে দেব ও পিতৃকুলের তৃপ্তিসাধন করো; মূঢ়তার বশবর্তী হয়ে বংশলোপ-পাপের পরিণামভাগীরূপে সদ্গতিলাভের বঞ্চনাকে আহূত ক'রে আপন ভাগ্যে পৃথক পৃথক ক্লেশ সংঘটিত করো না তুমি আর।

এতদিন পিতৃলোকের অযাচিত এই উপদেশাবলী উপেক্ষার শ্রবণে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন রুচি। কেবলমাত্র পূজ্যতম পূর্বলোকের বিরুদ্ধে আপন ঔদ্ধত্য প্রকাশের আশঙ্কাতেই প্রতিবাদ করেননি কিছু।

কিন্তু আজকের মতো এমন অনভ্যস্ত ঘটনাপরম্পরার সংঘটনে এমনভাবে কখনও বিষাদাচ্ছন্ন থাকেনি তাঁর স্মৃতি। এমনভাবে আপন সেই সুপালিত বিশ্বাসে সন্দিহান হয়ে ওঠবার ইচ্ছা জাগেনি তাঁর কখনও।

আজ অদেহী পিতৃপুরুষদের কণ্ঠে এই নীরস উপদেশের মধ্যে কিছুটা স্মৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না দুর্ভাগা, কারণ দেহবতী সেই ক্ষণদর্শিতার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার মতো উন্মাদিনী হয়ে যেতে পারে না তাঁর বুদ্ধি। একদা এই পিতৃপুরুষবর্গেরই জাগতিক অধিষ্ঠানে সম্ভবিত হতে পেরেছিল মর্ত্যলোকে তাঁরও সৃষ্টি; আর নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে, শুশ্রূষার দ্বারা তাঁর সেই সৃষ্টজীবনকে রক্ষা করেছে সেই নারী। দুটি দিকেরই একই কল্যাণেচ্ছাকে এতক্ষণেও না চিনতে পারার মতো দুর্বলতাও নয় রুচির স্মৃতি। অথচ উপদেশচ্ছলে সেই একই জিজ্ঞাসা কেমন ক'রে ধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে দুই কল্যাণোৎসেই?—

—কস্মাৎ ত্বয়া পুণ্যো ন কৃতো দারসংগ্রহঃ?

এইবার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে বুঝতে ইচ্ছা হয় রুচির, বিশ্বলোকের সকল দৃষ্টাদৃষ্টই যেমন সব সত্য নয়, তেমনই অভ্রান্ত নয় কোন সৃষ্টি। হয়ত অলীক নয় পূর্বলোকের ঐ আকৃতিময় বাণীর সবটুকুই; কিংবা হয়ত ভ্রান্তিপ্রসূতও বটে তাঁর নিজেরই সদা নিরপায় ও অনাময় পদলাভাভিলাষিণী বুদ্ধির বিলাস।

তাই, নিজের সেই বুদ্ধির বিলাসকেও পরিপূর্ণ চিনতে ইচ্ছা জাগে ব্রহ্মব্রতী রুচির। সকল ভ্রান্তির সংশোধনের জন্ত অনিবার্যভাবেই ব্যাকুল হয়ে ওঠে তাঁর অন্তর। তবে কি তাঁর অসুস্থাদিত জীবনযাপনের সেই প্রতিজ্ঞা আসলে এক দুর্বহ ও দুঃসাধ্য অঙ্গীকারেরই নামান্তর? ভ্রান্তি কি তবে তাঁর নিজেরই কর্তব্যবাদে?

অন্তরের আগ্রহকে আর দমন করে রাখতে পারেন না রুচি। অনক্ষ্যচারী পিতৃলোকের বিদেহী সত্তার উদ্দেশেই ধ্বনিত হয়ে ওঠে তাঁর নিজেরই অন্তর্জিজ্ঞাসা :

—সম্যক্ আত্মনিয়মনে আত্মার যে সংযমন সকল মুক্তির হেতু, পরিগ্রহ কি তারই অন্তরায় নয়? আপন সত্তাকে মহালয়ে লীন করার পরিবর্তে তাকে মমত্বপঙ্কে লিপ্ত করাই কি পুণ্য? বরং নিষ্পরিগৃহীত জীবনযাপনে চিৎসত্তারূপ সলিলে অনুদিন সেই মমতার ব্যাকুলতাকে প্রক্ষালিত করার প্রচেষ্টাই কি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা প্রশস্ত কল্প নয়? কামরূপ ভুজঙ্গে বিসৃষ্ট ও বিষয়াভিলাষরূপ বিষবাহী পুত্রই কি আপনাদের কাম্য? হে পিতৃলোকবাসী অমৃত অর্হদল, সদ্বাসনারূপ সলিলসেকে আমার অনেক জন্মসম্ভূত কর্মরূপ পঙ্করাশিতে পরিলিপ্ত আত্মাকে প্রক্ষালিত

করার উপদেশের পরিবর্তে এক কাল্পাহত-ধাবন জীবনের ক্ষণিক তৃপ্তির পরিহাসকে বরণ ক'রে নিতে,—এ আপনাদের কেমনতর উপদেশনা ?

—ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমিত ক'রে আত্মার প্রক্ষালন অবিধিজ্ঞ নয়, বৎস রুচি ! কিন্তু সর্বকর্ম পালনের দায়িত্ব থেকে নিজেকে অপসারিত রেখেও মোক্ষলাভ করা যায় না। নিষ্কাম জ্ঞানের দ্বারা যেমন অন্তর্তমাশ হয়, ঠিক সেই ভাবেই শুভাশুভ ভোগরূপ ফলদ্বারাও প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয়ে থাকে। মনে রেখো, কর্মমাত্র-পরায়ণ হয়ে বিধিজ্ঞ সকল কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তকামী মানব যেমন কখনও বন্ধনমুক্ত হয় না, কামনাত্যাগী হয়েও কর্মে অনুভোগবশতঃ তেমনই বন্ধন প্রাপ্ত হয়ে থাকে। জেনে রেখো, অহর্নিশ একমাত্র সুখ ও দুঃখের ভোগ দিয়েই পূর্বকৃত কর্মের ক্ষয়সংঘটন সম্ভব। বৎস রুচি, পাপ-পুণ্যেই প্রবর্তিত মানবের পথবী। সকল প্রাজ্ঞপুরুষের মতোই কর্মের দ্বারা কর্মকে ক্ষয়িত ক'রে শ্রেষ্ঠ পথবী লাভের জন্য অগ্রণী হও তুমি। কর্মভীরু আত্মার অধোগতিপ্রদ বিবেকহীনতাকে সঙ্গে নিয়ে সমাজ ও সংসার থেকে পলায়িত থাকা পাপপঙ্কে পরিলিপ্ত থাকারই নামান্তর।

তিমিরারির করস্পর্শে ধীরে ধীরে যেমন ছিন্ন হয়ে যেতে থাকে হেমন্তশেষের ঘন কুহেলিকা, তেমনই এক নতুন ও সার্থক বিশ্বাসের বিচারশক্তি দিয়ে এতদিনের সেই ব্রহ্মব্রতী-জীবনের উদ্ভ্রান্তিক প্রহেলিকার অর্থও উপলব্ধি করতে শুরু করেন তিনি। তবুও প্রবল প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যেমন শেষ বলটুকু প্রয়োগ করেই তবে সংগ্রামোন্মত্ততা থেকে বিরত হতে চায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রও বীরসত্তার ঔদ্ধত্য, তেমনই এক ক্ষীণতম অবিশ্বাসের কৌতূহল তখনও জাগিয়ে রাখে রুচির অন্তর। বলে চলেন রুচি :

—কিন্তু বেদে এই কর্মমার্গকেই কি অবিদ্যারূপে উল্লেখ করা হয়নি ? হে পিতামহবর্গ, আপনারা বেদবিরোধী সেই কর্মমার্গেই কেমন ক'রে সংযোজিত করতে চাইছেন আমায় ?

সমস্বরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে পিতৃবর্গের অভীপ্সা :

—বেদপ্রিয় রুচি, মিথ্যা নয় বেদবাণী। কিন্তু কর্মের দ্বারা অবিদ্যা লাভের ইঙ্গিত আছে কি বেদে ? কর্মের দ্বারাই বিদ্যাপ্রাপ্তির নির্দেশ কি নিঃসংশয়িতভাবে গীত হয়নি বেদে ? দুষ্কর্মই সর্বথা পরিত্যাজ্য, বিহিতের অননুষ্ঠান নয়। বৎস রুচি, যথাযথ উপায়যোগ সহায়ে প্রয়োগ্য বিষ হ'তেও লভ্য হয় যেমন অত্যুৎকৃষ্ট উপকার, তেমনই অত্যুপায় সহায়ে অনুষ্ঠিত অবিদ্যা থেকেও উপকার লাভ করা যায়। কর্মবান্ হও, কিন্তু কর্মবন্ধ সংঘটনের নিমিত্তমাত্র হয়ো না। বিহিত বিধানে দারপরিগ্রহের অর্থ, এক বিহিত কর্মেরই অনুষ্ঠানভাগী হওয়া, আর কিছু নয়। যে সমাজ ও মানবের পুণ্যচ্ছায়ে অবলম্বিত ক'রে একদিন মর্ত্যের প্রথম আলোক অবলোকনে ধন্য হয়েছিল তোমার জীবন, অপত্যসৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টির সমাপ্তি দানে তাকে সার্থক ও সুন্দর ক'রে তোলো। দারপরিগ্রহ শুধু তোমার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য এক লালসাগ্নি প্রজ্বলনের ইন্ধন মাত্র নয়, বিপুল সেই স্রষ্টাশক্তির কাছে তোমার আন্তরিক বশ্যতা-স্বীকৃতির নামান্তর। এখন এক আছ, বিভক্ত হও; বহুর মধ্যে নিজেকে বিভাজিত ক'রে দাও, রুচি। লোকবিগর্হিত আত্মসুখপরায়ণতার পথে প্রবৃত্ত হয়ে তোমার নিজেরই সৃষ্টি হওয়ার আশীর্বাদকে বিফল হ'তে দিও না।

ঠিক এই মুহূর্তে নিঃশেষে কেন যে সকল সংশয় দূরীভূত হয়ে যায়, জানেন না রুচি। জানেন না, কেন সেই সঙ্গে আজকের অপরাহ্ণবেলার নদীতটে ক্ষণিক-দর্শিতা সেই অপরূপ মুখচ্ছবির স্মৃতি এক বিপুল বেদনায় ভীর্ণ ক'রে দেয় তাঁর অন্তস্তল। জানেন না, কেন এক ব্যাকুল আগ্রহে সেই হারিয়ে যাওয়া অপরাহ্ণের আলোকে ফিরে যেতে ইচ্ছা জাগে। ইচ্ছা জাগে, তাঁর এতদিনের সকল মিথ্যা সংস্কারের অচলায়তন চূর্ণ ক'রে সত্যস্বরূপিণী সেই আদিতা মমতার নীলকণ্ঠপ্রভ দুই নয়নের স্ফুরিত বিদ্যুতের আলোকে পুনরাভিষাত হয়ে নতজানুকন্দরে আপন হৃদয়ের শেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ পেতে। ইচ্ছা জাগে, এই রাত্রির অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জীবনাপরাহ্ণের সকল অবিধিজ্ঞানুষ্ঠানের প্রায়শ্চিত্ত সাধনে। মনে

হয় রুচির, পিতৃলোকবাসীর অভ্রান্ত নির্দেশকে স্বীকার করতে গিয়ে ধরণীরুহের আপন জীবনের যে শান্তি ও স্বস্তিহীনতাকেও স্বীকার ক'রে নিয়েছেন তিনি, হয়ত, তা পরম পূর্ণতায় পরিণতি পেতে পারত প্রায় স্বয়ংচারিণী সেই অনাদিকা সুন্দরাননার সৌন্দর্যারতিরই সার্থকতায়। মনে পড়ে :

—অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।

বিদ্ধ বিলম্ব হয়ে গিয়েছে বড়। বুঝতে পারেন রুচি, জীবনের বাসনাবাসিত সেই উৎসবের মুহূর্তগুলিকে ধন্য ক'রে যে মুহূর্তে সার্থক পিতৃত্বের অধিকারকে লাভ করতে পারতেন, তা নির্বাসনায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে বহু পশ্চাতেই ফেলে এসেছেন তিনি। তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না কোনদিন।

এক অকথিত বিষাদে রুচির বিবেক যেন প্রতিহত হতে থাকে বারংবার। এক পূর্ণতার প্রত্যাশার দিকে যেন উদাস দৃষ্টির শূন্যতা নিয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি।

এতদিন দেখেন নি রুচি, এবার নতুন করে দেখতে ইচ্ছা যায়, যেন সমগ্র বিশ্বব্যাপী অতি সৌন্দর্যে ও সার্থকতায় সম্ভবিত হয়ে চলেছে সৃষ্টির আত্মীকাপুত অসামান্য সব কলত্রযুক্তি। সমুদ্রকে দেখতে ইচ্ছা যায় রুচির, আপন তরঙ্গাধরদানে প্রকৃতিপ্রণয়ভৃতা তরঙ্গিণীকে পান করাতে প্রাণপণে। দেখতে চান, সুবিশাল মহীরুহাঙ্গে আকর্ষালিঙ্গনপ্রয়াসিনী লতিকাকে। দেখতে চান, বিপুলপৌরুষ জলধরের অঙ্কশায়িনী হবার আহ্লাদে প্রমত্তা হ্লাদিনীর উন্মত্ত শিহরণ। দেখতে চান, অর্কময়ীচরস্পর্শে অনির্বচনীয় ভাববিভাবিতা অনুরাগতকেশরা অরবিন্দার উন্মুখ আত্মবিকাশন। দেখতে ইচ্ছা জাগে, নীপ বনানীর সমগ্র অঙ্গে শৃঙ্গারশিহরণ জাগিয়ে রাজকীয় বিলাসে বর্ষার আগমন। দেখতে চান, হৃদয়স্বামীর চরণমূলে আপন অন্তরের সকল ঐশ্বর্যকে অকাতরে নিবেদিত ক'রে কামনা-কৃতার্থা প্রকৃতিরাণীর আনন্দোচ্ছ্বাস। বনসরসি অতিক্রম করতে করতেই বিহগমিথুনের স্রোতিস্বত কুসুমকেশরের পরিবর্তে এক কল্যাণতর চিন্তায় আকুল হয়ে উঠতে চান রুচি। আকুল হয়ে উঠতে চান প্রতীচীর কক্ষাভ্যন্তরে বিরামাভিলাষী দিনক্লান্ত দীপ্ত দীধিতির আত্মবিলুপ্তি হয়ে যাওয়ায়।

পরিণামানুযায়ী এক সন্ত্রস্ত আকুল দীর্ঘশ্বাসের মতোই উৎসারিত হয়ে আসে রুচির বিলাপিত বাণী :

—হায়, এই ব্যর্থকে উপনীত রুচির আঁধারাচ্ছন্ন জীবনে আলোকদানপ্রয়াসিনীরূপে আসবে কি কোন দারা? সর্বথা দুর্ঘট এ বিত্তহীন জীবনের মাঝে কি চিত্তপ্রিয়া হয়ে আসবে কোন বিত্তময়ী বামা?

সঙ্গে সঙ্গেই উদ্বেগপীড়িত সন্তানের উদ্দেশে স্নেহবারের মতোই স্বনুরণিত হয়ে ওঠে পিতৃলোকের স্বরবায়ু :

—পুত্র রুচি, মন যাকে চায়, তাকে পাওয়ার দুরন্ত আগ্রহপুষ্ট প্রয়াসেরই নাম সাধনা। সৃষ্টির মঙ্গলসৃষ্টি-মানসে তোমার চিত্তের সার্থক আকাঙ্ক্ষার শক্তিই সুগম ক'রে দেবে সেই চিত্তপ্রিয়ার প্রত্যাগমনের পথ। আর, ক্লেশবহুল তপশ্চরণলব্ধ কল্যাণের বিজয় পরিণামসদৃশ তোমার সেই সাধনলব্ধ সিদ্ধিতেই প্রতিহত হবে আমাদের পতন, রুদ্ধ হবে তোমারও অধোগতি।

সীমাতীত উদ্বেগে পরিপূরিত হয়ে যায় রুচির অন্তর। এতদিন সংসারের নিগড়বন্ধনত্রাসে পলায়নপ্রয়াসী এক অশান্ত জীবনের ভার বহন ক'রে দেশে দেশে পরিভ্রামিত ছিল তাঁর উদ্যম; এবার কন্যাভিলাষী হয়েই প্রবৃত্ত হন তিনি পৃথ্বী-পর্যটনে।

একদা কান্তিমান রুচির দারাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার অভিলাষে এগিয়ে আসেন অনেকানেক কন্যাবান পিতা। কিন্তু প্রাক্‌বিবাহের যে মুহূর্তে স্বয়ং সেই কন্যাকে দর্শন করেন রুচি, সেই মুহূর্তেই সেই বিবাহ-সম্বন্ধ অঙ্কুরেই বিনষ্ট ক'রে চলে আসেন তিনি সেখান থেকে।

বুঝতে পারেন না রুচি, রাজদুর্লভা অগাধতা ঐ কন্যকার দল কেন তাঁর একটি মনের মানসী-নির্বাচনের মনোরথকে সমাপ্তিতা দানে অক্ষমা ব'লেই মনে হয় বারংবার! তবে কি এক অসীমা অনুমিতারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হয়ে আছে তাঁর আকাঙ্ক্ষা?

নিজের কাছে নিজেই যেন ধরা পড়ে যান সংক্রামিত-সন্ত্রাস রুচি। অস্বীকার করতে পারেন না, দারপরিগ্রহের দ্বারা নিবেদিত নিবাপত্তিতে পিতৃকুলের পরিতৃপ্তি সাধনের সাথে সাথে শুধু যে নিজেরও এতদিনের এক অনাস্বাদিত পরিতৃপ্তিকে পরিণতি দান করতে চেয়েছেন তিনি, তাই-ই নয়; সেই সঙ্গে দয়িতাসঙ্গী জীবনের সূচনায় অপূর্ণ প্রাচীন জীবনের সকল অপুণ্যের নিঃশেষ অবলুপ্তির মধ্যে প্রায়শ্চিত্তলভ্য এক শুচিতাকেও পেতে চেয়েছে তাঁর অন্তর। কিন্তু যাকে চাইছেন তিনি জীবনসঙ্গিতা রূপে, সে অসীমা কল্পনা নয়, সে এই বাস্তব জগতে দেখা সেই ঋণিকের করুণা,—বিভ্রান্ত রুচির জীবনের এক পূর্ণতমা সত্যস্বরূপিণী। তারই পুণ্যসান্নিধ্যে একদিনের সেই বিহিতাকরণজনিত পাপকে পুণ্যের পরিশোধনে শোধিত ক'রে সকলরকমে নিজেকে সার্থক ক'রে তুলতে বদ্ধপরিকর তাঁর জীবনসাধ।

কিন্তু কি যে করবেন, কোথায় যে যাবেন, কোন্ পন্থায় যে আশু সিদ্ধ হবে তাঁর মনোরথ, কিছুই ভেবে পান না রুচি।

একের পর এক শুধু বিবাহেচ্ছার প্রস্তাবনে নিজেকে নিরোজিত রেখে শেষপর্যন্ত বিফলমনোরথ হয়ে পরিশ্রান্তি ব'তে লাগলেন রুচি। বার বার এক দুর্বার মনোদাহে প্রলোচিত হয়ে তাঁর জীবনবাহিতারূপে সবাবির্ভাবা বাবন্ত অনুরাগ আগ্রহকে উপেক্ষা ক'রে নিজের বঞ্চনাকে নিজেই আহ্বান ক'রে চলতে লাগলেন তিনি।

বুঝতে পারেন না রুচি, তাঁর জাগরণময় সেই প্রায়-স্বপ্নলোক হ'তে কোন্ পথানুসরণে কেমন ক'রে পুনরায় তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হবে তাঁর সেই জীবন-স্বপ্নের স্বর্গ-বিলাসিনী! সে কি জীবিত রুচির চক্ষু, যা পুনরায় দর্শন করতে পারে তাঁর সেই একদিনের হারিয়ে যাওয়া মনসিজা চিত্তলক্ষ্মীকে? সমগ্র বিশ্বলোকে যেন রুচির আকুল অন্বেষণের দৃষ্টি বার বার পতিত হয়নিকাকে সামনে রেখেও এড়িয়ে চলে তারই সন্ধানে, যার স্মৃতিকল্প পরিচয়ের চিহ্ন রেখে যায়নি সে বাস্তবের কোনোখানে; রেখে গেছে শুধু রুচির অন্তর্লোকে। যেন বস্তু-জগতের সকল আলোক থেকে দূরে, কেবল আপন নিভৃতে এক অভিশপ্ত আঁধারের গর্ভে, মন্দির-তিমিরে স্বর্ণদীপ মুখস্থায়ী জ্যোতির্ময়ী শিখার মতো, যার শুভ্রস্নিগ্ধ দীপ্তিকে দেখেছিলেন রুচি, মর্মের মুকুরে যার অপসৃয়মানা যৌনতনুলেখাখানি ছায়া ছায়া ভাসিত রয়ে আজও, ক্ষণিক বিভ্রান্তির মধ্যে পাওয়া যার অঙ্গসৌরভে আজও যেন পরিপূরিত হয়ে আছে তাঁর ঘ্রাণ,—তাকেই কি অঙ্গের অঙ্গিনীরূপে পেতে পারেন না তিনি কখনও?

বুঝেছেন পরিণয়োৎসুক রুচি, সংসারের সকল প্রতিদ্বন্দ্বিতা বঞ্চনা ও ব্যর্থতার ক্লান্তি পরম সান্ত্বনায় রূপান্তরিত ক'রে দিতে পারে যে,—সে সে-ই। শুধু সেই কল্যাণীরই পুনর্গুঞ্জরণায় তাঁর জীবনের হলাহল পরিণত হ'তে পারে পরম অমৃতে। একে অশোচাযুক্ত আসক্তি ব'লে ভুল করেন না রুচি; বরং মনে করেন, এ এক শুচিময় আসক্তির মধ্য দিয়েই কলুষতীব্র ভ্রান্তিবিলাসের অকল্যাণী শক্তির চিরনির্বাসন। যৌবন মদিরার উজ্জ্বল পাত্রধারিণী এক বিলাস-সঙ্গিনীরূপে নয়; এ যেন জীবনের সত্যপূণ্যব্রতী এক সৃষ্টীযানস দেবাত্মীবের একনিষ্ঠ সেবী-আবাহন।

প্রতিদিন আলোকিত প্রভাতে, কিংবা কোন বিরক্ত সন্ধ্যায় সেই বিবিক্ত নদীপুলিনে এসে তারই সন্ধানে ব'সে ব'সে এক আকুল দীর্ঘশ্বাস মোচিত করেন চীরবাসা রুচি। প্রতিদিন একই প্রশ্নধ্বনিত বাণী উৎসারিত হয়ে আসে তাঁর হৃদয় হ'তে:

—অয়ি রুচি-কল্পনার আনন্দমন্দিরে, তুমি নিত্যকালের রসায়নরূপে বিরাজিতা হও আমার জীবনে। আমার বিশুষ্কপ্রায় জীবন-প্রবাহে নবতমা নির্ঝরিণীর আশীর্বাদরূপে আরবার সম্ভবিত হোক তোমার আবির্ভাব। তোমার সেই সরল-ভঙ্গি-স্নিগ্ধ স্পর্শ দিয়ে আমার নির্বোধ মনের সকল গ্লানিকে দূরীভূত ক'রে দাও তুমি চিরতরে। তোমার তরুণ দৃষ্টির আলোর প্রশান্তির প্রাপ্তিতে কল্যাণস্নিগ্ধ পরিশীতলতায় ধন্য হোক আমার অবশিষ্ট অহংকারের

পরিদাহ। এসো, এসো, হে সুরময়ী কল্পলোকরহিতা অজ্ঞাতা, আমার এই সঙ্গীতবিয়োজিত জীবনকে প্রসন্ন-সঙ্গীতযোগে প্রতিশ্রুমুখর ক'রে দাও তুমি।

তবু জ্যোতিস্পথের মহাশূন্যতাই তীব্র হাহাকারে পূর্ণ ক'রে দেয় রুচির অন্তর। ঘুসরতরঙ্গভঙ্গা স্রোতস্বতীর প্রভাদেশিনীরূপে ছায়াময়ী হয়ে ওঠে নীলাভ শরদভ্রলেখা। আর, আলোকরহিত এক রহস্যময়তার আশ্রয়ে তারই মধ্যে উজ্জ্বল প্রলেপ নিয়ে ধীরে ধীরে আবির্ভূতা হয় খণ্ডীকৃতা চন্দ্রলেখা, কিংবা কল্পনিকর পরিব্যাপ্ত অঙ্গপুঞ্জ উদয়োন্মুখ সূর্য। অনাস্ত বায়ুতরঙ্গে উপলব্ধ হয় শুধু নিষ্ফল এক প্রতীক্ষার প্রতি নিষ্করুণ বিদ্রূপের জ্বালা। তবু দেখা যেলে না সেই অনুপ্রমেয়ী পুণ্যজনাঙ্গনার।

রুচির জীবনে সেই নবপ্রস্ত শুভ বাসকোৎসবের সঙ্গীত নৈরাশ্যের শুষ্কতায় বিলীন হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তাঁর পিতৃপুরুষবর্গের অভ্যুদয়ও যেন সুদূরপরাহত এক সম্ভাবনাতেই পরিণত হয়ে যায় দিনে দিনে।

অবশেষে তপশ্চরণযোগে কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনায় আপন প্রার্থনাকে ভিন্নপথে চালিত করতে চাইলেন রুচি। দিব্য শতবর্ষব্যাপীবিশিষ্ট নিয়মবন্ধনসহকারে লোকপিতামহের ধ্যানে তন্ময় হয়ে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু বারংবার এক মৃগপ্রেক্ষিণীর দর্শনাবরণকে বিমোচিত ক'রে পরমা ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করতে ব্যর্থ হলেন তিনি। এক চিরোজ্জ্বিত লিপ্সার সংঘাতে যেন বারংবার বিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল তাঁর সাধনসাধ।

চিরসাধক রুচির জীবনে এ কী নিদারুণ সমাধিভীতি! একদা ব্রহ্মব্রতী পরিব্রাজক ঋষিতনয়ের এ কী অভাবিত মানসিক বিকার!

না। বুঝেছেন রুচি, প্রার্থনার নিগড়ে আবদ্ধ তাঁর চিত্ত আজ পরম-ব্রহ্মের প্রতিও নিষ্ঠা হারিয়েছে অনিবার্যভাবে। বুঝেছেন রুচি, মর্ত্যজীবনের এক অবধারিতভাগ্য অধমর্ণের ঋণ অপরিশোধ্য রেখে অমরজীবনের সন্ধান করা চলে না।

কিন্তু বিফল হলো না প্রেমতাপস রুচির আকর্ষণ। পিতৃলোকের অভ্যুদয়প্রয়াসী মর্ত্যের এক আপাতব্যর্থ প্রেমিকের সুন্দর একনিষ্ঠাকে অস্বীকার করতে পারলেন না কমলযোনি। কী অসীম আকুলতায় নিয়ত প্রকৃতির সন্তান-সাধনায় নিয়োজিত এই পুরুষের সৃষ্টি-অভীপ্সা, তা আপন অন্তরে উপলব্ধি করতে পারলেন অন্তরবান সাবিত্রীপতি। বিস্মিততপ রুচির সম্মুখেই একদিন আবির্ভূত হলেন লোকপিতামহ স্বয়ং স্রষ্টা। বললেন:

—প্রজাপতিস্ত্বং ভবিতা স্রষ্টব্যা ভবতা প্রজাঃ।

সৃষ্ট্বা প্রজাঃ সুতান্ বিপ্র সমুৎপাদ্য ক্রিয়াস্তথা॥

বললেন অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মা:

—বিবিধ সকল ক্রিয়ানুষ্ঠানের অধিকার পর্যবসিত হলেই আসবে পরমা সিদ্ধি। উপস্থিত পিতৃগণের পূজা-রূপ কর্মে আত্মনিয়োজিত হও রুচি; আর তাঁদেরই সাহচর্যে লাভ করবে তুমি তোমার সেই অভীপ্সিতাকে, যার সাহচর্যে তুমি লাভ করবে তোমার পিতৃলোকের অভ্যুদয়প্রদায়ী অপত্য, পরিপূত হবে তোমার নিবাপ-অঞ্জলি।

উদ্বাহিত জীবনযাপনের প্রারব্ধ কর্মগ্রহণেই ব্রহ্মার নির্দেশে পিতৃলোকের পূজার ব্রত হ'তে মনঃস্থির করলেন রুচি। কিন্তু আশ্চর্য, এবারে আর বিস্মিত হলো না পিতৃপূজা।

যথাকালে ও যথানিয়মেই নর্মদার সেই বিজন নদীপুলিন আশ্রয় ক'রে পিতৃগণের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হলেন রুচি। একাগ্র ও প্রণত হয়ে ভক্তিনম্র কণ্ঠস্বরে সমাদরে বক্ষ্যমান বাক্যে তাঁদের স্তবে মুখর হয়ে উঠলেন তিনি।

স্বযোচ্চারণসহকারে দেবতারাও যাঁদের তৃপ্তি বিধানে নিয়োজিত, আত্যন্তিকী পরমা সিদ্ধির কামনায় গুহ্যকবর্গও

যাঁদের প্রতি সদা শ্রদ্ধাবান, মহর্ষিদেরও ভুক্তি-মুক্তির অভীষ্টফলপ্রদায়ী, যেব অন্তরীক্ষ ও মহীতল নিবাসী সেই পিতৃগণের অর্চনায় রত হয়ে রইলেন রুচি।

কায়মনে জপিত হয়ে চলে রুচির পিতৃ-স্তুতি :

সর্বকামনাপূরক হে পিতৃলোক, আমার প্রণতিক্রিয়ায় সন্তুষ্ট হন্ আপনারা। চন্দ্ররশ্মিসমূহে, অথবা সূর্যবিম্বে নিঃসঙ্গস্থপযুক্ত শুক্লবর্ণ বিমানবিহারী হে পিতৃকুল, আপনাদের উদ্দেশে নিবেদিত এই অন্ন, জল ও গন্ধাদিদ্বারা বর্ধিত হোক আপনাদের পুষ্টি ও তুষ্টি। সন্নিহিত হোন্ হে কনকবর্ণ অবদাতদেহী বৈত্রপূজিত পিতৃলোক! আবির্ভূত হোন্, হে নীলাম্বরিতা পরিগ্রাহী মুঞ্জপূজ্য পিতৃলোক! হে রাক্ষসরক্তা, হে উগ্রপ্রকৃতি অসুরারি, হে ভূতবিনাশী প্রাজাপত্য-প্রদায়ী অমরেশপূজ্য পিতৃলোক, আমার শ্রাদ্ধে সাধিত হোক আপনাদের পরিতৃপ্তি। প্রাচীদিক্ রক্ষাকর্তা অগ্নিষ্বাত্ত পিতৃলোককে প্রণাম করি, দক্ষিণদিক্ রক্ষাকারী বর্হিষদ পিতৃগণকে প্রণাম করি, প্রণাম করি প্রতীচীপ্রভু আজ্যপবর্গকে, প্রণাম করি উদীচী রক্ষক সোমপ নামধারী পিতৃবর্গকে। পিতৃলোকাধিপতি হে মহা সংযম, ভূত, পিশাচ ও অসুর হ'তে রক্ষা পেয়ে আমি যেন পেতে পারি আমার সেই মনোবাঞ্ছিতাকে, যার মহাসাত্ত্বের কল্যাণে সার্থক পিতৃত্বে ধন্য হবে আপনাদের এ তনয়ের জীবন। আসুন বিশ্ব, বিশ্বভুক, আয়াধ্য ও ধর্ম; আসুন ধন্য, গুভানন, ভূতিদ, ভূতিকৃৎ ও ভূতি; আসুন কল্যাণ, কল্যতা, কর্তা ও কল্য; আসুন কল্যতরাশ্রয়, কল্যতাহেতু ও অধ্য; আসুন বর্ষ, বরেণ্য, বরদ ও পুষ্টিদ; আসুন তুষ্টিদ, বিশ্বপাতা ও ধাতা; আসুন মহান ও মহাত্মা, মহিত ও মহিমাবান এবং মহাবল; আসুন সুখদ ও ধনদ; আসুন ধর্মদ ও ভূতিদ। আমার প্রদ্ধারোজিত এই শ্রাদ্ধবাসরে আপনাদের তৃপ্তি ও তুষ্টির মধ্যেই সফলতা হোক আমার মঙ্গল।

আনুষ্ঠানিক স্তবাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই সহসা সমুদ্ভূত এক তেজোরাশি প্রাদুর্ভূত হলো রুচির গোচরে। আর, সুবিপুল সেই তেজঃ ধীরে ধীরে সমগ্র নভোমণ্ডল পরিব্যাপ্ত ক'রে ফেলল তাঁরই সম্মুখে। তারপর জগৎপ্রাপ্ত হয়ে তা স্থিরভাব আশ্রয় করল যখন, তখন বিস্মিত ও বিহ্বল রুচি ক্ষিতিতলে নতজানু হয়ে আরম্ভ করলেন পিতৃলোকোদ্দেশে তাঁর হৃদয়ের বন্দনা :

—অর্চিতানামমূর্তানাং পিতৃণাং দীপ্ততেজসাম্।
নমস্যামি সদা তেষাং ধ্যানিনাং দিব্যচক্ষুষাম্।

ব'লে চলেন রুচি :

—ইন্দ্রাদি সকল অমরবর্গের নেতা, হে দক্ষ-মরীচাদি সর্বলোকনিয়ন্তা অখিল পিতৃকুল, কৃতাঞ্জলিপুট রুচির নমস্কার গ্রহণ করুন আপনারা। মরাদি মুনীন্দ্রগণসহ সূর্য, চন্দ্র, জল ও উর্বরিরও নেতা পিতৃবর্গকে নিবেদিত আমার পত্নী-কামনা সম্পূরিত হোক এই মুহূর্তে। গ্রহ, নক্ষত্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, স্বর্গ ও পৃথিবীব্যাপী পরিব্যাপ্তশক্তি হে দেবর্ষিগণজনিতা, হে সর্বলোক-নমস্কৃত অক্ষয়ফলদায়ী প্রজাপতি, হে বরুণ, হে সোম, হে যমরাজ, হে যোগেশ্বরবৃন্দ, আমার প্রণামে প্রসন্ন হোক আপনাদের ইচ্ছা। আমার প্রতি কৃপাবান্ স্বয়ম্ভু ও যোগচক্ষু পিতামহের মতোই প্রসন্ন হোন সপ্তলোকনিবাসী সপ্তগণ; প্রসন্ন হোন যোগমূর্তি সেই সোমাধার পিতৃকুল। প্রসন্ন হোন অগ্নিষোমময় বিশ্বনেতা যোগমূর্তি পিতৃকুল।

আত্মবিহ্বল রুচির পরম ভক্তি-আপ্লুত স্তবপ্রভাবে ধীরে ধীরে যেন বিচলন সঞ্জাত হয় সেই বিশ্বব্যাপী পুঞ্জীভূত জ্যোতিতে। দেখতে দেখতে পুনরায় গগনব্যাপ্ত সেই তেজঃপ্রভাবে দশ-দিশ সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠল এক সময়। আর, অবশেষে সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ থেকে বিনিক্রান্ত হয়ে এলেন বায়ুবিগঠিতদেহী অগ্নিময় সব পিতৃপুরুষ।

বিস্মিত রুচি দেখলেন, এবং দেখে ধন্য হলেন, তাঁরই নিবেদিত পুষ্পগন্ধানুলেপনে বিভূষিত হয়ে তাঁরই পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছেন অন্তরতমোহারী প্রসন্নবদনা পূর্বলোক। যুগ্মকণ্ঠে একই অমৃতায়মান স্বরধ্বনি গ্রাত হলো তাঁর উদ্দেশে :

—বর প্রার্থনা করো, রুচি। তোমার সুবিহিত দারপরিগ্রহের বিবর্তমান কল্যাণেচ্ছায় প্রসন্ন হয়েছে আমাদের ন। এবার আপন অভীপ্সামতো সাংসিদ্ধিক সিদ্ধিতে অন্বিত হও তুমি।

নতকন্ধরে শ্রদ্ধাভিভূতস্বরে আপন হৃদয়াকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন পিতৃলোকপূজারী রুচি :

—ব্রহ্মাদেশে সৃষ্টি-উৎসাহে অন্বিত আমার চিত্ত আমার সকল আকাঙ্ক্ষার সেই অপহৃতা মহত্তমা প্রাপ্তিকেই ফিরে তে চায়। আর দিব্যস্বভাবশালিনী সেই শ্লাঘনীয়া রুচি-প্রিয়ার মধ্যেই দেখতে চায় প্রজাপতি কল্যাণী-শক্তির সার্থক াধন। তাকে ফিরিয়ে দাও, হে কৃপাপূরিতমানস পিতৃদল, দুর্বাস মরুর মতো অন্তহীন নৈরাশ্যে আপীড়িত নিঃসঙ্গ রুচির জীবনে সেই সঙ্গিনীকেই ফিরিয়ে দাও।

—এবমস্তু।

নিমিত্তবেধী রুচির প্রার্থনাকে স্বীকৃতি দেন কৃতপ্রাজ্ঞ পিতৃবর্গ :

—এই বিবিক্ত নদীপুলিনেই তোমার সেবায় আত্মনিয়োজিতা হয়ে এসে তোমারই নির্জন মনের এক বিভ্রান্তির ভিশপ্ত উদ্ধতামর্ষে আহতা হয়ে অনতিদূরচিত্তে চলে গিয়েছিল তোমাতে মানিনী সেই বিলোলিতনৃশা মানসীপ্রিয়া। ে রুচি, আলংজ্ঞান ও নির্জনের প্রভাবে প্রভাবিত সংজ্ঞানের প্রস্তারণায় আমূল তোমার সেই ব্রহ্মব্রতের ভ্রান্তিবিন্যাসজ ভিশাপ মোচিত হয়েছে দার-পরিগ্রহের শুভ অভিলাষে আপ্লুত হয়ে তাকেই পুনর্লাভের আকুলতায়। এইবার এইখানেই ই মনোরমাকে লাভ করার সৌভাগ্যে সার্থক হবে তোমার পুরুষকারের প্রতীক্ষা। আর, তোমাদের বিবিক্ত মিলনের র্থক স্মৃতি হয়ে এই মর্ত্যলোকে আবির্ভূত হবেন ভাবীকালের ধীমান্ মন্বন্তরাধিপতি। প্রজাপতি রুচি, জগত্রয়ে ীচ্যনামে বিখ্যাতিলাভী সেই ভূলোক-পরিপালক সূর্যসন্নিভতেজস্বী পুত্রের চিরন্তনীয়তাতেই অক্ষয় হয়ে থাকবে তোমার প্রণয়মিলনের আকাঙ্ক্ষাপ্লুত প্রাজাপত্যের ব্রত।

পিতৃবাক্য আকর্ণনে সিদ্ধমনোরথপ্রায় রুচির আনন এক অপার্থিব আনন্দজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাঁর র্ষবিবশক্ষুব্ধ অন্তর এক আসন্ন অপ্রমেয় শান্তির মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাবার সম্ভাবনায় উন্মাদ হয়ে যেতে চায়। অনন্ত াপ্তির ব্যাকুলতায় যেন রুঢ় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে তাঁর সর্বাঙ্গ।

মুদিত নেত্রে যেন সেই চারুলোচনা মনোহারিণীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে অনুমোদিত হয়ে যেতে থাকেন বিহ্বল রুচি। ার নব কুটিরের দ্বারে শঙ্খস্বস্তিকপদ্মচিহ্ন অঙ্কনরতা সেই শরৎকালীন প্রফুল্ল কমল-শোভাবিনিন্দীবদনা বিলাসবৈভবা আর ান সম্ভাবনা নয় তাঁর জীবনে, সে এক অনুবিদ্ধা প্রাপ্তি।

ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়ে এল যখন রুচির হর্ষবেগ, তখন সমব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি পিতৃকুলচরণে হৃদয়ের সকৃতজ্ঞ ণামার্ঘ্য নিবেদনে। কিন্তু ততক্ষণে বাতাহত প্রদীপের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছেন তাঁরা পুনরায়। সকল জ্যোতিও চরোহিত হয়ে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে।

শূন্যেই শূন্যলোকের পরিপূর্ণ আশীর্বাদের কাছে সকৃতজ্ঞ অন্তরের প্রণাম নিবেদিত ক'রে ধন্য হলেন প্রাজাপত্যপদলাভী াতুল প্রহর্ষান্বিত রুচি।

সহসা ঘোররবে উত্থিত এক ঘূর্ণিবাতের উৎক্ষেপণে অতি প্রগাঢ় ধূলিপটলে অন্ধকার হয়ে গেল সর্বদিক। আর ই সঙ্গে লতাক্ষেত্রপরিবৃত নর্মদার দিব্যতট যেন প্রলয়াগ্নির প্রজ্বলন-ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেল একটি মুহূর্তে। মনে হলো, যন গগন হ'তে অসংখ্য অদৃশ্য বিন্দুর মতো বিগলিত হয়ে পড়ছিল কঠিন মৃত্যুর তরলায়িত জ্বালা।

প্রকৃতির এ অসহনীয় আগ্নের প্রচণ্ডতা এর আগেও একদিন অনুভূত হয়েছিল রুচির, কিন্তু তার চেয়েও করাল এই অনুভব। যেন একই পরিবেশের মধ্যে সেই অপহৃত আপনাকেই পুনরাবৃত্তিত হ'তে চলেন রুচি। এই দাবদাহ যেন

সেই স্মৃতিকল্প পরিচয়ের নতুন প্রতীক রূপেই প্রতিভাত হচ্ছিল তাঁর। বিশ্বাস জাগছিল, এই রুদ্রময় অশান্ত অনুভবের মধ্যেই নিশ্চয় পরম প্রশান্তিকে প্রাপ্ত হবেন তিনি এবার। ইচ্ছা জাগছিল, বিপুল হর্ষময় এই অভাবিত বেদনার স্পর্শে অবলুপ্ত হয়ে যাক তাঁর চেতনা।

তাই বোধ হচ্ছিল তাঁর প্রায়-সংবিৎহারা চেতনায়, যেন এক অচিরলব্ধ বিরহাত্মিক তৃপ্তির প্রেমানন্দময় নয়ন জলে আকুলিত হয়ে ধীরে ধীরে সোচ্ছল হয়ে উঠেছিল সমুখ-প্রবাহিনী জীবনবাহিনী নর্মদার প্রণত-সঙ্গীতময় তরঙ্গদল। অগ্নিস্পর্শী তটপ্রবাহী বায়ুর স্বননে এক পরমাশ্বাসের অমৃতবাণী শুনতে পান তিনি। চরম উচ্চতার মধ্য দিয়েই উপলব্ধি করতে থাকেন রুচি, উচ্চতাই জীবনের লক্ষণ, মৃত্যুই নীচতার নামান্তর। সুসঞ্চারিত আগ্রহে জীবনের সকল উচ্চতা দিয়ে প্রকৃত জীবনকে চিরকালের জন্য বরণ ক'রে নিতে অনন্তকাল এইভাবে এই অবচেতনাকেও স্বীকার ক'রে নিয়ে প্রতীক্ষমান হয়ে থাকবে তাঁর জীবনলোভাতুর বিবেক। কিছুতেই বিস্মৃত হ'তে পারেন না তিনি, কোনদিন বিস্মৃত হ'তে পারবেনও না, এইরকমেই এক লুপ্তসংজ্ঞ মুহূর্তে একদিন প্রকৃত জীবনলাভের উত্তমাবসরের মুখোমুখি হয়েও তাকে চিনে নিতে পারেননি তিনি। কিন্তু আজকের এই অচেতনতাতেও সেই একই বিভ্রান্তির বঞ্চনাকে বরণ ক'রে না নিতে চিরপ্রহরারত তাঁর স্থির-প্রতিজ্ঞা। জানেন রুচি, ঊর্ধ্বলোকবিহারী উদ্ধর্তা পিতৃলোকের অমোঘ আশীর্বাণী কোনদিনই ব্যর্থ হবার নয়।

জাগতিক চেতনাহীন সে এক মহাসংবিৎময় আচম্বিত মুহূর্ত, ধীরে ধীরে নিরপেক্ষ প্রভাবে আচ্ছন্ন ক'রে দিল রুচির পরিশীলিত অন্তর্লোক।

ভীত হলেন না রুচি। এক সকৌতূহলী দর্শনে অধিকারিত করলেন তিনি, যেন তাঁর পশ্চাদবকাশের সকল বিভ্রান্তির অভিশাপই আজ মহাভুজ ভীষণদর্শন এক দৈত্যের মতোই প্রলয়কালীন্ ঘনাবলীরূপী মহান্ধকারে আধারিত হয়ে আপন সপ্তপদ পদভারে সমগ্র বিশ্বলোককে বিকম্পিত ক'রে তার ভয়ঙ্করী লোল রসনা ও বদন বিস্তৃত ক'রে মহাশূন্যে উত্থিত হয়ে তিমিঙ্গিলের তিমিগ্রাসের মতোই গ্রাস ক'রে নিতে উদ্যত হয়েছে সর্বলোক।

সহসা সেই প্রগাঢ় তমিস্রার দিগ্‌দর্শনরূপে শলাকিত হয়ে ওঠে দূরতম দূরত্বের কল্পনায় দৃশ্যমান ও শ্রবণমান এক ক্ষীণজ্যোতি। তথাপি তা যেন জীমূতমন্দ্ররূপে প্রধ্বনিত হয়ে আসে রুচির কর্ণকুহরে :

—তমঃপ্রজ্ঞাদিত সৃষ্টিবক্ষে জ্যোতির্ময় সত্যের আবির্ভাব আমি, স্বয়ং বিবেক। আমাকে কি চিনতে পার' রুচি?

নির্বাধ ঔদাসীন্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে রুচিরও অস্ফুট স্বীকারোক্তি :

—চিনেছি তোমায়, হে প্রতি প্রভাতের দিব্যজ্যোতিষ্মান দীধিতি, নিখিল সৃষ্টিচিত্তে তোমার অভ্যুদয়ই তো পরম আশীর্বাদ। তুমিই নভস্তলগত শিশুমারাকৃতির নূমণ্ডলে মেরিদণ্ডরূপে চির-প্রোজ্জ্বল সেই ধ্রুবজ্যোতি; তুমিই দূরু অবসানে পর্বসন্ধির নয়নাভিরাম সেই ক্ষীণাংশে পূর্ণবন্ত। জানি, তোমার অতীষ্টেই প্রণিহিত হয়ে আছে সর্বলোকের মহাক্ষেম; তোমাতেই বিদূরিত হয় সর্বজন্মিনের বিচিকিৎসা। তোমারই প্রসাদে প্রমিতিলাভে ধন্য আমি, আজ আপন মিথ্যাদৃষ্টি থেকে মুক্ত হয়ে চিনতে পেরেছি আমার আপন আকাঙ্ক্ষাকে।

—কিন্তু সেই আকাঙ্ক্ষা পরিনিবৃত্তির মূল্যস্বরূপ যদি অযুত যুগান্তব্যাপী এই দাবদাহে অবস্থিতি হয় তোমার?

—তাহলে তপঃক্লেশসহ এক বিচিত্রকীর্তি পথিকাজিনের খ্যাতিও পাবে আমার সফলকাম সত্তা। আমার আকাঙ্ক্ষা-স্বরূপিণী সেই মঙ্গলালয় প্রমোত্তমকে প্রাপ্তির সৌভাগ্যে যাবন্ত আত্মবক্ষেও অবিচলিত নিষ্ঠায় বরণ ক'রে নিতে প্রস্তুত আমি আজ।

—তাহলে আপন-এই আকাঙ্ক্ষাকে বরণ ক'রে নেবার প্রতিশ্রুতি দান করো, রুচি। একদিন মনস্তাপের অনিবার্য পরিণামে কোন আত্ম-অবর্ণে অপূর্ণ হবে না তো তোমার অন্তর? আমারূপী আপন অন্তরকে যেমন চিনেছ, তেমনই চিনেছ কি সেই কামিনীরূপিণী মনোময়া কামনার পবিত্রতাকে?

—হে অনন্তকালস্থায়ী আদিহীন বিবেক, প্রতিশ্রুত রুচির অন্তর কোনদিন কোন অনুতাপে তাপিত হবে না আর।

নেছি, হে পুরুষরূপী বিবেক, কামিনীরূপিণী সেই মনোরমা কামনাই যে আমার একতমা পথপ্রদর্শিকা বুদ্ধি, সেই যে আমার স্বর্গ-সঞ্চারিণী সিদ্ধি। জেনেছি, পরম আনন্দ সংসারে মগ্ন আমার এ চিত্তের সকল প্রশান্তির কেন্দ্রস্বরূপা সেই মহৈশ্বর্যময়ী শ্রীকে আমি জেনেছি। জেনেছি, মৃত্যুর পরেও জীবনের জীবন্ত স্মৃতিকে বহন ক'রে চলে যে দেব, নর ও পিতৃ-মুক্তকারী কূল, সেই কুলরক্ষাসহায়িনী একতমা জীবনসঙ্গিনী ব্যতিরেকে জীবনের মৃগতৃষ্ণিকার অসহনীয়তাকে আমি জেনেছি। হে বিবেক, কান্তিহীন চন্দ্রের মতো, প্রভাহীন সূর্যের মতো, লক্ষ্মীহীন ভাগ্যবানের মতো, ধৃতিহীন বীরের মতো, এবং ক্ষুধাহীন উত্তমের মতো আমার এ প্রতিলোম বুদ্ধিবিশিষ্ট আত্মার মাঝে বিধুর শক্তিস্বরূপা সেই অব্যক্ত রমণীয় অভাবের জ্বালা সকল মৃত্যুজ্বালার চেয়েও প্রাণঘাতী,—সে এক চিহ্নহীন অচিন্তনীয় ধ্বংসেরই অভিশাপ। অনুভব করেছি, যাকে চাই তাকে না পাওয়াতেই জীবনের যাবন্ত অপচয়ের অনুতাপ।

সহসা দেবাশিসামৃত যজ্ঞীয় ধূপধূমবাহী বায়ুর মতো পদ্মাকর এক সুগন্ধি গন্ধবহে ব্যাপ্ত হয়ে গেল চতুর্দিক। বিদ্যুৎ-পরিহারী যতির মতো অসিত-কান্তার সর্বস্বতা পরিহার ক'রে শুভ্রবর্ণ হয়ে গেল প্রচণ্ড জলদের দেহ। নিবারিত দেবধ্বনিতে তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বী মুনির মতো নীরব হয়ে গেল নিস্তরঙ্গ প্রবাহিকা। জ্যোতির্ময় দেবাবির্ভাবে পুলকিত পার্থিব আলোকের মতো গোধূলি-গলিত স্বর্ণাভ সন্ধ্যার প্রাক্‌মুহূর্তে প্রাতাহিক সংহত স্রোতে পরিপূর্ণ নভোমণ্ডলে স্তিত হয়ে উঠল ইন্দ্রায়ুধের বর্ণালী আভা। যেন ঈশ্বরানুধ্যায়ীর ঈশ্বরালিঙ্গনে পরিহৃত সন্তাপের মতোই সেই মহোক্ষ দিবেশ স্বয়ংই নাম্পর্শী বায়ুকে আশ্লেষ ক'রে তাপ-পরিত্যাগে উদ্যত হলো মুহূর্তে। এক মুহূর্তেই যেন কোন্ দৈবিক পানির্ভরতা নিয়ে অনির্বচনীয় এবং অত্যর্থ এক শোভায় মণ্ডিত হয়ে উঠল স্থাবর-জঙ্গম। সমগ্র চরাচরব্যাপী যেন এক পরিমের আনন্দের উৎসব অনুষ্ঠিত হ'তে থাকে সেই ক্ষণে।

উঠে বসলেন তাপগ্লানি-বিরহিত রুচি। যেন অতি-বাস্তব এক স্বপ্নময় নিদ্রা থেকে নবীনতম সপ্রেম দৃষ্টির কল্পনা নিয়েই জাগ্রত হ'লেন পুলকিতাঙ্গ ও আনন্দসংযুক্ত রুচি। তাঁর অনিমিষ নয়নের নিরীক্ষণ মুগ্ধ হয়ে যায় প্রকৃতিলোকের চিন্তনীয় সুষমায়, হৃদয়ের সকল প্রার্থনা যেন বিহ্বল হয়ে যায় অজানিত তর্পণে, জীবনের সকল অনুসন্ধিৎসা যেন জীভূত হয়ে যায় অরুণিত আলোকের আশীর্বাদে। মনে হয় রুচির, যেন দীর্ঘকালের অবসানে সমাগত এক প্রেমাকুল প্রিয় নিরবয় সংযোগে তার আপন প্রেয়সীর বদন-কমলে বিলিপ্ত ক'রে দিয়েছে এই অসংখ্য আলোকরূপী কুঙ্কুমের সুখময় শিখা। হৃদয়ের অভ্যন্তর হ'তে ঝঙ্কৃত এক সঙ্গীতের মূর্ছনায় নিঃশেষে বিদূরিত হয়ে যায় রুচির মূর্ছাবেশ। মনে হলো তাঁর, যেন অদূরবর্তী বহির্লোকেও কোন্ বলয় নূপুর ও কিঙ্কিণীনিকরের ধ্বনি ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে আসছে আরও।

সহসা প্রোৎফুল্ল কুমুদ কহ্লার পদ্মরেণু সুবাসিত নির্মল-সলিলা তটিনীর ঈষৎকম্পিত বক্ষ হ'তে আবির্ভূতা হয়ে রুচির সম্মুখে দাঁড়িয়ে মধুস্যন্দী জয়জীবশব্দে তাঁকে আশিস জানালেন শুক্লাম্বরা শুচিস্তস্মিতা এক অপরূপা প্রবীণা। তাঁর প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল যেন অপরিস্ফুট এক স্মিতহাস্যের জ্যোৎস্নায় পূর্ণ হয়ে গেল বিহ্বল রুচির সম্মর্শনে।

বিগতযৌবনা কে এই দুর্লভদর্শনা বর্ষীয়সী,—প্রশান্তাত্মা রুচির প্রমোদিত হৃদয়ে এক অনির্বচনীয়া শ্রদ্ধার আবেশ সঞ্চারিত ক'রে দিল একটি মুহূর্তে? সর্বমঙ্গলমহীয়সী জননীত্বের এমন প্রমূর্তা প্রতীকাকে যেন আর দেখেন নি রুচি,—যার সান্নিধ্যমাত্রই এক অভাবিত অভিনন্দনে আপূরিত হয়ে যায় চিত্তদেশ। তাঁর স্নেহস্রাবী আলোকন্ কেমন যেন এক বিকল্পনীয় শুদ্ধসত্ত্বের সম্মোহনে সম্মোহিত ক'রে দেয় নির্দগুকল্পের দ্রষ্টব্যেরও সকল সত্তা। মনে হয়, বুঝি তাঁর শ্রমহর-নিস্মিত নিরুপম চরণ-নখরে হৃদয়ের সর্বোত্তম প্রার্থনার অর্ঘ্য নিবেদিত করলেই ধন্য হয়ে যাবেন তিনি।

অথচ, কেন জানেন না, অনুভব করলেন রুচি, সুধাকিরণ-পরিতপ্ত ছিন্নমূলা কমলার মতো ধীরে ধীরে যেন বিবর্ণ

হয়ে এসেছে সেই হাস্যজ্যোতির্বর্জিত বদনমণ্ডল। যেন বিরল-নীল-জলদাবলী-সংবৃত চন্দ্রমণ্ডলের মতোই ম্লান হয়ে এসেছে সেই সুকুমুদ্বিতা কাশবর্ণীসদৃশা শুভ্রদীর্ঘার শরীরোদ্ভূত-জ্যোতি।

—বৎস রুচি, অপ্সরোলোকজাতা আমার অতীত জীবনের সমস্ত গ্লানি, নিদারুণ লজ্জারই ইতিহাস। কিন্তু তোমার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই বন্ধ হয়ে আছে আমার সকল গৌরবের অহঙ্কার। আমি তোমারই আকাঙ্ক্ষিতা সেই মনোবাসিনীরই জননী,—স্বয়োপরা স্বয়ং প্রয়োচা।

রুচির সুপ্রসন্ন চিত্তের আকাশে যেন ঝলসিত হয়ে ওঠে এক ঝলক আচম্বিতা সৌদামিনীরেখা। আলোকে-আঁধারে দৃষ্টিবিভ্রান্তিরই মতো শুভাশুভের বিচারে বিভ্রান্তপ্রায় তাঁর বিবেক। শ্রদ্ধায় অথবা অশ্রদ্ধায়, পরমা প্রাপ্তির হর্ষে অথবা সকল সম্পর্কহীনতার বিষাদে এবার আকুল হয়ে উঠবে তাঁর চিত্ত?

—আমি রূপাজীবা, তথাপি কৃত্রিমতাহীন এক শুভপ্রণয়ের সৌভাগ্য এসেছিল একদিন আমারও জীবনে। বিশ্বাস ক'রো রুচি, আমার গর্ভে জন্মানোর অভিশাপ নিয়ে এবং বহুপাণ্ডুজ মহারাজ পুরুরবের ঔরসজাতার আশীর্বাদে ধন্য হয়ে এই মর্ত্যের মৃত্তিকা স্পর্শ করেছিল চিরপরিশুদ্ধচরিত্রা তোমারই সেই মনোবাঞ্ছিতা,—একদিন যাকে প্রথম সন্দর্শন করেছিলে তুমি এই নদীতটে। সেদিন সেই শুভ্রবাসপরায়ণা অজ্ঞাত-পরিচয়ার আত্মদান যেমন ব্যর্থ হয়েছিল তোমার প্রত্যাখ্যানে, জানি, আজও তেমনই তার জন্ম পরিচিতি এক অনাদরে ও উপেক্ষায় পূর্ণ ক'রে রেখে তোমার অন্তরকে। তবু, তাই তো ভালো। তার মতো তোমার জীবনও কেন শুধু আশার নৈরাশ্যেই নিহিত হয়ে থাকবে চিরকাল? তুমি ফিরে যাও পুণ্যোচিতাচার রুচি। অযোগ্যা এই অপ্সরোদুহিতার পরিবর্তে পূতপরিচয়া কোন নারীর ভাগ্যকে ধন্য ক'রে সুখী হও তুমি।

রুচি নির্বাক; যেন নিষ্পন্দও। পুনরায় মধুনিষ্যন্দীধারায় ব'লে চলেন স্বয়োপরা প্রয়োচা:

—কিন্তু যাবার আগে আমার অন্তিম এক প্রার্থনাকে তুমি পূর্ণ ক'রে দিয়ে যাও, রুচি। তোমাতে একনিষ্ঠা প্রণয়িনী সেই ভাগ্যবতীকে দ্বিতীয়বার শুনিয়ে যাও তোমার চরম প্রত্যাখ্যান-বাণী। চিরকালের মতো মিটে যাক তার তোমাকে জীবনাদরূপে প্রাপ্তির সাধ। তোমাকে প্রাপ্তির অভিলাষরূপ এ যেন বুদ্ধিবিপর্যয় হ'তে যদি রক্ষা পায় আমার দুহিতা, তাহলে অনন্তকালব্যাপী তোমার কল্যাণেই প্রার্থনা ক'রে যাব আমি, এই আমার অঙ্গীকার।

এতক্ষণে যেন বাক্যস্ফূর্ত হলো সুধীর রুচির। শুধু বললেন:

—বেশ, আপনার আদেশ শিরোধার্য করেই তবে শেষবারের মতো জানিয়ে দিয়ে যাব তাঁর প্রসঙ্গে আমার চরম প্রতিজ্ঞান। কিন্তু তারও আগে জানতে ইচ্ছা করে, আমাকে প্রাপ্তির জন্য কেন তিনি উৎপ্রীষা? নিদারুণ সেই প্রত্যাখ্যানের রুদ্ধশ্বর প্রত্যাঘাতেও কেন অবিচল তাঁর আমাতে প্রণয়লিপ্সা?

—সৃষ্টির মনোলোকবাসিনী আমরা অপ্সরা। তথাপি প্রণয়ের কোন রীতিরও সম্যক পরিচিতিলাভে ধন্য হ'তে পারিনি আমরা আজও। অবধারিত এই পুরুষ ও প্রকৃতির পরস্পরে ভালোলাগা, অনিবার্য তার আকর্ষণ। এর কোন প্রমাণ নেই, আছে শুধু এক অনাস্বাদিতপূর্ব অনস্বীকার্য অনুভূতি। এ সেই কামনীৎকারের অসহনীয়তা নয়, এ এক অস্তি ধৈর্যময় প্রণয়-কম্পন। শুধু জানি, জীবনের কোন এক বাসনাবাসিত মুহূর্তে হৃদয়প্রবিষ্ট এই প্রণয়ের মৃত্যু হয় না কোনদিন। আর সেই কারণেই যে অজ্ঞাতকুলাকে একদিন তুমিই প্রত্যাখ্যান করেছিলে চরম ঘৃণায়, তাকেই জীবনদয়িতারূপে প্রাপ্তির কামনায় প্রণয়রসে আপ্লবমান হয়েছিল তোমার চিত্ত। পরিণামে বিরস ও দুঃখপ্রদ জেনেও তাকেই সঙ্গিনীরূপে লাভ ক'রে প্রবেশিত হ'তে চেয়েছিলে তুমি সংসারাশ্রমে।

এবার যেন অপহৃত বিচারবলের পুনরভ্যুদয় সংঘটিত হয় রুচির মানসলোকে। আলোক ও আঁধারের মধ্যে

শুধু আলোককেই আধিকার ক'রে নিতে পারল তাঁর অধিকার ; পারল শুভ্র ও অশুভ্রের সংমিশ্রণ থেকে শুধু শুভ্রটিকেই উদ্ধার ক'রে নিতে। বললেন তিনি :

—অয়ি শুচিস্মিতে জননি! রীতিহীন প্রণয়ের মতোই চিরকাল জাতপরিচয়হীনাও বটে সকল প্রণয়িনী। আমি তাকে চাই, এবং সে আমাকে চায়,—চিরন্তন প্রণয়ের এই তো অসীম আশীর্বাদ, এই তো তার সম্যক পরিচিতি। তোমার সেই কন্যার পরিচয়,—সে কোন্ সর্বলোকবশ্য অপ্সরাগর্ভে জাতা কোন্ লোকপালবংশজা মহাশক্তিমান্ সাধকের কন্যা কিনা নয়, তার পরিচয় সে রুচিতেই অনুরাগবতী। আর, এই অনুরাগের নিষ্ঠাই অখিল ব্রহ্মাণ্ডে সকল সৃষ্টির সকল প্রণয়ের সেই অজ্ঞাত রীতি, যার পরিচয় জানেনি আজও কেউ। হে সর্বলোকমনোবাসিনী রুচি-বন্দিতা মাতা! তোমার এই তনয় তাকে আমৃত্যু তার জীবনসঙ্গিনীরূপে বরণ ক'রে নেবার মুহূর্তে সকলকে এই প্রতিজ্ঞারই বাণী নিবেদন ক'রে দিতে চায়।

এইবার বিস্মিত হবার পর্যায় আসে সুরবন্দিতা বরাপ্সরা প্রত্নোচার। প্রণয়ের এই হেন সার্থক বাণী কত দীর্ঘকাল আগে যেন একদিন এইরকমই মধুনিষ্যন্দী ধারায় ধন্য ক'রে তুলেছিল তাঁর জীবন ও যৌবনকে, যার অমৃতময় পরিণতি আজকের এই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপ দিব্যকান্তি প্রণয়ীরই প্রণয়িনী,—তাঁরই সুকন্যা মানিনী। সত্যের এমন মধুর সুরকে অস্বীকার করবার শক্তিও নেই তাঁর, যে সুরে বারে বারে বিমোহিতা হয়েছে যাবন্ত লোকবাসিনী সকল নাগিনী।

কন্যামঙ্গলমানসী জননীর শিরায় শিরায় অনির্বচনীয় ছন্দে ছন্দায়িত হয়ে ওঠে আনন্দের এক অপার্থিব আশ্চর্য ঝঙ্কার। আনন্দে অধীর জননীকণ্ঠে শুধু ধ্বনিত হয় :

—আশীর্বাদ ক'রি, তোমাদের জীবনে অক্ষয় হোক এই পরিণয়। চিরমিলনের অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে আবদ্ধ দুটি আত্মার একাত্মতাতেই সার্থক হয়ে উঠুক চির প্রণয়ের প্রতিজ্ঞান।

দূরান্তের রক্তিম নভঃপটে একটি বিন্দুর মতোই ধীরে ধীরে বিলীয়মান হয়ে গেলেন স্বেচ্ছাগতি বরাপ্সরা। আর সেই সঙ্গে ধীরে ধীরে আরও নিকটবর্তী হলো ক্ষণপূর্বশ্রুত সেই খঞ্জনগঞ্জিত মঞ্জীরনিক্কণ।

সহসা যেন প্রসবপোদয়গ্রস্ত পূর্ণেন্দুবিম্বশালী শারদীয়াকাশের আবির্ভাব ঘটে নিশীথ-রজনীর বক্ষে।

আপন চক্ষুকে যেন আপনিই বিশ্বাস করতে পারলেন না রুচি ; তথাপি তাকে চিনতেও ভুল হলো না তাঁর। দেখলেন তিনি, তাঁর সম্মুখে নব দিবাকর-করতুল্য কান্তিশালিনীরূপে, দুলিত ও দোলায়মান বলয় কেয়ূর ও কঙ্কনাদিভূষিত হয়ে, উজ্জ্বল ও রণঝনিময় নূপুররঞ্জন নিয়ে, আবির্ভূতা সেদিনের সেই সাভিলাষা রূপোত্তমা,—রুচির অপত্যতা সেই উত্তমা হৃদয়চারিণী। যেন অমৃতবৎসরব্যাপী নিরন্তর সুগুরুতর তপস্তাপরায়ণ সাধকের সম্মুখে বরদানে স্বেচ্ছাবিভূতা স্বয়ং সৃষ্টিপ্রকাশিকা উপাস্যা।—এই তো প্রত্নোচাসহিতা প্রণয় শরীরশালিনী রুচিপ্রিয়া মানিনী ; এই তো, যাকে চাই তাকে লাভ করার সার্থক অনুভূতি। এই তো রুচিমানসের দীপ্ত আলোকের জ্যোতি ; এই তো বিগতকালের প্রতিটি মুহূর্তে স্মৃতিপথাচরা রুচি-আত্মার সেই পরমা আত্মীয়া।

দেখলেন রুচি, চন্দ্রমণ্ডলদর্শনে উদ্বেলিত উত্তাল তরঙ্গোচ্ছল জলনিধির মতোই তাঁর দর্শনে হর্ষাতিশয্যে কি অনন্য প্রাপ্তির মহাবিকাশে ভূষিত হয়ে উঠলো তাঁরও বদন ; অথচ এ বিকাশ যে কোন্ নিষ্ঠার এক সাত্ত্বিক বিকাশে বিমণ্ডিত, তা বুঝতে পারলেন না তিনি। শুধু পুলকাঙ্কিত-সর্বাঙ্গীরূপে নয়নোৎপল বিকাশ ক'রে একবার তাঁর দিকে, আরবার ভূমিতলে অবলোকন করতে করতে সাষ্টাঙ্গে ও সাঞ্জলিকরে তাঁকে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ নমস্কার জ্ঞাপন করলেন সেই রুচি প্রণয়াতুরা অনাবিল শুভ্রতাময়ী।

অনুভব করলেন রুচি, কোন সুপার নয়, তাঁর নিজেরও প্রতি অঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে অনঙ্গতরঙ্গ, অথচ কত সহজে এক কল্যাণময় সংযমের মধ্যেই আত্মহারিণী এই আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ।

মনে হলো সুস্থ ও প্রশস্থায়িতাময় রুচির, তার মধুকরশোভিত মালতীর মাল্যবেষ্টিত মেঘলাময়ী কুঞ্চিত কেশকলাপের অন্ধকারেই যেন লুকিয়ে আছে তাঁর আপন জীবনের সকল কান্তির অপহরণ। মনে হলো, ঐ রূপ ও উহার শুভ্রগৌরবিভা নিরন্তরনা নৌলী পুষ্করাক্ষজার লাবণ্যায়িত অধরপুটবিগলিত বাণীর মধ্যেই সঞ্চারিত হয়ে আছে তাঁর আপন তৃপ্তির তৃপ্তি। মনে হলো, তার ঐ আত্মনিবেদনোন্মত স্মিত ও সবিলাস নিরীক্ষণের সুধাদ্রতাতেই প্রস্তুত হয়ে চলেছে তাঁর সমগ্র জীবনের যত সুকৃতির সঞ্চয়। ঐ শতচন্দ্রনিভা শুভ্রা নারীর মনীকোমল বাহুবল্লরীর প্রসিত্তি-প্রস্থত সৌহিত্যের মধ্যেই বুঝি রয়ে গেছে তাঁর সাধক-জীবনের যাবত্ সংযম। মনে হলো, ঐ গরবিনী-নর্বাণীর স্বর্ণগিরিতুঙ্গাবলম্বী চুচুক-রক্তবিন্দুতেই বুঝি পূর্ণতায়িত হয়ে আছে প্রজাপতি রুচিরই উত্তরলোকের সম্ভাবনা। মনে হলো, তার পরিধেয় ঐ কনকজ্যোতিযুক্ত উমল নীলাম্বরাঞ্চল, অথবা বালদিবাকরকান্তি রত্নহারের দোলনেই প্রেমায়িত হয়ে চলেছে বুঝি তাঁরই জীবনের পরম-প্রাপ্তির আশ্বাস। আগে বোঝেননি, কিন্তু এখন বুঝেছেন রুচি, লাক্ষাপঙ্কে বিরঞ্জিত আরক্ত পাদপল্লব মঞ্জীরের নিক্কণেই বুঝি ইঙ্গিতমুখর হয়ে উঠেছিল তাঁরই জীবনের সকল দুঃসহনীয়তার অন্তর্যামী বক্ষপূর্ণা স্মৃতির ধ্বনিরাশি।

যেন আপন বাহুর দুর্বার আগ্রহকে তৃপ্ত করতেই ধীরে ধীরে সেই রূপরম্যা পরমা দয়িতার দিকে এগিয়ে এসে রুচি ধারণ করলেন তাঁর লাজকম্প্র পাণি। আর, সেই সঙ্গে এক অনাস্বাদিতপূর্ব সংবেদনায় আপূরিত হয়ে গেল তাঁর চিত্তস্থল।

প্রসাধনবিরোগে ক্ষীণা ক্লিন্না নতাননা মানিনী—যেন আনন্দ সম্মোহনিস্তম্ভিনী এক অভিনবা বালচন্দ্রিকা। রুচির স্পর্শে ধীরে ধীরে আরো উদ্ভাসিত ও দীপ্যমান হয়ে উঠলো তাঁর কপোলকান্তি। আরো তীব্র কম্পনের অনুভূতি এলো রোমাঞ্চিত সেই বরতনুতে। মনে হলো, যেন ধীরে ধীরে নবরসে পুনর্জীবিতা হয়ে উঠছে একদা দাবাগ্নিদগ্ধা এক অভিরামা কুসুমলতিকা।

কোনও বাক্যস্ফূর্তি হলো না কারও। শুধু আপন বক্ষের সকল আগ্রহ দিয়ে সৌগন্ধময়ী নবীনা পদ্মিনীসদৃশা তার সেই বরতনুকে অনুকূল স্বীকৃতির মাধ্যমেই বক্ষোলগ্না করলেন মানিনীহৃত-মানস প্রজাপতি রুচি,—যেন হিরণ্যরেতা পাবকের বক্ষাশ্রয়ে ধন্যা হলো এক হিরণ্ময়ী উত্তমা শিখা।

টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র

"উহাতে গাম্ভীর্য্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে উন্নত ভাব সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালাদেশে প্রচারিত হইলে যে, বাঙ্গালা সর্ব্বজন মধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়; সে রচনা সুন্দরও হয় এবং সে সর্ব্বজনগ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প লাভ নহে এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি অতিশয় দ্রুত চলিতেছে। বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় ভারতচন্দ্রের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কিছুই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতার দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।"

আবাসী মানুষে তার
রাজার প্রাসাদ আর
পূর্বের গৌরব হতে সব ॥

(৭)

ঐ শিশু করে খেলা নবজাত আনন্দে আকুল
ছয় বছরের ক্ষুদে স্নেহের পুতুল,
ব্যস্ত ব্যগ্র হাত দুটি নিপুণ কাজে মেলা
মায়ের চুম্বন-সিক্ত। দেখিতেছি খেলা
পিতার প্রসন্ন আঁখি।
পড়ে আছে পদতলে কিছু টুকিটাকি,
যেন তা জীবন ঘরে একটি অধ্যায়
গড়েছে সে নবীনার নিজ দক্ষতায় ॥
কভু তার বিবাহের বরযাত্রী চলে,
কভু যেন শ্মশানের শোক চিতা জ্বলে,
কভু কী ভাবনা মনে জাগে
গান গায় তারি অনুরাগে।
চলিবে আলাপ তার নবকণ্ঠে ফের
কাজ আর ভালোবাসা অথবা যুদ্ধের।
আবার অচিরে
নেপথ্যে চলিয়া যাবে ধীরে।
নূতন ভূমিকা পুনঃ বেছে নেয় ক্ষুদ্র অভিনেতা
নূতন আনন্দ আর নব গৌরবের।
তাহার বিচিত্র মঞ্চে ছোট হতে বড়ো
সবে হয় জড়ো
জীবনের সব পর্যায়ের।
অন্তহীন এ অনুকরণ
যেন তার সমস্ত সাধন ॥

ওরে শিশু তোর দেহসীমা
খণ্ডিত করেছে তোর অসীম-মহিমা ;
তুই শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তোরি আছে উত্তরাধিকার,
দৃষ্টিহীনদের মাঝে, তুই ছাড়া, দৃষ্টি আছে কার ?
মূক তুই, মৌনী তুই তবুও পড়িস্
অনন্ত মানসপুত সীমাহীন শাশ্বত-হদিস।
তুই শ্রেষ্ঠ অবতার, তুই শ্রেষ্ঠ কবি।
সেই সব সত্য আছে তোমাতেই মিশি।
আমরা যা খুঁজে মরি চারাতে সদাই অন্ধকারে,
সারা জীবনের চেষ্টা মৃত্যুর আঁধারে।

(৮)

ওরে শিশু অমরত্ব তোর,
দিনের আলোর মতো প্রদীপ্ত-ভাস্কর
তোর সঙ্গে চিরন্তন প্রভু-ভৃত্য-ডোর।
ক্ষুদ্র তবু মহিম-মহান
অমর্ত্যের অবদানে উজ্জীবিত-প্রাণ,
কেন তোর এতো ত্বরা প্রয়াণ ?
কেন তুই সময়ের অর্ঘ্য জোগান নিতে চাস ?
কেন বা অঙ্কের মতো পূর্ণমুখে এ আত্ম-সংঘাত ?
পীড়িবে যে প্রাণ তোর পৃথিবীর বোঝা অচিরাৎ,
অভ্যাসের ভার,
জীবনের নামাস্বর, দুর্বহ তুষার ॥

(৯)

কী আনন্দ ! আমাদের ছাই
রেখেছে এমন কিছু কভু
আজো তা স্মরণে আসে যার
ক্ষণ-দীপ্তি তবু।
অতীত বর্ষের স্মৃতি আমার অন্তরে
চিরন্তন আশীর্বাদ পড়ে।
শৈশবের সে আনন্দ, সেই মুক্তি, সরল জীবন
বিস্রামে ও শ্রমে বক্ষে নবপক্ষ আশার স্পন্দন,
যা কিছু একান্ত বরণীয়
ক্ষয়ধ্বনি তার লাগি নয় শ্মরণীয় ॥
বস্তু আর ইন্দ্রিয়ের স্বরূপের কূট প্রশ্ন যত,
দূরে যায় উড়ে যায় বস্তু আর ইন্দ্রিয় নিয়ত,
মায়ার জগৎ মধ্যে করে পদচারণ
যে পথিক তার যত শূন্য সম্মোহন—
অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতি
যার পাশে আমাদের সীমার জগৎ
সহসা পড়িয়া ধরা কাঁপে থাকে থাকে
এরি লাগি আজিকার আনন্দ—আকুতি।

সে আমার নিশ্চিততম প্রীতি।
ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতি।
জানি না স্বরূপ তাহাদের
আলোকের উৎস তবু আমাদের সমস্ত দিনের।
দৃষ্টি-দীপ সমস্ত দেখায়।
উদ্বুদ্ধ ও উজ্জীবিত করি আমাদের
কল্লোলিত বর্ষাগুলি দেখায় বুদ্বুদ ক্ষণিকের
শাশ্বত মৌনের পারাবার।
সত্য জাগে চিরন্তন
সে সত্যে স্পর্শিতে পারে নাই হেন কোন উন্মাদন,
আত্মঘাতী চঞ্চলতা, ছোটবড়ো নাই কোন জন।
শান্ত যবে দিন,
দেখি সেই সমুদ্রের রূপ অন্তহীন,
যে সমুদ্র আমাদের এনেছে দেখায়;
যদিও রয়েছি দূরে কূল হতে সেই সমুদ্রের
ফিরে যাই মুহূর্তে সেথায়:
শিশুদল কূলে তার করিতেছে খেলা,

(১০)

দূর্বার তরঙ্গ রোল কানপেতে শুনি সারাবেলা॥
গেয়ে যা, গেয়ে যা পাখি, গেয়ে যা গেয়ে যা তোর গান,
নাচ তুই ছায়াশিশু আনন্দিত-প্রাণ
তালে তালে মৃদঙ্গের।
বাজা বাঁশি, কর খেলা কর,
বসন্ত-উজ্জ্বল হোক তোদের অন্তর,
যোগ দিই মনে মনে আমিও তোদের।
হয়তো নয়ন হতে সে মাধুরী শুচির-বিলীন
ছিল যা প্রদীপ্ত কভু
ঘাসের ঐশ্বর্য আর ফুলের মাধুরী
ফিরিবে না জানি কোনোদিন,
কাঁদিব না তবু,
যা কিছু রয়েছে বাকী তাই দেখে বল;
আমার সম্বল
প্রথমতম যে-পরিচয়
অতীতের উপলব্ধি, শুচির অক্ষয়;
যে-করুণা-ধারা
মানুষের দুঃখে দেয় সাড়া;
যে-বিশ্বাস মৃত্যুঞ্জয়ী ধন;

(১১)

যে-বার্ধক্য নিয়ে আসে অপ্রমত্ত মন॥
ওরে ও নির্ঝর ধারা, প্রান্তর, পাহাড়, উপবন,
আশঙ্কা কোর না কভু ছিন্ন হবে প্রীতির বন্ধন।
অন্তরে অন্তরে আজো তোমাদের শক্তির যৌবন
দ্রষ্ট শুধু একটি উল্লাস—
সহজ অধীন হয়ে তোমাদের সঙ্গে সেই বাস।
ঝর্ণার মর্মরধ্বনি; যতো ভালোবাসি সে বৈভব
ততো ভালোবাসে নাই মোর ঝর্ণা-চপল শৈশব।
নূতন দিনের মতো নিষ্কলঙ্ক শোভা
আজো মনোলোভা;
আজিকার মেঘমালা অস্তরবি-ঘেরা চারিধার
আরক্ত আভাস আনে নয়নে আমার
যে নয়ন দেখিয়াছে মানুষের মৃত্যু বারংবার;
আবার নূতন খেলা, জয়মালা নব।
ধন্য এ মাটির প্রেম, আমাদের প্রাণের পাথেয়;
ধন্য এই কোমলতা, শঙ্কা আর দুঃখ অপ্রমেয়;
অতি তুচ্ছ ফুল সেও বলে যে বারতা
জানে না চোখের জল তারো গভীরতা॥

মিত্রলাভ

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জলধর সেন

১৩১৪ সালে "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতনামা সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয় সম্পাদক পদে বৃত হন। সকলেই জানেন যে, আষাঢ় মাসে "ভারতবর্ষে"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পনর দিন পূর্বে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "ভারতবর্ষে"র প্রুপ দেখিতে দেখিতে হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরী করিতেন এবং মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া "ভারতবর্ষে"র স্বত্বাধিকারী গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর সহিত যোগাযোগে "ভারতবর্ষ" প্রকাশ ব্যবস্থা করেন এবং অধ্যাপক পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন মহাশয়কে সম্পাদক করিয়া "ভারতবর্ষ" প্রকাশ বঙ্গসাহিত্যের সাময়িক পত্রিকা জগতে এক নতুন অধ্যায় রচনা করিতে আরম্ভ করেন। অমূল্যবাবু এক বৎসরের বেশী সম্পাদকের কাজ করেন নাই। কিন্তু জলধরবাবু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রায় সাতাশ বৎসরকাল সম্পাদকরূপে—'ভারতবর্ষকে" সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আমি 'বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে' চাকুরী করিতে যাইয়া তথায় জলধর বাবুর সংস্পর্শে আসি। তিনি সর্বদা গল্প-প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখিতে পারিতেন এবং কখনো কোন লেখার জন্য সম্মান-দক্ষিণা দাবী করিতেন না। পরবর্তীকালে আমি যখন "হিতবাদী" কার্যালয় হইতে "হিতবাদী"র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করিতাম সে সময়ে জলধরবাবুর কাছে লেখাপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেই তাঁহার লেখা পাইতাম। "হিতবাদী"র সকল বিশেষ সংখ্যাতেই জলধরবাবুর লেখা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ঘটনা হইতে তাঁহার সাহিত্য-প্রীতি এবং জনপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সভা-সমিতিতে অবশ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠানে ডাকিলেই তিনি যাইতেন এবং অনেক সময়ে গাড়ীভাড়ার টাকা না চাহিয়া নিজের পকেট হইতে খরচ করিতেন।

১৯২৪সালের নভেম্বর মাসে আমি তাঁহার সহকারীরূপে "ভারতবর্ষ" কার্যালয়ে সম্পাদক-কার্যে যোগদান করি। তখন জলধর বাবু কানে খুব কম শোনেন, চোখেও খুব কম দেখেন। তৎপূর্বে তিন মাস কাল তিনি রোগে শয্যাগত ছিলেন। তাঁহার বয়স তখন ৬৮ বৎসর। শরীর ভাল না থাকিলে অফিসে আসিতেন না। শরীর ভাল থাকিলে হয় সকাল ১০টা হইতে ১২টা পর্যন্ত, না হয় বেলা ১২টা হইতে ৩টা পর্যন্ত অফিসে বসিতেন। লেখাপত্র কিছু দেখা তখন তাঁহার পক্ষে প্রায় অসাধ্য ছিল। আমার কিছু জিজ্ঞাসা করার থাকিলে আমি তাঁহার কানের কাছে মুখ লইয়া যাইয়া চীৎকার করিয়া কথা বলিতাম। ঐ সময়েও তাঁহাকে সবদা কাহাকেও কাছে পাইলেই কিছু না কিছু লিখাইয়া লইতে দেখিয়াছি, আমি তাঁহার মুখে শুনিয়া "স্মৃতি তর্পণ" নামক কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়া লইতাম এবং সে সকল প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। চল্লিশ বৎসরের অধিককাল তিনি "বঙ্গবাসী—হিতবাদী—বসুমতী" প্রভৃতি সাপ্তাহিক পত্রে এবং শেষে "ভারতবর্ষে" সম্পাদকের কাজ করিয়াছিলেন। যৌবনে প্রথম স্ত্রী বিয়োগের পর তিনি ১০।১৫ বৎসর সন্ন্যাসী হইয়া হিমালয়ে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'হিমালয়', 'প্রবাস-চিত্র' প্রভৃতি পুস্তকে সন্ন্যাস-জীবনের বহু ঘটনা লিখিত আছে। হিমালয় হইতে ফিরিয়া তিনি পুনরায় বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন এবং নূতন করিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করেন। তিনি কখনো ধনী হন নাই বটে, কিন্তু সারাজীবন পরোপকারী, বন্ধুবৎসল ও হৃদয়বান মানুষ হিসাবে পরোপকার-ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন। বহুভাবে আর্থিক ত্যাগ এইজন্য তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

কলিকাতার ভাড়াবাড়ীতেও তিনি আত্মীয় ও বন্ধু-পরিজনকে আহার ও বাসস্থান দান করিতেন। নিজে বিনামূল্যে লোকের কাজ করিয়া দিলেও অপরকে দিয়া কখনো বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করাইতেন না। আমি যখন "ভারতবর্ষে"র সহকারী তখনো তিনি আমাকে দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত কাজ করাইয়া পারিশ্রমিক দান করিতেন, কতদিন কত

স্থান হইতে যে আমার জন্য খাবার লইয়া আসিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া এখনো কৃতজ্ঞতায় প্রণত হইয়া ওঠে। তিনি দুইবার আমার আগড়পাড়ার বাড়ীতে সকালে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাস্নান ও মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়াছিলেন, আমার প্রতি তাঁহার স্নেহমধুর আন্তরিকতার পরিচয় নানারূপেই প্রদান করিতেন। দুই বারই প্রচুর জিনিষপত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘজীবন ব্যাপ্ত তাঁহার সারস্বতকৃত্য তাঁহাকে সাহিত্যের ইতিহাসে অমরত্ব দান করিবে সন্দেহ নাই। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল, তিনি বহু নতুন লেখক তৈয়ারী করিয়া গিয়াছেন। সারাজীবন পত্রের লেখা কাটিয়া তাহা সংশোধন করিয়া "ভারতবর্ষে" ও বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। তাহাতে নতুন লেখকেরা উৎসাহ লাভ করিতেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি বর্তমান যুগের খ্যাতনামা লেখকগণ যে এককালে জলধর বাবুর উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—একথা আজ নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। এখনকার বহু লেখক বা কবিদের অনেকেই জলধরবাবুর সাহায্য ছাড়া খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন না। পরিতাপের কথা তাঁহার লেখার সংগ্রহ পুস্তক আজো প্রকাশিত হয় নাই। দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই একদিন কোনো না কোনো গবেষক, ছাত্র তাঁহার লেখার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন এবং উপযুক্ত গবেষণার দ্বারা সে সকল লেখার গুণ প্রকাশে অগ্রসর হইবেন। আমরা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া সাহিত্যিকের জীবনধর্ম ও আদর্শ-রক্ষা শিক্ষা করিয়াছিলাম, সেজন্য তাঁহার উদ্দেশ্যে সর্বদা শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাইয়া থাকি। "রবিবাসর" সাহিত্য-বৈঠকের তিনি অন্যতম স্থাপয়িতা। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমৃত্যু তাঁহার যোগাযোগ ছিল। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশে তাঁহার জীবনের সহিত জড়িত রহিয়াছে একটি যুগের শক্তিসূত্র।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আচার্য শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার বলহাটির নিকটস্থ এক অতি পল্লীগ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। গ্রাম হইতে ৫ মাইল দূরে হাই স্কুলে তাঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। বৃত্তি না পাওয়ায় ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া তিনি হেতমপুরে কলেজে ভর্তি হন এবং সে সময়ে তাঁহাকে হেতমপুরে এক মাটির ঘরে—ছাত্রাবাসে বাস করিতে হইয়াছিল। আই. এ. পাস করিয়া তিনি বৃত্তি পান এবং কলিকাতায় আসিয়া স্কটিশ-চার্চ কলেজে বি. এ. পড়েন। প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ইংরাজীতে এম. এ. পড়িয়া পাস করিবার পর কিছুকাল তাঁহাকে রিপন কলেজে—ঐ স্থানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যাপকের কাজ করিতে হয়।

তাহার পর সরকারী চাকরী পাইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হন। সুদীর্ঘকালে তিনি রাজসাহী কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন।

ইংরাজীতে এম্. এ. পাস করিলেও তিনি যৌবনে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামক পুস্তক লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে আচার্য শ্রীকুমার উক্ত পদে নিযুক্ত হন ও দীর্ঘ কয়েক বৎসর এই পদে খ্যাতির সঙ্গে কাজ করিয়াছিলেন।

পরিণত বয়সে সদাসর্বদা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা—সেই সঙ্গে সাহিত্য-সেবাব্রত উদ্‌যাপন করিয়া সারা ভারতবর্ষে আরোপিত সমাজে বরেণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হন। তাঁহার লিখিবার শক্তি যেমন অসাধারণ ছিল, বলিবার শক্তি তাহা অপেক্ষা ছিল অধিক। যে কোন বিষয়ে তিনি অনর্গল পাণ্ডিত্যপূর্ণ চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ১৯২ সালে তিনি পঃ বঙ্গ বিধান সভা-সদস্য নির্বাচিত হন ও পঃ বঙ্গ বিধান পরিষদের—দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন। বসর গ্রহণ করার পর তাঁহাকে প্রতিদিন কোন না কোন সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক সভায় বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। মিরা প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলাম, এবং সারা জীবন তাঁহার স্নেহ, প্রীতি ও শুভেচ্ছা ভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। এরূপ নিরহঙ্কার পণ্ডিত ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতায় বালিগঞ্জে পার্ক এ্যাভিনিউতে নিজ-গৃহ নির্মাণ করিয়া বাস করিবার পর হইতে সেই গৃহ ছিল পণ্ডিত ব্যক্তিগণের মিলন স্থান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যেমন তিনি আবদ্ধ ছিলেন, তেমনি সেই প্রতিষ্ঠান সমূহের উন্নতির চিন্তা সর্বদা তাঁহাকে করিতে হইয়াছে। বাংলা দেশে তাঁহার মত পণ্ডিতের সংখ্যা কম এবং খুব কম লোকই তাঁহার মত নিজেকে সদা-সর্বদা জনকল্যাণকর কার্যে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হন। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার সাহিত্যের পরিচয় যেমন লাভ করিয়াছি, তেমনি তাঁহার ধর্মপ্রাণ হৃদয়ের পরিচয়-আমাদের অভিভূত করিয়া রাখিত।